রেজেষ্টারী করা। রেজেষ্টারী করা

ছহি রঙ্গ-বাহার

শাহে আলম ও মাহে আলমের কেচ্ছা

মৌলবী হাজী আবদুল মজিদ ভুইঞা ছাহেব
মরহুম প্রণীত।

মুন্সী আব্দুল ফাত্তাহ সিদ্দিকী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

নবপর্য্যায় চতুর্থ সংস্করণ।

কলিকাতা—৬৪।৩ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট হবিবী প্রেস
হইতে মুদ্রিত।

পত্র লিখিবার ঠিকানা—
ম্যানেজার—"হবিবীপ্রেস পুস্তকালয়"
১।৪১, মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
সন ১৩৬৯ সাল।

প্রকাশক কর্ত্তৃক সর্ব্বসত্ত সংরক্ষিত।

❋ শায়েরের বাণী ❋

পয়ার ।—খাকছার আবদুল মজিদ কহে বাণী। আপনা দেলের কিছু খুশির কাহিনী॥ দেলে ছিল এ পুথির বিমার নিমজ্জান। দেখাইবকলিকাতায় হাকিমেনিদান॥ কেতাবে লিখেছি আমি আসে যেই হাল। মন আশা পুরাইল এলাহী কামাল॥ এসে এই কলিকাতা শহর ভিতর। কামেল হাকিম লোকে খুজি বহুতর॥ বড়ই কোশেষে এক কামেল হাকিম। আমার কপাল গুণে মেলায় রহিম নাম মুনশী গোলাম মওলা বড় গুণবান। পাহুছানে মরদ খুব শাইরীর কাম॥ সে শায়ের বিমারিকে দেখিয়া নজরে। চিনিয়া কামেল দাওয়া দিলেন তাহারে॥ তাঁহার ব্যবস্থা মত পাইল জিউ দান। মতলব হাছেল পুরা করিল ছোবহান॥ হাজার শোকরানা মোর দর্গাতে তাঁর। মন আশা যেবা পুরা করিল আমার॥ মুনশী গোলাম মওলা ছাহেবের তরে। রচনার হক দিনু খোসাল অন্তরে আমার শায়েরি এই রঙ্গ বাহারের। যে কিছু হইল এই কাপী রাইটের॥ এ সকল হক আমি খুসিতে আপন। মুনশী ছাহেবের তরে করিনু অর্পণ॥ শায়েরির হক যাহা পুস্তকে আমার। সেশব আসিল জান গোলাম মওলার॥ তছনিফের হক মুন্‌শী ছাহেব পাইয়া। দোরস্ত করি পুথি কাটিয়া ছাটিয়া॥ যে যেখানে ভুল চুক আছিল আমার। দোরস্ত করিয়া দিল শায়ের বিমার॥ কমি বেশী শায়েরের ঠীক করি শেষে। ছাপিয়া দিলেন পুথি আপনা প্রেসে॥ বার শত একাত্তর সাল বাঙ্গালার। আবদুল মজিদ ভনে রসের বাহার॥

❋ শায়েরের মোনাজাত ❋

ত্রিপদী।—দয়া কর তুমি সাই, তোমা বিনা কেহ নাই, দয়াবান দয়ার সাগর। মন আশা পুরা কর, আমি আছি বান্দা তোর, কুদ-রত কামাল নাম ধর॥ দো-জাহানে খুসি মোরে, রাখ আপনার মেহেরে, কোন মতে না কর মোহতাজ। আমি দোওা মাঙ্গি তাই, মোরে য্যায়ছা ওহে সাই, কোন বাতে নাহি দিও লাজ॥ আমার দুস্মন তরে, পয়মাল করিবে ছারে, দোস্তকে আমার রাখ খুসি। ভাই ও ভাতিজার বাতে, হামছায়া রায়েত সাথে, খুব ভাতে যেন থাকে জোষী॥ জেলার হাকিম যেই, মেহের থাকেন সেই, আর যত মুরব্বী তামাম। আলেম ফাজেল যত, দরবেশ বোজর্গ কত, মেহেরবান থাকেন মোদাম॥ আরোজ দর্গায় তেরা, মোনাজাত হৈল পুরা, গোনাযত করে দেহ মাফ। পাপেতে ডুবেছি আমি, নেক কাম হৈল কমি, ময়লা ঢের থোড়া থোড়া ছাফ॥ কি জানি কি হাল হবে, হাশরে কি দুঃখ দিবে, নেকি বদি ওজনের বেলা। তোমার ফরমান যেই, তাতে দেল লাগে নাই, দুনিয়াতে হয়ে হায় হেলা॥ তাহাতে শয়তান পিছে, ওল গলান করিতেছে, সব নেক কামে দেয় বাজি। যেই আছে নেক বান্দা, তাহারে নাহিক ধান্দা যার পরে তুমি আছ রাজি॥ হাশরে তরাবে আল্লা, তবেত এ বান্দা ভালা, এ আরোজ করিছে লাচার। শাফাত নবীর মেলে, তোমার মেহেরে হৈলে, গোনা হৈতে তবেত নিস্তার॥ পুলছেরাত পার হব, বেহেস্তে চলিয়া যাব নহেত দোজখে আছে ঠাঁই। আজতক কেত্তা কেত্তা, করিয়াছি গোনা খাতা, আগে ফের দোওা কর সাই ফের গোরে যেই অক্ত, আজাব হইবে ছখ্‌ত, যেই অক্তে মন্‌-কের নকির। ছওাল পুছিবেগোরে, জওাব নাদিলে তারে,গোশ্বাতে যে হইবে অস্থির॥ মারিবে লোহার গোর্জ্জ, তুড়িবে পাপের বোর্জ্জ সেই অক্তে কিহবে উপায়। আবদুল মাজদ বলে, রছুল মদদ হৈলে তবে মেহের করিবে খোদায়॥

ছহি রঙ্গ-বাহার
শাহে আলম ও মাহে আলমের কেচ্ছা

হামদ্‌-নায়াত।

ত্রিপদী।—ছোবহান আল্লাতালা, সকলি হৈতে ভালা যার নাহি মহিমার হদ। আপে একা ছিল যবে, নুরে পয়দা করে তবে, বাতু নেতে দোস্ত আহমদ॥ তাঁর হকিকত পিছে, লিখিব বন্দনা বিচে হামদ্‌ লিখি আউয়ালে আল্লার। কেবন্দিতে পারে তাঁরে, কুন্‌ শব্দে জন্মকরে, চৌদ্দ ভুবন এ সংসার॥ আরশ কুরছি আর, লওহ মাহফুজ তার, লওহকলম বানায়েছে। দোজখ বানায় সাত, বেহেস্ত আট করে জাত, হাওজ কওছার তার বিচে॥ তুবা ও হাতজ্ঞ কত, হুর গেলেমান শত, আছে সেথা সরাবন তহুরা। বোরাক করিল এক, দোস্তের কারনে হক, কোদরতে সে করিল জহুরা॥ বানাইল গোলছেরাত, জন্ম করে দিন রাত, সাত জমি সাত আছমানে। ভালাবুরা নেকি বদি, আব আতশ খাকবাদি, চান্দ আর সুরজ তারা গণে॥ সপ্ত সমুদ্র আদি, জঙ্গল পাহাড় নদী, কত জাত কীট আর পতঙ্গ। হুরপরি দেওজাত, এইমতে নানা ভাত, পয়দা করে সেহি লাল রঙ্গ॥ জেবরাইল মেকাইল আজরাইল এসরাফিল, লাখেলাখে ফেরেস্তা করিল। কেরামন কাতেবিন, পয়দা করে সে আলমিন, মোনকের নকিরে জন্মাইল॥ খোওাজ খেজের তরে, পয়দা করে এ সংসারে, দরিয়ার করিল মালিক। আজাজিলে পয়দা কিয়া, লানতের তওক দিয়া, মুখে দিল চুণ আর কালিক॥ খাকেতে কালবুত কিয়া, তাতে জান বকশাইয়া, পয়দা কৈল ছফিয়ল আদম। হাওাবিবি তাঁরপরে, তাঁরতরে পয়দাকরে, আঠার হাজার এ আলম॥ শরিয়ত তরিকত, হকিকত মা'রফত, এই চারি চিজ নিয়ামত। নাছুত মলকুত তার, জবরূত লাহুত তার, এইচারি মোকাম সাবুত বৎসরেতে বারমাস, ত্রিশ দিনেতে মাস, আর পয়দা করে সাতবার

শনিবার রবিবার, পীর মঙ্গল বুধবার, জুমারাত জুম্মাদিন সার॥ এই রূপে সেইযত, পয়দা করে শত শত, তাহার লিখিতে কেবা পারে আক্কেল এনছাপ দানি, রূপ খুবি মেহেরবানি, মর্দ্দমি ও ছাখাওতি করে॥ কতনবী কতওলি, পয়গাম্বর শহিদ বলি, একলাক চব্বিশ হাজার। গওছ কোতব পীর, আওলিয়া আম্বিয়া মির, লাখে২ সহর বাজার॥ আহকাম দলিল যত, কেতাব আদি নানামত, পয়দা করে সবাকারে জান। তওরাত জবুর আর, ইঞ্জিল কেতাব তার, আখেরিতে ফোরকাণ কোরাণ॥ মুছা দাউদ ঈছা তরে, এই তিন, পয়গাম্বরে, সব হৈতে দর্জ্জা দিল ভারি। তার পরে জাহেরিতে, পয়দা করে নুর হৈতে, মোহাম্মদ সর্ব্ব অধিকারী। ছমিউন বছির যেই, লতিফোল খাবির সেই, রাখে মারে আপনি কাদের। ফায়াকুন বলিলে আর, নারহিবে এ সংসার, কেয়ামত হইবে জাহের॥ এসবজাহেরকিয়া, কে বন্দিবে নর হৈয়া, গোনাগার নাপাক বেকুফ পয়গাম্বর যত হৈল, কেহবা বন্দিতে পাইল, করিয়া যে আপনা ওকুফ॥ সপ্ত সিন্ধু কালি হৈলে, বৃক্ষ সব কলম কৈলে, সাদা হৈলে জমিন আছমান। তবু সে মহিমা তার, লিখিতে হইবে ভার, লেখে যদি তামাম জাহান॥ শরীক নাহিক যার, আপে সেই সে মোখতার মনইচ্ছা মত যাহাকরে। কুদরতের ওরসাই, কুদরতে কামেল সাই, তাঁরতরেকেবন্দিতে পারে॥বাতুনে রাখিয়াছিল স্বীয়নুরে পয়দাকৈল যত কিছু উপরে লিখিত। জাহের দুনিয়া বিচে,সব পয়গাম্বর পিছে পয়দা কৈল মোহাম্মদ মক্কিত॥ দোস্ত বলে তাঁর তরে, নুর নবী পয়গাম্বরে, খ্যাত নামে মোস্তফা রছুল। লাএলাহা এল্লল্লাহ, মোহাম্মদ রছুলুল্লাহ্, এইতাঁর কলেমা মাকুল॥ মোহাম্মদ না হইত, আল্লাহ্ কিছু নাকরিত, না হইত জমিন আফলাক। কোরাণে তারিফ আছে ছুরে ইয়াছিন বিচে, যার শানে আয়েতে লওলাক॥ করিয়া দিনের শাহা, সুপিল শরিয়েত রাহা, মেহের বড় হইল তানপর। যত আছে বান্দাগণ, তাঁরে কল্ল সমর্পণ, খতম হইল নবুওত মোহর সব পয়গাম্বর বিচে, ছরদার করিয়া দিছে, সব হইতে তাহার

তারিফ। পয়দা করিয়া আগে, জন্মাইল শেষ ভাগে, বক্‌শে দিল কোরাণ শরীফ॥ মেয়ারাজ দিলেন তেনারে, সাত আসমানের পরে বোরাকে ছওার করি লিল। যতরছুল পয়দা হয়, একেং সব বাতায় আপনা কোদরত দেখাইল॥ আর যত আছে বান্দা, পক্ষীজন্তু চিঙটি জেন্দা, সব ত ার হইল উম্মত। যে ধরিবে তান পানা, বক্‌ শাইবে তার গোনা যবে হবে রোজ কেয়ামত॥ শাফাত করিতে বান্দা, খুলিবে মনের ধান্দা, যে রহিবে মহাম্মদি দিনে। কোন বাতে ডর নাই. বেহেস্ত খানা পাবে সেই, একিদাতে সাবুদ ইমানে জাকাত নামাজ রোজা, রছুলের দিন তাজা, হজ কলেমা এই পাঁচ চিজ। আপনার দেল জানে, মনেতনে ও ইমানে, রবেযেবা থাকিবে আজিজ॥ তারিফ তাহার যত, কে পারে বন্দিতে তত, যার তাবে তামাম জাহান। আমি গোনাগার বান্দা, চশ্‌ম থাকিতে আন্ধা, কি কহিব তাহার বাখান॥ পঞ্জতন পাকবন্দি, আরবের চৌহদ্দি, মক্কা আর মদিনা নজফ। বয়তোল মোকাদ্দেছ তরে, কারবালা ময়দান পরে, বন্দি আমি এ চারি তরফ॥ তারপরেচার ওলি, ছিদ্দিক আকবর বলি, ওমর ওছমান আলী চার। মোহাম্মদ হানিফ আদি, দুল্‌ দুল্‌ ঘোড়ায় বন্দি, ষোল চান্দ্রচাল জোল-ফোক্কার॥ ফাতেমা জোহ্‌রা বিবি, জানে ছোটা বড়া সবি, আকেবাতে দামোন যাহার ধরিয়া এ বান্দাগণ, পারহবে জনে জন, তারপরে আলী জোরওার॥ আরযত বিবিজাত, বন্দি সবে এক সাথ, যারয্যায়ছা আছেত মর-তাবা। সে দুই এমামে বন্দি, হাছন হোছেন হাদি, ছরদারে শহীদ যেবা॥ বার এমামের তরে, আর চৌদা মাছুমেরে, লাখেং দরুদ ছালাম। আমির হামজা আর আব্বাছ যে ভাই তার বন্দি আমি তাহার গোলাম॥ লড়াই করিল য্যায়ছা দরজা পাইল ত্যায়ছা কুফরে করিল তানা তোড়। কাফের হৈল জের মোছলমান হইল ঢের কারবার কাফিরির ছোড়॥ ছুমুছার কুমুকামে বন্দি খেঙ্গি আস্কর আদি উম্মর উম্মিয়া বাজিকর। মহবুবে ছোবহান নাম মুস্কিল আছান কাম বিখ্যাত সে পুরাতন পর॥ মজহাব ও মেল্লাতে

বন্দিফরজ ছুন্নত আদি ওয়াজেব নফল যত জান। সব একেং শিরে বন্দি ফকিরের ঘরে চার পীর চৌদা খান্দান॥ ফজর জোহর আর আছর মগরেব আর এশা এই পাচ এলাহীর। ঈদ বকরিদ বন্দি তারাবী নামাজ আদি আর যত নফল বাড়ীর॥ নামাজ রোজায় বন্দি ওজু ও গোছল আদি একেং বন্দি সবাকারে। পাফছাফ তরে বন্দি কোরাণ হাদিছ আদি আছমানের কেতাবের তরে॥ মোহাম্মদ হাছন পরে মৌলবীরে বন্দি শিরে, উড়িষ্যা বিচেতে যেই খুটী। মেরা এই মুল্লুকেতে দিনজারী তাঁর হৈতে মুরিদ করেছে কোটী কোটি॥ কটক সহর কাছে বস্থি লাছুমপুর আছে নিবাস পীরের সেই খানে। মরহুম মাগফুর পীর নোয়াই যে তাঁরে শির ওফাত হৈয়াছে বহুদিনে॥ দোস্ত বেরাদর ভাই সবে বন্দি এক জাই আর যত কাছে কবি কার। চৌদজ্জবন বিচে যত ইতি হই য়াছে তাঁরে বন্দি শিরের উপর॥ আছে যত দিনদার মোরশেদ ও বাপ আর বন্দি আমি ওস্তাদের পায়। ভুরসুট পরগণা বিচে উদনা বসতি আছে তার মধ্যে ছৈয়েদ হামজায়॥ কবিতা করিনু শুরু সে যে আমার গুরু মোলাকাত নাহি মেরা সাথে। তাঁর ধ্যানমনে রাখি কেতাবে ছেফত দেখি হাতেম তাইর কেচ্ছা হৈতে আল্লা তালা তার তরে বেহেস্ত নছিব করে ওফাত হইয়াছে বহু-কাল। য়্যয়ছা কেহু বাঙ্গালার শায়ের না হবে আর যবতক দুনিয়া বাহাল॥ তার দেশ বাঙ্গালাতে মোর ঘর উড়িষ্যাতে বালেশ্বর কটক জেলায়। বস্তা থানার পাশ কদিমি মোকাম বাস গড় পদ্দা পরগণা বলায়॥ আর যে বন্দিনু আমি হেম্মত খাঁ শহীদ নামি বড় জবরদস্ত সেই পীর। সদাই ভরসা রাখি তাতে আমি করি শিখি হামেহাল পীর দস্তগীর॥ জহুরা বড়ই তার, বাঘ পিঠে সে ছওার, হইয়া ফিরে রাত নিশি কালে। হইলে জুম্মার শাম, এসে করে যে ছালাম ফের চলে যায়েন জঙ্গলে॥ তেনার রওজা আছে গড় পদ্দা পরগণা বিচে মেরা বাটী হইতে থোড়া দুর। আড়ে দিকে ষোল বাটি মাপিয়া হয়েছে খাটি নিকটেতে বিদ্যাধর পুকুর॥ গড়

পদ্দা পরগণা ছাড়া জমিদার আছে মেরা আর হেস্বাদারা আছে তাতে। বাদশাই আমল কালে এই জমিদরী মেলে তিন শত বরছ হইতে॥ পুর্ব্বতে বামন ছিনু হালে মোছলমান হইনু মোহাম্মদি দিনের কারণ। সাত পোস্ত হইল মেরা চলি মোছলমানি ধারা কুফরানি হইয়াছে বারণ॥ মজহাব আমার শোন ইমাম আজম জান কওম মেরা ছিদ্দিক পাঠান। খেতাব আমার ভুঞা কেহ কহে বাবু দাদা মেরা ছাদাতুল্লা খান॥ কেফায়েত আছমতুল্লা খান আর রহমতুল্লা খান তিন বেটা। সব হইতে বড় পহেলা যে মধ্যম সে মাজেলা তেছরা সেসব হইতে ছোট॥ইংরাজের আমলেতে এইতিন দারগিতেপুলিশ থানাতে মকর্রা বাহাল হইলসবে নিকটে সাহেব যবেআছিল এখানে ম্যাজেষ্টর॥ আছমতুল্লা খাননাম তার বড় নেক নাম মেরা সেই চাচা দেল বন্দ। আবদুল আজিজ খাঁ আবদুল মজিব খাঁ মোরা তিন তেনার ফরজন্দ॥ দোন চাচা ছালামত বাপ মেরা যে ফওত হৈয়া গেছে সাত সাল হইল। মেহের করে রব্বানা দেয় হেন বেহেস্ত খানা নেকীতে উম্মর গঙাইল॥ বাপ আর দোন চাচা খছলত আদত আচ্ছা নেকী বিনা নাহি করে বদ্দি। সরকারের খয়ের খাহা হাকিমের স্থানে চাহা এলাহী রহম করে যদ্দি মেরা ভি সরকার বিচে বহু নেক নামি আছে খোশ নামি পাইনু বহুত। ফারছি উড়িয়া বঙ্গ ইংরাজি নাগরি সঙ্গ লেখা পড়া নাহিক তাকত॥ লাইনের সমারিরত পড়া না এলেমেতে আটাতে নিমক য্যায়ছা হয়। থোড়াথোড়া পড়ি শুণি, কোরাণ কেতাব শুনি, তবে মুর্খ জানিবে নিশ্চয়॥ শওাল মাসের এক ঈদল ফেতের নেক ত্রিশ রোজা রমজানের আখির। আজ বড় নেক দিন যত আছে মোছলেমিন পড়িতে নামাজ সব হাজির॥ রোজ আজ শনিবার তারিখ শুমার তার বৈশাখ মাসের তিন দিন। করিনু আগাজ কেচ্ছা সন তারিখ দিন আচ্ছা চার শত আটষট্টী একীন॥ এক দিন খুসি হৈয়া হাতেমের কেচ্ছা লিয়া পড়িতে আছিনু বাংলাতে। শুনিবারে লোক কত বসে ছিল শত শত মেরা জমিদারি কাছারিতে॥

বাহেব আছিল যাকে কেচ্ছা শুন প্রেম থেকে যেই জন বুঝে বেশী কমি। আর কে বুঝিবে তাহা মতলব তাহার যাহা তার বিচে এই তিন প্রেমি॥ ছৈয়েদ আবদুল আলী তার ভাই আমির আলী মোর এই দোন হামজুলি। সদা দোন মোর তরে বহুত খাতির করে এসে বাত চিত করে দিলি॥ সেই হাদি খোদাতালা সকলের করে ভালা, ফতেউল্লা খান নাম যার। বাপের সে বেটা এক, আদল খাছলাত নেক, আমি তার পরেবড় পেয়ার॥ এই তিন জন মোরে, কহিলেন এখাতিরে করকিছু কেচ্ছা বাংলাতে। তোমার যে নাম হবে, কেচ্ছা দেশে২ যাবে, এই যে লাড়কাই উম্মরেতে॥ শুনিয়া মানিয়া লিনু, এড়াইতে না পারিনু, এইকামে বান্ধিনু কোমর। আল্লা যদি সখা হয়, আলবত্তা হইবে জয়, নহেত কি তাব আছে মোর॥ লাড়কাই উম্মর মেরা, না জানি কবিতা ধারা· গননাতে বাইশ বৎসর। ছৈয়েদ হামজা গুরু, তাঁর নামে করিশুরু, সেই হাতী তামি যে মচ্ছর॥ আরোজ সবার তরে, করি আমি বারে বারে, যদি খাতা দেখ শাইরীতে। বুদ্ধির কলম পরে দোরস্ত করিবে তারে; ফুলে কাঁটা থাকে যে অবশ্য॥ যত জ্ঞানী হয় জান; চুকহয় তার মন, বেচুক যে খোদায় করিম। করে সেই চাহে যাহা; আবদুল মজিদ কহে, তারবড় কুদরত আজিম॥

কেচ্ছা শুরু।

পয়ার ছন্দ।—কাদের রহমান আল্লা কত রঙ্গ করে। এনছান অজ্ঞান কিছু বুছিতে না পারে॥ চঙ্গে রঙ্গে পয়দা করে লাল জওা হের। ছদফে মুকুতা পয়দা আল্লার মেহের॥ কাহারে বাদশাই দেয় কাহারে আমির। কারে দেয়গঞ্জ গোলা কারেবা ফকির॥ কারে বদ কারে বে-ঈমান। কারে অন্ধকারে সঙ্গত কারে বহরা কান॥ কাতরা ভর পানিতে অজুদ করে জন্ম। কারে গোরা কারে কালা কে বুঝিবে মর্ম্ম॥ কে করিতে পারেতার কুদরত রচিত জেন্দেগী ওফাই না করিবে কদাদিত॥ কে কহিতে পারে ভাই কুদরতের সীমা। বুঝে মনে আমি এইখানে দিনু ক্ষমা॥ কেচ্ছা এক

বায়ান করি শুন সবে ভাই। যেই রূপে বুঝিতে পারেন সব কই জেন্দেগী ওফাই যদি করে মোর তরে। আল্লা রাজী হৈলে কেচ্ছা পুরাইতে॥ পারে এলেম আক্কেলে পুরা আল্লা নাকরিলে। রঙ্গিন করিতে পদ বুদ্ধি নাহি চলে॥ যত আয় তত ব্যয় জানিবে নিশ্চয় কারে কম কারে বেশী দিয়াছে খোদায়॥ মেছের মুলুক বিচে এক জাহাগির। জগতে বিখ্যাত তার নাম আওরঙ্গির॥ নওরঙ্গির বলে তার উজিরের নাম। কারবার চালায় সেই মুলুকে তামাম॥ বাদশার বেগব নাম বিবি হুর তন। উজির কবিলা নাম বিবি নুর তন॥ বাদশা উজির বড়া দুস্তি যে মোদাম। এক মগজ দুই পোস্ত যেমন বাদাম॥ বে সোমার মাল মাত্তা তার ওর নাই। কারুনের গঞ্জ যত দিয়াছিল সাঁই॥ ছেফাই লস্কর ফউজ হাজারে হাজার। মউজ উথলে যেন সাগরে বাহার॥ হাতী ঘোড়া উট গাধা নাহিক সোমার॥ জমিনেতে চলে যেন চিউটীর কাতার॥ দানাই এনছাফ দোন ছাখাওতি করে। জেন্দেগির ফলকার নাহি ছিল ঘরে॥ বেটা বেটি নাহি তার শোকেতে ফেরাগ। উজালা করিতে নাহি ঘরের চেরাগ॥ বড় গমগিন হেন থাকে এই বাত। রাত দিন আল্লার কাছে করে মোনাজ্জাত॥ এই মতে কত দিন গোজরিয়া গেল। সত্তর বরছ ছেন বাদশার হইল॥ বহুত আকছোছ শাহা করেন ভাবনা। আছুর লহরী বহে করিয়া কান্দনা॥ আপনা উজিরে বাদশা বোলাইয়া লিল। এসব দুখের বাণী কহিতে লাগিল॥ শুনহে উজির মেরা তুমি দানেশ মন্দ। আজ তক আল্লা-তালা না দিল ফরজন্দ॥ জওানি উম্মর গিয়া হৈল বুড়া কাল। কি হইবে বাদশাই এত্তা ধনমাল॥ হইল এ জন্মবৃথা হায় হায় হায়। যেই জন সংসারেতে বাগিচা লাগায়॥ ফুল ফল যদি নাহি হয় কোন কালে। কি হইবে সে বাগিচা নাহিক রহিলে॥ এই সব মাল মেরা কে খাইবে ভাই। আয়েস আরামে কেবা করিবে বাদশাই নাহিক হইল মেরা এই বাদশাহাত। আখেরে হইয়া যাবে সব পর হাত॥ এহা হইতে ভালএই শুনহে উজির। লুটাইয়া সব মালহইব

কাফির॥দেশ পরদেশগিয়াফিরিবমাঙ্গিয়া। খেতাঝলি গায়দিবফরজন্দ লাগিয়া॥ এবাত কহিয়া বাদশা বেহুশ হইল। চক্ষের আছুর জলে চেহেরা ধুইল॥ উজির দেখিয়া হাল হায় হায় করে। গোলাব আতর ছিটে বাদ শার উপরে॥ উঠাইয়া বাদশাকে কোলেতে লাগায়। চেতন করিয়া ধীরে বচনে বুঝায়॥ শুন বাদশা আলম পানা মান মেরা বাত। আল্লার দরগায় সদা কর মোনা জাত॥ সেই আল্লা তায়ালা য়্যয়ছা যানিবে নিদান। বালকেরে বুড়া করে বুড়াকে জওান॥ ঘড়িতে আছান করি ঘড়িতে মুসকিল। পলকে দরিয়া করে রব্বেল জলিল॥ রাছ দেলে করে যেই যাহার ছওাল। নিমিসে ইঙ্গিতে করে তাহারে নেহাল॥ কুদরত আজিম তার শুন জাহাগীর। তাহার খোদাই পরে না হবে দেলগির॥ কহেন উজির ফের বাদশার হুজুরে। আল্লার কলম এক তেরা মেরা পরে॥ দুনিয়া ভিতরে তেরা নাহিক ফরজন্দ। মেরা ভি কপাল গুনে নাহিক দেল বন্দ॥ যাহা থাকে নছিবে আল্লার ইয়াদে থাকি পরিব কাঙ্গাল লোকে পরে করিবেন নেকি॥ নেকি কৈলে নেকি হয় একিন জানিবে। নেকির জাহাজ কভু সাগরে না ডুবে॥ বাদসারে বহুত ছমজাইল যে উজির। কিছু আশা দেল বিচে হইল পিজির॥ উজির সেখান হইতে বিদায় হইল। খুব নেক কারবার করিতে লাগিল॥ আল্লার রাহেতে করে খয়রাত জাকাত। ফরজন্দ লাগিয়া দেল বিচে মোনাজাত॥ মেহের হইল তারে এলাহি আলমিন। আবদুল মজিদ কহে সংসারের হীন॥

রাগ একাবলি ছন্দ।

এইরূপে কত দিন যায়। কিছু খুসি কিছু গমি উজির বাদশায় নামি অপনার দেলকে ছমজায়। বাদসা উজির এই হালে। এক দিন জুমেরাতে রোজা রাখেদোন একসাথে মোনাজত করেছাফ দেলে॥ খাওয়া পেওা করিয়া শুইল। জরির বিছানা পরে নিন্দের খোমার জোরে অচেতন হইয়া রহিল॥ করিম রহিম পরওার। সবার মনের কথা সকলের জানে ব্যাথা হাথেফে ডালিয়া সমাচার

কহিতে লাগিল এই বাত। সেতাবি চলিয়া যাহ তাকিদে খবর কেহ। খোওাজ খেজেরে এই বাত॥ মেছের শহর মাঝে যাহ বাদশা উজির কাছে বেটার লাগিয়া রহে গমগিন। আছে তারে কহ। শুনিয়া এবাত জিবরিল। সে ঘড়ি কহিয়া দিল খোওাজ শুনিতে পাইল মেছেরেতে হইল দাখিল॥ বাদসার উজির কাছে যায়। নিন্দর স্বপন হালে এই সামাচার বলে একে একে দোনকে বাতায়॥ বাদশা উজির বরাবরী। কহে বাগানের বিচে ফলানা আমের গাছে দুই আম হৈছে সুন্দরী॥ দুজনে বেহানেতে। কার মুখনা চাহিয়াদোন বাগিচাতে গিয়া চাবুকলইয়া যাবেহাতে মারিয়া সে আমের উপর। দোন আম পড়ে যাবে হাতে উঠাইয়া লিবে এক সথে আসিবে ঘর॥ সে আম লইয়া সেই ঘড়ি। আপনা বিবির তরে খেলাইবে সে আমেরে পেলাইবে পানি তাড়া তাড়ি॥ রাতেতে লও াত ছহবত। হবে বিবির সঙ্গ করিবে যে সেই রঙ্গ সংসারের চলন যেমত॥ দুই জন বিবির সেকমে। ফরজন্দ হইবে যবে দোনর দু বেটা হবে দেখিবে আল্লার রহম॥ য়্যাছা কৈয়া খোওাজ খেজের। গায়েব হৈয়া যায় ফরজ হইল তায় উঠিলেন বাদশা ও উজির॥ দোন আপনার ঘর হইতে। কার মুখ না তাকিল দোম সাথে চলে গেল আপনার সেই বাগিচাতে॥ খুজিয়া খুজিয়া যেই গাছে গাছে নেঘা কৈল দু আম দেখিতে পাইল আগ ডাল বিচখানে আছে॥ দুইজন চাবুক মারিল। গিরিল সে দুই আম লিল দোন নেক নাম এক সাথে পরে ফিরে এল॥ এলাহী কুদরতে একিন। ঋতুবতী দোন বিবি হৈল নছিব খুবি গোছল হাজত সেই দিন। মুখে লিয়া এলাহীর নাম। বাদশা উজির আর বিবিকে করিয়া পেয়ার খেলায় দোনকে দোন আম॥ রাতে দোন খেল ওাতেতে যায়। দোনর ছহবত হইল ছিপে মত্তি বিন্দু রৈল হামেল দুই রাখিলেন খোদায়॥ বাদশার উজির খুশি মনে। শুনিয়া খয় রাত করে লাঙ্গা ভুকা গরীবেরে কত২ পীর অলিগণে॥ মনে মনে বড়ই খোর্ম। দিনে২ বাড়ে মাস আখেরেতে আমাবস দুনিয়াতে

চান্দের যেমন॥ তেমনি সেকম বাড়িল। দাইকে ডাকিয়া আনি দেখাইল বিবিগণে দেখে দাই বলিতে লাগিল॥ আল্লার করম বড় ভাই আবদুল মজিদ বলে হুকুম না করিলে গাছের পাতা যে দোলে নাই॥

রাগ ছুটকি ছন্দ।—বাদশাহের, উজিরের বিবির সেকম। এক সাথে, হামেলাতে, আল্লার কলম॥ দশ মাস, দিনদশ ঘড়িদশহৈল। পুর্ণিমার, চন্দ্রাকার, লাড়কা জন্মিল॥ এক দিনে দুই জনে হইল পয়দা। আওরঙ্গিরে নওরঙ্গিরে খুসি কৈল খোদা॥ ফজরেতে ঘেরুপেতে আফতাব উদয়। আস্কিয়ারা চান্দ তারা, কখন নারয় শুভ অক্তে নেক বখতে জন্মাইল সাঁই। শুনে তাই ঘরে যায় দোন ধাওা ধাই॥ বেটা মুখ দেখে দুঃখ গেল দোহাকার। দেখে রূপ, ছটি ছুপ, হইল তাহার॥ খুবি গুণ, সম্পরণ, ছুরতের খান। ওঠে যেন, ঘন২ সাগরেতে বান॥ মোনাজাত, খয়রাত, খুবি সে করিল যে কাঙ্গাল, লইলমাল, সাতপোস্ত খাইল॥ লেখাপড়া, জামা জড়া, পাইল এনাম। বড়া বড়া, হাতী ঘোড়া, বকুশিস তামাম গঞ্জ ঢের, ভাণ্ডারের, খুলে দিল মুখ। যেই যত, দৌলত লইয়া কৈল সুখ॥ কত লোগে, লিল আগে, শাল আর দোশাল। জনে জনে, ধনে ধনে, করিল নেহাল॥ হাটে বাটে, ঘাটে মাটে, লোক ভরে গেল। চেরাগেতে, যে রূপেতে, কিটেতে ঘিরিল॥ যারে তারে, ঘরে২, সহর বাজার। টাকা কড়ি, গড়া গড়ি, হাজারে২ সাদিয়ানা, বাজে বাজা ঢোল আর মৃদঙ্গ। বাজে তুরি, সাজে ভেরি রসন চৌসঙ্গ॥ বিনবাজে, ছওারি সাজে তাউছের নাচ। এক তারা তানপুরা, চিকারা ইছরাজ॥ সারিন্দার, সোরতার, কসে কতলোক তাল সোর, ভরপুর, তবল ঢোলক॥ সাজ বেলা ঝাজ বেহালা, বাজে ঝনাঝনি। ষোল রাগ বাগে বাগ, ছত্রিশ রাগিনী॥ হৈল ষাট, নাচে নাট হাঁসি খুসি করে। যততঙ্গ, মাতে রঙ্গ কে কহিতে পারে অন্ধে যেন, চক্ষু দান, দিল পরওারে। ত্যায়ছা দোন, হৈলমন, উজির বাদশারে॥ রম্মালিকে, নর্জ্জমিকে মাঙ্গাইয়া লিল। হয়ে

জমা, তালে নামা, দেখিতে লাগিল॥ হাতগুনে, মনে মনে, কষিয়ে সুমারি। কহিলেন, সবে শুন, কহি যে হুজুরি॥ জবরদস্ত, দোন মস্ত, হবেন য়্যায়ছাই। তাবেদারে, এ সংসারে রবে সব কই॥ এ দুজনে, এক জানে, করিবে পিরীত। কতং শতং রঙ্গ আচম্বিত॥ রাস্ত বাজি, দেখি বুঝি, ষোল বচ্ছরেতে। ফাড়া হবে দুঃখ দিবে বড়ই আফতে॥ জেন্দেগীর শাহ উজির কিছু নাহি ফের। শাহে আলাম মাহে আলম নাম হৈল এর॥ এই কথা, শুনে ব্যথা, মনে দুঃখ হৈল। আর সবে, বাতে তবে আনন্দে মজিল॥ বাদশাহের উজিরের একই আনন্দ। দেলে খুসি মেলাইলে এলহী ফরজন্দ॥ খুসি নদী বহে যদি, উথলিয়া যায়। তবে আর, কি অপার, করয় খোদায়॥ দিল ধন, কত জণ, নর্জ্জুমের তরে। যা মাঙ্গিল তাই দিল, মন ইচ্ছা করে॥ লিয়ে মাল, হয় নেহাল, ঘরে যেন দ্। সেই রূপে, পদ ভাসে, আবদুল মজিদ॥

ভঙ্গ ত্রিপদী।—বাদশার ফরজন্দ, হৈল দেল বন্দ, শাহা আলম বলে নাম। সংসারের সার, উজির বেটার, মাহে আলম হৈল নাম বড়ই পিয়ার, দোন নামদার, করেন দোহার তরে। করি একান্তর, দাই মকর্র, দুধ পেলাবার তরে॥ চান্দ হ্যায়ছা রূপ, নাহি দেখে ধুপ, আকাশের তারাগণ। তাকিদ বড়ই করেন সবাই; লাগাইয়া জান॥ মুখে হাসি হৈল; আবচচি কৈল, গোজা রিল একসাল। ওঠা বসা করে; হামড়াইয়া ফেরে; বড় শোভা বাল্য কাল॥ করিয়ে ফিকির। বাদশা ও উজির; বানাইল একবাগ। আম জাম তারে; নারেঙ্গি আনারে; কেয়ারির ধারে সাগ॥ কিসমিস ছোয়ারার, মোনাক্কা পেস্তার আখরোট বাদাম ছেব। এলাচি গোজরাতি, জায়ফল সর্ব্বতি; ফুলে তারে করে জেব॥ ফুলের বাহার; চৌদিকে তাহার; সুগন্ধ মেহিত বাগান। বেহেস্ত খানা য্যায়ছা; বাগ হইল ত্যায়ছা কি কব তাহার বাখান॥ কত জানওারে; সেই বাগে চরে ছাড়িল হরিষমনে। বাজ কাকাতুয়া সারিশুক শুয়া লালমোন হিরা মোনে॥ ডাহুক তিতর; তুতি কবুতর; বুলবুল তাউছ পিক।

হরিণ শিয়াল বাঘ বড়া ভাল গেড়া কেটা আর বিকক ॥ যত জান-ওার কে করে সোমার তায় এক রঙ্গমহল। লাগাইয়া ইটা বানাইল কোঠা খিমা তাম্বু দল ॥ আর চাহা কুণ্ডাতে তাতে হাউজ বাগেতে চসমা কতজারি করে। খুঁদিয়া তালাবে আতর গোলাবে কেওড়া তার নহরে ॥ চৌদিকে পর ছিট যতেক রটীট তাহা কি লিখিব আমি। সেই বাগিচাতে রঙ্গ মহলেতে কোস্ত দোহে রাখে নামি ॥ বাড়িতে লাগিল আসিয়া হইল চারিবরছের ছেন। ওস্তাদে আনিল হাতে খড়ি দিল, দিল কত মাল ধন ॥ লইয়া আখুন শিখিল গুণ পড়ায় তুজনার তরে। যার যে এলেম পড়ায় মোয়াল্লেম কলমে লেখায় তারে ॥ কতদিন পরে শেখাইল তারে খুব লাগাইয়া চিতে হৈলেম আলেম বড়ই কামেল লায়েকের সোমারিতে ॥ এলেমের ছাড়া কুস্তির আখাড়া খুব কুস্তি শিখাইল। তিন শও যাট বন্দে ছন্দে ষাট করাইয়ে বাতাইল ॥ পেঁচ পাঁচ যত শেখে দোন দোস্ত তলওারের শেখে মার। নেজাবাজি দেখে গোর্জ্জ বাজি শেখে হেক মত হুনর। তার কাটারি বেনেটি বিছওা সিঙ্গটি পাটা বানাগাধা বাক। কুস্তিগিরি কাম বাহাতুরি নাম মুল্লকে হইল ডাক ॥ দশ বর-শেতে সকল কামেতে তালিম হইয়া গেল। ওস্তাদে এনাম দিয়া বহু স্থান জাগির করিয়া দিল ॥ পাইয়া ওস্তাদ মন হৈল শাদ দোওা দিল বহুতরে। হইয়ে পরাগ পিতাকে খরক দিল দোহে একেস্তরে ॥ বাদশা ও উজির খোশাল খাতির দেলজানে হয় কোর বান। হেতম খাঁ শহীদ আবদুল মজিদ পরে হও মেহের বান ॥

পয়ার ছন্দ।—একদিন বাদশা ও উজির তুইজনা। বসিয়া বিচার করে ভাবিয়া রবানা ॥ ষোল বরছেতে ফাড়া আছেত লাড়কার। জেন্দেগী রাখেন হারা পরওার দেগার ॥ জানের ভরসা তুনিয়া, ভিতরে। কোনঘড়ি ধড় হইতে যাইবে বাহিরে ॥ আখেরি উম্মর হইল যেন পাকা বেল। কখন পড়িয়া যাবে কে করিবে গেল ॥ দেলের হছরত ভাই দেলেতে রহিবে। ফরজন্দের হাসি খসি দেখিতে নারিবে ॥ তবে তাতে এইভাল করনা বিচার। ছেরেতে

ছেহেরা দেখি দোন লাড়কার ॥ এহা আর খুবি নাহিক জেয়াদা দুঃখ সুখদোহার মালেক আছে খোদা॥ এইদোন নেকবাত মছলত করিয়া। চাকর নকর লোগে লিল বোলাইয়া॥ খাদেম লোকের তরে হুকুম করিল। শাদির মঙ্গল লেখা লিখিয়া যে দিল॥ কহিলেন কাছেদেরে শুন দেল দিয়া। দেশে দেশে সবে যাও শাদির লাগিয়া॥ কোন শাহা উজিরের কুণ্ডারি বেটি থাকে। দোহের মিলন হয় কহ এসে মোকে॥ দু বেটার বরাবর দুই বেটী মেলে। সাদি কাম করাইব জেন্দেগী থাকিলে॥ একথা শুনিয়া কাছেদ দেশে দেশে যান। খুজিয়া খুজিয়া সবে হৈল হয়রান॥ বহুত মুল্লুক খুজে কোথানা পাইল। কেন্নওজ দেশেতে তারা যাইয়া পৌছিল॥ বড়ই মুস্কিলে আল্লা খবর মেলায়। সক্করের তরে সক্কর খেলায়॥ সেখানে বাদশা নাম আকবর ছানি। তার উজিরেরে নাম দেলবর ছানি॥ খুব নেকনাম সেই উজির বাদশার দোহের দুবেটী ছিল ছুরত বাহার॥ সেই নিরঞ্জন মেরা এমন মক্কার জোড়ের মাফিক জোড়া করিছে তৈয়ার॥ সেদোন বেটির সাত বরছ উম্মর। য়্যায়ছা দিয়াছিল আল্লা ছুরত সাগর॥ হুর বরাবর রূপ এমম সুন্দরি। তাহার ছুরত দেখে ঝকমারে পরী॥ কাছেদ যাইয়া দরবারে খাড়া হৈল। ছাতিপরে হাতদিয়া আদাব রাখিল ছালাম করিয়া লেখা দিল বাদশারে। উজিরে হুকুম করে লেখা পড়িবারে॥ উজির বাদশার আগে পড়িল লেখন। বাদশা ও উজির শুনে হরষিত মন॥ খতের জওাব বাদশা লিখিতে কহিল। শুনিয়া উজির খত লিখিতে লাগিল॥ কেতাবতে এই সমাচার লেখে তারা লেড়কির শাদিতে ওজর নাই মেরা॥ সাত বছরের মেরা বেটীর ওম্মর। ছাওাল কালে নাহি দিব দুর দেশান্তর॥ এই দুই বেটি মোর দুনিয়ার বিচে। বহুত মেহেরে আল্লা বক্‌শেষ করেছে॥ শাদি দিতে পারি মোরা তোমার খাতেরে। ষোল বচ্ছর তক মোরা রাখিব যে ঘরে॥ তার পর ষোল সাল গোজারিলে পর। এখানে রাখিবে কিম্বা লিবে নিজ ঘর॥ এহাতে মঞ্জুর যদি তোমার হৈবে

লগন করিয়া শুভ ছায়েতে আসিবে॥ লিখন করিয়া বন্দ কাছে দেরে দিল। ছালাম করিয়া খত কাছেদ লইল॥ শাহানা খেলাত খুব দিলকাছেদেরে। খোষালিতে কাছেদ যে ফিরে এল ঘরে॥ আসিয়া বাদশার আগে করিল আদাব। সেই লেখা দিল শাদি মজলের জওাব॥ বুঝিয়া লেখার বাত করিল মঞ্জুর। কাছেদে এনাম দিল যে ছিল দস্তুর॥ আবদুল মজিদ কহে বাদশা উজির। লগন করেন খুব খোসাল খাতির॥

ত্রিপদী।—বাদশার ফরমান হৈল দেশে২ লেখা গেল ভাই বেরাদর বন্ধুগণে। রায়েত আর প্রজাগণ পড়সি হমছায়া জন সব আনন্দিতে হৈল মনে॥ শাদির ছামানা যত ঘড়িতে তৈয়ার কত হুকুমের ছিল এন্তেজার।ভাণ্ডারে মৌজুদ হৈল কতঘর ভরে গেল নানা চিজ মাল বেশুমার॥ নর্জ্জম গণক লোগে মাঙ্গাইয়া লিল আগে দোহার জনম পত্রি দিয়া। হুকুম করিল তবে ভাল ওক্ত বুঝিবারে রম্মাল লোকেরে ডাকাইয়া॥ নক্ষত্র কোথায় থাকে কেতাব খুলিয়া দেখে কোন দিকে থাকে যোগিন। খুব ভাতে গনাইয়া নেক ওক্ত বুঝাইয়া ভালমত দিল এক দিন॥ নর্জ্জুম বিদায় হৈল বাদশা হুকুম দিল লোকজন তৈয়ার হৈতে। বাজাদার বাজাইল ফৌজ যে সাজাইল কনউজ দেশেতে যাইতে। হাতি ঘোড়া পায়দল লোক সঙ্গে কল বল চলিল যে লস্কর বাদশাই। ছওারিতে ।ববিগণ ওয়াদা মাফিক জন আগেপিছে সান্তি ও ছেফাই॥ মুলুকে শোহরত গেল এত লোক জমা হৈল যাইতে হৈল রাহা তঙ্গ। যত কারখানা আর কি কহিব তার শাহানা চমকেররঙ্গ॥ নকিব চোপদার দলে মেছের থাকিয়া চলে মঞ্জেল মঞ্জেল চলে যায় চারি মাহিনার পিছে কনউজ যাইয়া পৌছে, খিমাতাম্ব কানাত গাড়ায়॥ কনউজের দেশ, হৈতে রহে সবে দুকোশেতে, ময়দানেতে করিয়া বাজার। গলি কুচা বানাইল শহরে দোকান কৈল, বাদশাইর যেমন বেভার॥ কনউজের সাহা শুনে, ভাবে আপনার মনে, ফরমাইল চাকর নফরে। কহে ছরঞ্জাম কর, আমার ফরমান ধর, বুঝে শুঝে কর কারবার॥ বাদ

শাই দস্তুর পরে, বহুত ছামানা করে, যত চিজ শাদিতে দরকার সকল মৌজুদ হৈল, দেশ বিদেশ হৈতে আইল, কে করিতে পারে সে শোমার॥ যার আছে বাদশাই, কোন বাতে গম নাই, আব ফুল মাজুদ এহা ভনে। চাহিলে বাঘের দুদ, ঘড়ি বিচে মৌজুদ, হৈতে পারে বাদশাই ফরমানে॥

পয়ার।--আওরঙ্গির নওরঙ্গর মেছেরের ধনি। কনউজের পতিনাম আকবর ছানি॥ দেলবর ছানি তার উজিরের নাম নেক বক্ত নেক জাত গুণে গুণ ধাম॥ বদশা উজির আপে কোন কাম করে। মজ-লেছ আরাস্তা করে বাদশাই দস্তুরে॥ ছামিয়ানা টাঙ্গাইল হাজারে হাজার। ফানুছ কান্দীল ঝড়ি কাতারে কাতার॥ ফুল ঝাড় রঙ্গ রঙ্গ আবরখি গেলাস। মজলিছের বিচেআর রাখে আস পাস॥ আইনা দিওার কৈল চার তরফেতে। রঙ্গ রঙ্গ কারখানা সেই মজলিছেতে॥ নাচরঙ্গ য়্যায়ছাই হইল সারি সরি কোথা কলাওত গায় কোথা নাচেদারি॥ বাজনার শব্দ শুনে তালা লাগেকানে। ফৌজের কাওায়েদে কাঁপে জনে জনে॥ দোন লেড় কার তরে নওশা করিয়া। জামা জোড়া পাগড়ি পায়জমা পেন্দাইয়া দোপট্টা কোমরে বান্দে জরির চামর। ঝালাবোর ছেহেরাও মাথার উপর॥ ঝলমল করে সোনার মউর ছেহেরা। গলায় কুরছির হার লোম ফেরা ফেরা॥ বাদশাই দস্তুর মতে দোন বর সাজে॥ আকাশ থাকিয়া যেনইন্দ্র বিরাজে॥ কাস্তালিনি রাগেতে শাহানা গীতবলে কোকি লের স্বুর, যেন বসন্তের কালে॥ থালে২ উপরেতে লাল নেছাওর। হিরামতি এয়কুত আর মতি জওাহের॥ রঙ্গিন বেবাহা সাজ করেন দোহার। চড়াইয়া দিল দোহে তক্তে রওা পর॥ অতি আনন্দিতে বইসে দোন রঙ্গ বিনা। চামর মরছেল ছত্র দোলায় শাহানা॥ হুকুম করিল তোপ পরে আগ দিতে। ভুই চাম্পা আনার দীপক কত মতে॥ হাতি পরে দামামা নাকারা কত বাজে। ঘোড়া পরে ডঙ্কা উট পরে তুরি সাজে॥ আক্ত করাইয়া দোন বর লইয়া যায়। কি লিখিতে পারি সে বেহদ শোভা পায়॥ গন্ধর্ব দেখিত

যদি সেই সব চাল। বিবর ছাড়িয়া সেহ হইত বেহাল। চলিল অতুল্য সাজে কুরির বাটীতে দেখিতে তামাসা সবে চলে সাথে২॥ কুরির বাটির কাছে যাইয়া পৌছিল। লক্ষ২ তোপ ধুমে খালাছ হইল॥ কুরির তরফ হৈতে খেলাত শাহানা। আইল নেছার কত সোনা রুপার দানা॥ খেলাত পরিয়া বর করিল গমন। মজলেছ ভিতরে গিয়া দিল দরশন॥ তাজিম করিয়া সবে লইয়া বসায়। মরতবা দস্তুর মত যার যে জাগায়॥ দেগদান ঠনকিল বাবুরচি খানাতে। দুনিয়ার যত নেয়ামত ভাতে২॥ খেলাইল শাহি খানা নিয়ম যে মত। বিরিঞ্জি পোলাও কোরমা হালুয়া বহুত॥ খাইয়া শাহানা খানা খোষাল খাতির। বাদশা হে বাদশা কহে উজিরে উজির॥ নেকা পড়াইতে সবে বড় খোসাল দেল। মোকার'র করে কাজি গাওা আর উকিল॥ বাদশাই নিয়ম মত বান্ধিল মোহর। নেকা পড়াইল কাজি মজলেছ ভিতর॥ বাদশা উজিয় বড় হরষিত মন। কাজীরে বিদায় দিল কত মাল ধন॥ দোন ওশাহা করে শ্বশুরে ছালাম। মোবারক বাদিকাম হইল আঞ্জাম॥ বড়ই জলুছে দোন করিলেন শাদি। আবদুল মজিদ কহে মোবারক বাদি॥

ত্রিপদী ছন্দ।—নয়ন বানু চায়েন বানু; দু কুরির নাম জান, মা ও বাপ রাখিয়াছে তার। দোহার পিরীত য়্যয়ছা, সহদ সক্কর য়্যায়ছা; মোহব্বত মেহের পিয়ার॥ বড়ই ধুমেতে শাদি, হৈল মোবা রক বাদি, দোন মাতা সে দোন কুরির। বোলাইয়া মশাতারে কহিলেন তার তরে, সাজাইতে বেটির খাতির॥ উপটন দোহারে মাখে, মোম দিয়া বাল থাকে, খোপা বান্ধে চুটী গাথাইয়া। মাথায় সিন্দুর দিল পুর্ণচন্দ্র বোধহৈল আখেতে কাজল পেন্দাইয়া॥ মাথায় দিলেক টিকা, চান্দ দেখে হৈল ফিকা, মাঙ্গে দিল মাঙ্গ ছরাছরি। ডুকানেতে বালি দিয়া তাতে ঝুমকা লাগাইয়া, গলা বিচে হাসলি দোলারি॥ বাহুতে বাজুবন্দ দিল, সোনা চুড়ি পেন্দাইল, আঙ্গুলে আংটী দিল ভরা। কাঙ্গনে যে পৌছি সিথা, গজরা বড়েলা তাতে কমরে জিঞ্জির তিন ফেরা॥ পাওজেব পায়ে কড়া, পায়করে শোভা

বেড়া, আঙ্গলে চুটকি পেন্দায়। তাহাতে শোভয় মেহদি, যেন ফুল গোল দাউদা, গোরা বিচে অতি শোভা পায়॥ তাহাতে নেপুর সাজে, ঝন ঝন শব্দ বাজে, পেন্দাইল শাড়ি পিতম্বরি। বদন কাঁপে, ফুলে যেন খলি ঝাপে, দেখে সে দোহার নওবাহারি॥ সাজায়ে দোহার তরে, মাঙ্গাইল দোন বরে, খেলাইল পানেতে মধুর। দেশে র দস্তুরমত, কারখানাকত শত, করাইল যেমন দস্তুর সবে একে যায় মিলি, করে গেন্দ খেলা খেলি, আরিশী মোছাফা দেখাইল। করিয়ে সিন্দুর দান, ধরিয়ে লইয়া যান, দোন কুরি বরে মেলাইল। মেলাইল দুইজনে বহুত পিয়ারমনে, কেজানিহদ মিলিবার বর য্যায়ছা কুরি ত্যায়ছা, তবে তারে হয় কেয়ছা, লাড়কাই উম্মর যাহার, যবতক মদন করে, দেলে ঘর নাই কারে, তব তক সেই কিবা জানে। আবদুল মজিদ বলে, মদনে মাতাল হৈলে, সামালিতে না পারিবে প্রাণে॥

পয়ার ছন্দ।—কত দিন বাদে দোন বাদশা উজির। আপন দেশেতে যেতে করিল ফিকির॥ বিদায়ের বাত কহে ছমদি বরা, বরে। রোখছত করিয়া দেহ আমাদের তরে॥ যেই দিন সেই ষোল সাল গোজারিবে। তোমাদের দুই বেটী পাঠইয়া দিবে॥ রাখিয়া যাইতাম মোরা দোন লাড়কারে। ষোল বচ্ছরেতে ফাড়া এহাদের পরে॥ মোদের এই বাছা দোন আখের পুতলি। ছেড়ে যেতে নারি মোরা এই কথা বলি॥ মনেতে তোমারা কিছু না কর ভাবনা খুসি দেলে আমা দোহে বিদায় কর না॥ বাদশা ও উজীর দোন খোষাল হইয়া। সুপোদিল দুই বেটী হাত পাকড়িয়া॥ করিয়া বিদায় দোন দোন দামাদেরে কত২ নেছার দিলেন দোহাকারে॥ গলায়২ সব মেলামেলি হইয়া। তাম্বুকানাত ডেরা লিল উঠাইয়া॥ চার মাস বাদে দেশে আসিয়া পৌছিল। শাদিয়ানা নহবত বাজিতে লাগিল॥ ছহি ছালামতে পৌছে আনন্দ হইয়া। জশন করেন এক সাথেতে বসিরা॥ এলাহি বাড়ায় দোন লাড়কার তরে। দোহার পিরীত বড়া সাথে২ ফেরে॥ শেকার করিয়া ফেরে বাগিচা ভিতর

খেলা কোদা করে দোন খোসাল অন্তর॥ বাদশা ও উজির দোন বড়ই খোরছন্দ॥ ছামনে রাখেন সদা সে দোন ফরজন্দ॥ এই মতে কত দিন যায় গোজারিয়া। বাদশাই কারবার দোন করে দেল দিয়া॥ পোনর বচ্ছর পুরা হৈল বরাবর। আসিয়া পৌছিল ষোল বৎসর উম্মর॥ এক দিন বাজারে ফিরিতে দোন গেল। এক জনার শাদিহয় দেখিতে পাইল॥ এয়াদ করিল দোন বরকে দেখিয়া হইয়াছে এইরূপে আমাদের বিয়া॥ দোন দোস্ত আপনাকে আপনি ছমঝায় এইমতে দুইজনে করে হায়২॥ কহেন আওরোত মরদ লইয়া বেভার। ঘরে বসে থাকি একা এ কোন বিচার॥ চারি পাঁচ সাল হৈল শাদি হইয়াছে। দোহের দু-বিবি মা বাপের ঘরে আছে তারাভি উম্মর কাটে না ভঙ্গিয়া স্বামী। পাছে নাকি দুনিয়াতে হয় বদনামি॥ অমৃত ভাণ্ডার জান আওরোতের জাতে। বদি হৈলে বিষ যেন মেলে তারসাথে॥ শুরু জওানির ওখ্‌ত হইয়াছে তাহার কিছু দিন পরে তবে না রবে বাহার॥ মজিদ কহেন ক্যায়ছা খুবি তাজা ফুলে। কি হইবে বাসি ফুল লইয়া সুঙ্গিলে॥

ত্রিপদী।—এই মছলে হাত করে, দোন দোস্ত এসে ঘরে, ভাব নাতে কিছু নাহি খায়। রাত্রিকালে নিদ্রা নাই, হায়২ করে দুই, বারে২ মনকে ছমঝায়॥ এই বাতে মা বাপেরে, না কহে শরম তরে, কিরূপে কহিব য়্যায়ছা বাত। যাহা করে আল্লা তালা নেকী বদি বুরা ভালা, সব এখ তেয়ার তার হাত॥ কহে ষোল সাল গেল, করার পুরণ হৈল, স্বশুর আর শ্বাশ্বের আমার। দুইজন বিবিগণে ভেজে দিবে এইখানে, থোড়া দিন বাকি আছে আর॥ রাত গোজা রিয়া গেল, ফজর আসিয়া হৈল, দোন দোস্ত উঠীল জাগিয়া। ভাবনা করেন মনে, প্রেম ঘোরে দেলজানে, ফেরে দোন বাগিচাতে গিয়া॥ আল্লার কলম ভাই, কোন কাল রদ নাই, বুঝিয়া এনছাফ দেলে কর। দুই পরিজাদ তরে, এলাহী হুকুম করে, সোনা রঙ্গ ঘোড়া রূপ ধর॥ মেছের মুলুক বিচে, সেই যে বাগিচা আছে, তোমরা দোহে যাও সে মোকাম। তার বিচে দুই লাড়কা, প্রেম

ফেরে হয় ভেকা, শাহে আলম যাহে আলম নাম ॥ সেতাবি চলিয়া যাও, দোন জনে দেখা দাও, দোন জিন বান্দিয়া পৃষ্ঠেতে। দেল হরষিতে উঠে, চড়িবে তোমার পিঠে, আছানে লাগাম লিবে হাতে॥ সেখান হইতে তুমি, ছাড়িবে মেছের জমি, উড়াইয়া লইয়াচলিবে। কনউজ মুলুক আছে, ছাড়িয়া তাহার বিচে, সেখানেতে রাখিয়া আসিবে॥ পরী যদি শুনে বাত, চলিলেন সাথে সাত, ঘোড়া রূপে পৃষ্ঠে জিন বেন্দে। বাগান ভিতরে গিয়া দোন দোস্তে দেখা দিয়া, থাবা দিয়া যায় কুদে ফেন্দে॥ দেখিয়া দোহার মন, বড় হৈল উচাটন, কভু নাহি দেখি য়্যায়ছা ঘোড়া। কিছুভয় নাহি রাখে, গেল সে ঘোড়ার আগে, দুই দোস্ত উঠে খাড়াহ॥ চড়িয়া ঘোড়ার পিঠে, লাগাম ধরেন এটে, ফেরাবার মন ইচ্ছা করে। সেখান হৈতে ঘোড়া, উড়িলেক খাড়া খাড়া, দেখিয়া তাজ্জব দোন করে॥ কি জানি কোথায় লিবে, কোথা লিয়া ফেকে দিবে, নাহি জানি কি করে খোদায়। লইয়া কনউজ দেশে, ওতরিল ঘড়ি দশে, বকুলের গাছের তলায়॥ কোন দেশ নাহি জানে বসেন সেই খানে, মনে মনে বড়ই গমগিন। বসিয়া গাইল গান, আবদুল মজিদ কন, সব করে এলাহি আলমিন॥

গান।

কোথা আসিলাম এখন, ওহে নিরঞ্জন।
কোথা হতে ঘোড়া আইল, এখানে রাখিয়া গেল,
বিধি বুঝি বিড়ম্বিল; তাইতে হলেম জ্বালাতন॥
কোথা সে আম্মায় মাতা, কোথা সে আমার পিতা,
মেছের মুলুক কোথা, কোথা তখ্‌ত সিংহাসন॥
বুঝি দৈব ঘটনাতে, প্রাণ যাবে অকস্মাতে,
নহে কেন এবিপদে, পড়িনু মোরা এমন।
শাহা আলমের তরে, গোলাম মওলা কহে ফিরে,
ডাক প্রভু করতারে, যেবা করে দুঃখ মোচন॥

--০:০:০--

পয়ার।—কমউজেতে দোহাকারে ও তারিয়া দিল। পৌছাইয়া দোন ঘোড়া গায়েব হইল॥ দোন দোস্ত গাছতলে থাকেন বসিয়া সহরের লোক সব দেখে তাকাইয়া॥ তার বিচে এসে দেখে এক বুড়া পীর। চিনিয়া দোহার তরে করিল ফিকির॥ ভাবেন আপন মনে হইল এয়াদ। এই দোন বাদশা আর উজির দামাদ॥ সেই বুড়া পীর খুব চেনে দোহাকারে। যাইয়া পৌছিল সেই বাদশার হুজুরে॥ আদব রাখিয়া কহে শুন শাহা নামি। হুজুর দামাদ দোন দেখে আইনু আমি॥ বড় গমগিনে বসে একগাছতলে। কার সনেবাত চিত কিছুই না বলে॥ যখন কহিল বুড়া এই সব বাত। শুনিয়া উজির শাহা হইল হয়রত॥ কহেন উজির শাহা সেই বুড়াপীরে। এখানে দামাদ মেরা আইল কি খাতেরে॥ মেছেরের শাহা উজিরের দোন লাড়কা। লোক জন নাই কেন আসিবেক একা। আর কেহু হবে দামাদ মেরা নয়। শুনিয়া এবাত তবে ফের বুড়া কয়॥ সে দোন যদি তোমার দামাদ না হবে। উচিত সাজাই তুমি মোর তরে দিবে এবাত শুনিয়া শাহা উজির দোনজন। কোতওালের তরে সেথা পাঠায় তখন॥ পাইয়া হুকুম যে কোতওাল চলে গেল। যাইয়া দোহার তরে দেখিতে পাইল॥ দেখিয়া তাদের তরে চিনিল কোত ওাল। একেলা আইলে কেন পুছে সেই হাল॥ শাহানশাহ ওজা-য়ায় দামাদ হইয়া। একেলা দু জনে কেন আইলে চলিয়া॥ শুনিয়া সে দোন দোস্ত হয়রতে রহিল। মনে মনে আপনারা কহিতে লাগিল॥ শ্বশুরের দেশ হয় চার মাহার পথ। কেমনে আনিল ঘোড়া এবড় হয়বত॥ দোন দোস্ত কহে বাত শুনহে কোতওাল মছিবের ফেরে আইনু হৈয়া য়্যায়ছা হাল॥ কোতওাল কহে জাহা ছিল যে লিখন। শ্বশুরেরবাড়ী দোন চলনা এখন॥ শুনিয়া দোহার চেহ্‌রা মলিন হইল। লাচারিতে যাইবারে কবুল করিল॥ কোত-ওাল আনিবারে কহে দুই ঘোড়া। মাঙ্গাইয়া লিল সেই খানে খাড়া খাড়া॥ চড়াইয়া দোহাকারে ঘোড়ার উপর। লইয়া পৌছিল গিয়া দরবার ভিতর॥ সেতাবি সেদোন ঘোড়া হইতে ওতারিল। দেখিয়া

শ্বশুরে দোন ছালাম করিল॥ দেখিয়া শ্বশুর দোন তাজ্জব হইল। পোছেন দোহার তরে য়্যায়ছা কেন হাল॥ যে হাল বিতিয়া ছিল দোহার উপরে। একে২ সব কথা শুনায় শ্বশুরে॥ শুনিয়া উজ্জির বাদশা হৈল খুসি মন। কে বুঝিতে পারে ভাই আল্লার কলম॥ বাদশা উজির দোন হুকুম করিল। শাদিয়ানা নহবত বাজিতে লাগিল॥ দরিদ্রে মেলে যেন গায়েবের ধন। তেমন হইল শাহা উজিরের মন॥ করিয়া দোহার তরে বড়ই পিয়ার। পোছেন আপন ছম্‌দির সমাচার॥ বাদশা উজির হয়ে দোন একদেল। দোন দামা-দেরে কহে মছলতে কামেল॥ গায়েবেতে তোমরা যে আইলে চলিয়া। সেখানেতে মাতা পিতা দোনর লাগিয়া॥ বহুত ফেকের মন্দ দেলেতে হইবে। খুজিয়া২ না পাইলে মারা যাবে॥ তোমরা দুজন তাদের জীবন পরাণ। ধড় কি হইবে খালিকহ বাবাজান॥ একারণ মোরা এই করেছি বিচার। কাছেদ রওানা করি লিখে সমা চার॥খাতের জমাহবে তোমাদের মাতাপিতা। তোমাদের লাগিতাঁরা না করিবে চিন্তা॥ শুনিয়া এবাত দোন মঞ্জুর করিলাদস্তখতে দোন খত লেখাইয়া দিল॥যেরুপে সেখানেদোন ঘোড়ায় চড়িয়া। গায়েব হইতেহেথাপোঁছিল আসিয়া॥যেরূপে শ্বশুরদেশে হৈল মোলাকাত যেরূপে একেলা আইল কেহনাহি সাথ। একে২ সববাত খতেতে লিখিলখুবমতে সেই খতবন্ধ করেদিল॥পাঠাইয়া দিলএক কাছেদের তরে। চলিল কাছেদ হোথা মেছের সহরে॥ এখানের কথা ভাই এইখানে রইল। মেছেরের হাল এবে লিখিতে হইল॥ মেছেরে হইল যেন রোজ কেয়ামত। মজিদ কহেন পেরেশানি হকিকত॥

ত্রিপদী।—যবে দোন ঘোড়া চড়ে, শুন্য ভরে গেল উড়ে; গায়েব হইল দুইজনা॥ খোজেসব কোথা গেল; আবজক না আইল তল্লাসিয়া না পায় ঠেকানা। বহুত তালাস করে; আপনা বাহির ঘরে; না পাইয়া করে হায়২। কোথা গেল কার সাথে; লিয়া গেল কোন ভাতে, আঁখি ছাড়া করিয়া আমায়॥ হায় বিধি কি করিল কপালেতে এই ছিল, দুক্ষের সাগরে ভাসাইয়া। আমাদের দিলে

কেন, দিয়ে ছাড়াইলে ধন, কপাল হৈল অভাগিয়া॥ এইরূপে কেঁন্দে বলে, কেন সুখে দুঃখ দিলে সব তেরা ছিল এক্তিয়ার। না দেখিয়া চাঁদ মুখ, কেমনে বান্ধিব বুক; নাম তেরা ছাত্তার গফ-ফার॥ আমা প্রাণ হিনকই, দুনিয়া বিচেতে নাই, নছিব এমন ফেটে গেল॥ চটান হাঁড়িতে দিয়া, যেন ভাত পসাইয়া. বাড়িয়া তাহায় ধুলা দিল॥ গলি কুচা খোজ হৈল, তবু তারে না পাইল, হাট ঘাট সহর বাজারে। চাকর নফর গণে, খুজি জবে বনেং, কোন খানে না পাই তাহারে॥ খুব খুজে দেল দিয়া, না পাইয়া সিল দিয়া, আপ নার ছাতির উপর। এলাহি অলমীন আগে, দোন এই দোওা মাঙ্গে মনে বড়া হইয়া কাতর॥ কান্দিয়া রহেন ঘরে, খানা পিনা নাহি করে, এই মতে চার মাস গেল। চলিয়াং পথে, সেই লেখা লিয়া হাথে, কাছেদ যে আসিয়া পৌছিল॥ বাদসার হুজুরে গিয়া আদ বেতে দাঁড়াইয়া খুলিয়া দিলেন কেতাবত। পড়িয়া লেখার তরে বহুত শোকরাণা করে, শাদিয়ানা বাজিল নওবত॥ গমেতে হৈল খুসি, আকাশে থাকিয়া শশী, পাইল যেন হাত বাড়াইয়া। বড়ই হরিস দেলে, আবদুল মজিদ বলে, আল্লা নবী নাম ধেয়াইয়া॥

পয়ার ছন্দ।—কনউজ মুলুক বিচে বাদশা ও উজির। পাইয়া দামাদ দোহে খোষাল খাতির॥ খেলান পেলান করে দোন দামা-দেরে। খেলওাত যাইতে কহে মহল ভিতরে॥ আপনার দামা-দেরে বাদশা কহিল। উজিরের দামাদেরে উজির বলিল॥ শুনিয়া দোহার বাত দোন দোস্ত জানি। আপনা শ্বশুরে দোন কহে এই বানি॥ আরোজ করিব মোরা হুজুরে বাদশার। কবুল করেন তবে কহি যাহাঁদার॥ বাদশা ও উজির কহে শুনিব এখন। কি কহিবে কহ বাত জানের জীবন॥ কহিলেন দোন দোস্ত শ্বশুর হুজুরে। নরম জবানে বাত মোলাহেজা করে॥ আমাদের দোস্তের করার য়্যায়ছাই। যেখানে থাকিতে হয় রব এক ঠাই॥ য়্যায়ছাই পিরীত মোরা রাখিয়া দুইজনে। কারে কেহ ছাড়িয়া না যাব কোন খানে যেই কাম করি দোন একুই বিচারে। কেমনে ছাড়িয়া দোহে যাইব

অন্দরে॥ যাইতে আপনি যদি কহেন খেলওাতে। বিবির মহলে মোরা যাব এক সাথে॥ দোনর হারাম কারী শা হবে কখন। ছাদেক পিরীতে মজে আশোক যেমন॥ আজ মোরা দোন দেস্তা থাকিব এখানে। কালি দোন দোস্ত ফের যাইব সেখানে॥ এবাত শুনিয়া দোন করিল কবুল। কহেন দোহার প্রতি বড়ই মাকুল। পহেলা কহেন বাদশা আপন দামাদে। আজ যাহ পালা মেরা বেটির খেলওাতে॥ কালি যাবে দোন দোস্ত উজিরের ঘরে। তোমাদের খুসিতে খুসিআমার অন্তরে॥ বাদশার মহলে দোন দোস্ত চলি গেল। সোনার দুখাটে দোন আরাম করিল দু তরফে দোন খাট পরেতে মছারি। বিচ খানে পরদা দিল লাগাইয়া ডুরি এলাহী মেহেরে যাহা কপালে লিখন। চারযুগে রদ সেহ না হয় কখন॥ বিভোল বাদশার বেটা নিন্দে শুয়ে গেল। চতুর উজির জাদা জাগিয়া রহিল॥ উড়িয়া উপরে এক মিহিন চাদর। আপনি শুইয়া খাটে ভাবেন বিস্তর॥ দেখিব কেমন বিবি সতী কি অসতী। আসিয়া এখানে দোস্তে করে কোন রীতি॥ এ বাত ভাবিয়া শুয়ে রহিল জাগিয়া। সোঁ সোঁ নিশ্বাস ছাড়ে মক্কর করিয়া বাদশার মহল মধ্যে খোর রমী করিয়া। খাওয়া পেওয়া করে সবে আনন্দিত হুইয়া॥ ঘরবার লোক যতসব নিন্দে গেল। দেখনা তামাসা পয়দা খোদায় করিল॥ আধা রাত হইল যবে আছমান উপরে। বাদশার বেটীআইল সে মহল ভিতরে॥ লইয়া চেরাগ পান বাটা হাতপরে। এসে দাঁড়াইল সেইছেরানার ধারে॥রাখিয়া চেরাগ বাটা কোনকাম করে। দেখে দোন নিন্দ যায় বড়ই খোমারে॥ এই সব হাল দেখে উজিরের বেটা। আর সে মক্করে দোন ছাড়ে ঘোর ঘটা॥ দোনর নাকেতে বিবি দিয়া দোন হাত। ঠাহর করেন দম চলে ক্যায়ছা ভাত॥ খুব ঠাহরিয়া বিবি ভাবিতে লাগিল। সেখান হইতে ধীরে ধীরেতে চলিল॥ ঘর হইতে গেল যদি খিড়কির বাহির। উজিরের বেটা দেলে করেন ফিকির॥ আউগালে আসিয়া বিবি হেথা খাড়া হইল। হাতের চেরাগ বাটা নিচেতে

রাখিল॥ ফের হাত দিয়া দেখে নিশ্বাস নাকের। ঘর হইতে ফের কেন গেল সে বাহের॥ এ কথা ভাবিয়া সেই শুইয়া তাকায়। দেখ এক রঙ্গ পয়দা করিল খোদায়॥ সেই রাত বিচে সহরের দুই চোরা ঘরেতে আসিয়া তারা দেখে এই ধারা॥ শাহা উজিরের দোন দামাদ এসেছে। খানা পিনা ছরঞ্জাম খুব হইয়াছে॥ চান্দি সোনা বরতনের ওর কিছু নাই। হেথা সেথা পড়িয়া থাকিবে কত ঠাই ওঠাইয়া লইয়া আসিব দুইজন। খীড়কি দুয়ারে দোহে করিল গমন॥ ছাপিয়া রহিল দোন লিয়া এক সাত। ফোরছত পাইলে মাল লিব হাতে২॥ ভাবিয়া এবাত দোন চোর চলে জান। খিড়কি দুয়ারে খাড়া যেমন দরওান॥ বিচার করিল তারা লোক দুইজনে। রাত কালে বিবি যায় বাহিরেতে কেনে॥ এর পিছে২ ভাই আমর॥ যাব নেরালা পাইলে গহনা কাড়িয়া লইব। এতেক ভাবিয়া চোরা যায় পিছে২। পৌছিল নেএন বানু বাগানের বিচে॥ বিবি চোরে নাহি দেখে পিছে২ যায়। সে বাগানে এক মঠ দেখিবারে পায়॥ তার বিচে এক যোগি ধুনি লাগাইয়া। কল্‌কি লইয়া হাতে রহিছে বসিয়া॥ সেই বিবির ছেন বার বৎসর হইতে। যোগির সহিত প্রেম ছিল পুশিদাতে॥ সেই মন্দিরেতে নেএন বানু চলে গেল। যবে সে বিবিরে যোগি দেখিতে পাইল॥ কুপিত হইয়া ধরে সে বিবির তরে। হাতেতে লইয়া দুই চার সোটা মারে॥ ভুমেতে পড়িয়া বিবিহইয়া কাতর। আর সেইযোগীগালীদিল বহুতর॥চেতন পাইয়া বিবি উঠিয়া বসিল। মুখ ফোলাইয়া যোগী কহিতে লাগিল॥ আজ কেন এত দেরি হইল আসিতে। পিরীতে মজিলে বুঝি আর কার সাথে॥ বিবি বলে একারণে হৈল এত দেরি। আসিয়াছে দেশ হইতে মেরা অধিকারী॥ স্বামীর তরে খেলান পেলান করা ইয়া মহল ভিতরে পালঙ্গেতে শোয়াইয়া॥ স্বামী মেরা খুব ভাতে শুইল যখন। ছাড়িয়া তোমারকাছে আইনু এখন॥এই দোষহয়মেরা তোমার হুজুরে। মাফ মেরা দেহ কোরে যোগিজী এবারে॥ এহাল চাল দোন সবেচোরদেখে সব। মনেতে করেনবড়া তাজ্জবআজব॥

ফের যোগী দাগাবাজ কহে বিবি তরে। কেমন তোমার প্রেম আমার উপরে॥ আমার হাতের খাঁড়া তুমি লিয়া যাও। তোমার স্বামীর ছের কেটে এনে দাও। তবেত জানিব আমি তেরা দোস্ত-দারি। হইতে পারিবে সখা দেলের পিয়ারী॥ শুনে বিবি দেলেতে বিচারে আপনার। যদি ছের কাটিয়া আনিতে পারি তার॥ তবে আমি স্বামী দেশে আর না জাইব। এ যোগী এয়ার সাথে গোজ-রান করিব॥ ভাবিয়া এ বাত বিবি খাঁড়া লিয়া হাতে। যোগীর হুজুর হৈতে চলে আস্তে আস্তে॥ তার পিছে২ চলে সেই দোন চোর। আপনা মনেতে আপে করেনগওর॥সত্যকি এ বিবি আপনার স্বামীর ছের। কাটীয়া আনিয়া দিবে যোগীর খাতেব॥ শাহাজাদী যায় চলে স্বামীর নিকটে। মাহে আলম ভাবে মনে শুয়ে২ খাটে॥ এত দের হৈল কেন না আইল বিবি। কোথা চলে গেল আমি দেখিব সেতাবী॥ চাহে কি উঠীয়া দেখিতে বাহিরে। তখনি আসিয়া বিবি পৌছিলেন ঘরে॥ শাহে আলম কাছে যবে আসিয়া পৌছিল শুইল সে মাহে আলম য্যায়ছা শুইয়ে ছিল॥ দেখিল ত্যায়ছাই দোন রয়েছে বেহুশ। করিল বিবির তরে য়্যায়ছা মস্তি জোশ॥ না বুঝিয়া সেইস্বামী দরদ এক জারা। মস্তীর মাতালে তার নাহি রহে চারা॥ বদজাত বদবখ্ত তবে কোন কাম করে ওঠাইয়া খাঁড়া তার গর্দ্দানেতে মারে॥ য়্যায়ছা খাড়া মারে জোরে কমিন আওরোত। ধড় হৈতে ছের জুদা তরমুজ যেমত॥ দেখিয়া সে মাহে আলম বেহুশ ইহল। মোরদার মাফিক ঘড়ি তক পড়ে রৈল॥ বাহিরেতে দোন চোর দেখেন এ হাল। হায়২ কি করিল আওরোত বৈতাল॥ সেখান হৈতে রাড় করিয়া ফিকির। আহাবী না করিয়া ওঠাইল ছির॥ এক হাতে লয় ছির আর হাতে খাড়া চলিল যোগীর পানে আওরোত বেদাড়া॥ মাহে আলম ফের যবে হুসেতে আইল। হায়২ বলে তবে কান্দিতে লাগিল॥ কি করিল কি হৈল গজব খোদার। নাহক এখানে দোস্ত মারা গেল মোর॥ মাহে আলম আপনারে বড় গোস্বা হৈয়া। থর২ কাঁপে আপনাকে

সামালিয়া ॥ জার২ মাহে আলম উটীয়া বসিল। সেই বদ নছিবের পিছেতে চলিল॥বিবি আগে মাহেআলম যায়াপিছু২। ধীরে২চলে যায় না কহিয়া কিছু ॥ সেই দোন চোর যায় করিয়া আন্দেসা। দেখিব বিবিরে যোগী কি করে তামাসা ॥ কারে কিছু নাহি কহে চলে ধীরে ধীরে। যাইয়া পৌছিল বিবি বাগিচা ভিতরে ॥ বড় হরষিতে বিবি সেইখানে চলে। শেকার মারিয়া আনে য্যায়ছা খোস দেলে সেই কাটা ছের হৈতে লহু চুয়ে যায়। সে ছের যোগীর তরে লৈয়া দেখায় ॥ দেখিয়া মাথাকে সে আঙ্গুল দাঁতে কাটে। বহুত হৈয়া গোশ্বা খাড়া হৈয়া উঠে ॥ ধরিয়া বিবির ঝুটি লাগিল কাঁহতে মেরাছার পিরীতে স্বামীরে মার হাতে॥আর কারসাথে ফের পিরীতে মজিয়া।মেরা ছের কাটিবে যে য়্যয়ছাই করিয়া॥ এবাত কহিয়াযোগী কোনকামকরে। গোশ্বাভরে কামড়িয়া তার নাকেধরে॥ এমন ধরিল নাকে দাত বসাইয়া। যোগী মুখ বিচে নাক নথরহে গিয়া ॥ দেখিয়া সে মাহে আলম করে কোন কাম। সে যোগীর খাড়া উঠাইয়া নেক নাম এয়ছা জোরে সে জগীর পরেতে মারিল। ছের কাটী ধড় তার জমিনে পড়িল ॥ বিবির যে নাক যোগীর মুখে ধরে ছিল। তলওার খাইয়া দাত পাটি বসে গেল ॥ আপনার নাকে লৈতে টানি বিবি ছের। যোগীর মুখেতে নাক নাহয় বাহের ॥ খুব জোরকরে বিবি ছের টেনেলিল। নাক কেটে নথ তার মুখেতে রহিল ॥ নাক কাটা গেল বিবি কি করে উপায়। লাজ কুল গেল মেরা হায়২ হায় ॥ নাক হৈতে লহুর ফোয়ারা বয়ে চলে ॥ বারুদ আগুন লাগাইলে যেমন জ্বলে॥ চটো লাগিলে যেন হাস কানা হয়। মেড়ী কাটিয়া নাক মুখ সোভা মতি পায় ॥ য়্যায়ছা কাম ত্যায়ছা ফল জানিবে সকলে। নিমের গাছেতে কভু জাম নাহি ফলে ॥ নারিকেলের পরে পানি জন্মায় জখন। তার বিচে তার পানি শুখায় যেমন ॥ বদি কৈলে বদি ফলে নেকী কৈলে নেকী। অধমে অধম হয় ঠীক বুঝি দেখি ॥ তাহার আছেন সাক্ষী দেখ দিবা রাত। দিন গেল রাত ফের হয়ত প্রভাত ॥ এহাকে বুঝিয়া

সবে কর কারখানা। দুনিয়াতে যত আছ নেক মর্দ্দ দানা॥ পরের লাগিয়া যেবা খন্দক খুদিবে। এক দিন আপে সেহ তাহাতে পড়িবে॥ যোগিরে মারিয়া মাহে আলম আইল। যেমন শুইয়া ছিল তেমনি শুইল॥ মাহে আলম তলওার মারিল যখন। সেই নাক কাটা বিবি জানিল তখন॥ সেথা হৈতে বিবি তবে কোন কাম করে। দেখিয়াছে মাহে আলম মারিল তাহারে॥ মারিয়া তাহার তরে কহিব সবায়। রাত্রকালে ডাকুগণ এসে মেয়ে যায়॥ একথা ভাবিয়া মনে লিয়া স্বামীর ছির। আপনা মহল বিচে হইল হাজির॥ যাইয়া দেখিল মাহে আলম নিন্দ যায়। বেছিরের শাহা আলম লহুতে লোটায়॥ তার ধড়ে কাটা ছির দিল লাগাইয়া। চাহে কি উজিরে মারে উঠিল জাগিয়া॥ ধরিয়া তাহার হাত তলওার লইল। ছেনাইয়া সেই ঘড়ি ছুড়ে ফেকে দিল॥ দেখে বিবি বাচে নেক উজিরের বেটা। কান্দে যে বিনয় করে আওরোতের ছটা॥ শুনিয়া তামাম লোক অন্দর বাহির। জাগিয়া উঠিল তবে বাদশা ও উজির॥ বিবির হুজুরে সবে পোছেন যাইয়া। এত রাত্রে কান্দ তুমি কিসের লাগিয়া॥ মক্কর করিয়া বিবি কহে সবা কারে ভাল দোস্ত তরে শোয়াইয়া ছিলে ঘরে॥ যখন আইনু আমি লইয়া সাজন। মেরা স্বামী শুয়ে নিন্দে জাগে এইজন॥ আমায় দেখিয়া রূপ পাগল হইল। উঠিয়া আমারে ধরে কহিতে লাগিল॥ একবার মেরা পরে কর মেহের বানী। ছোহবত করিতে মোরে করে টানা টানি॥ নাহিং করি আমি তাহার লাগিয়া। এহিবাত শুনে স্বামী উঠিল জাগিয়া॥ দেখিল জাগিল স্বামী ছোরা নেকালিল। খছমে হানিয়া মোর নাক কেটে দিল॥ এবাত শুনিয়া সবে করে হায়ং। মাহে আলমের তরে পোছেন সবায়॥ শুনিয়া জওাব তার না দেয় কিছুই। দোস্ত মারা গেল যদি আমি ঘরেযাই॥ হৈবে সবারমনেএই মারিয়াছে। ছোবে হৈলে পরে জানা যাবেপিছেং। সেখান হৈতে দোন চোর চলে গেল জার যে বাটিতে গিয়া আরাম করিল॥ শুন সর্ব্বজন ভাই কহি সমাচার। অওরোতে কখন নাহি করিবে এত-

বার॥ আওরোত বেওফা জাত ওফা নাহি করে। লক্ষ বিচে দুই এক ভাল হইতে পারে॥ আবদুল মজিদ কহে আফছোছ করিয়া। জরু খছমেরে মারে পিরীত লাগিয়া॥ কহে গোলাম মওলা মনে করি এবে। বেওফা নারীর গান লিবি শুন সবে॥

নারী না হয় আপন, ওহে বন্ধুগন।
দুষ্ঠ ভাবি থাকে সদা কুকর্ম্মেতে মন
নাহি জানে ক্রিয়া কর্ম্ম, নাহি কিছু লজ্জা ধর্ম্ম,
নাহি রাখে দয়া ধর্ম্ম, বড় নিদারুণ।
দুশ্চারিনী নারী যেবা, না করে পতির সেবা,
উপপতি সঙ্গে তার সদা আলাপন॥
কুলমান নাহি দেখে, উন্মাদিনী হৈয়া থাকে,
কিছার মিছার তার রতন কাঞ্চন।
নেএন বানু রাজ সুতা, দেখ তার কি বারতা,
সন্যাসীর প্রেমেতে পতির বধিল জীবন॥

রাগ ত্রিপদী ছন্দ।—শাহা আলমেরে দেখে, জার জার আপনাকে, বাদশা বেগম দুইজন। উজির নাজির আর, আরকান দৌলত তার দেখে না বান্ধিতে পারে মন॥ হায় খোদা কি করিলে, মেরা গলে ছুরি দিলে, দামাদেরে মারিয়া আমার। কি জওাব দিব আমি, শুনিলে মেছের স্বামী, কি কহিবে মনে আপনার॥ ভালা বুরা না জানিবে, মোরে এই দোষ দিবে, দামাদেরে মারিল শ্বশুর দামাদএসংসারে,সকলেপেয়ার করে,দেওজাত রাক্ষসঅসুর॥এহালে শ্বশুর কান্দে, শোকে বুক নাহি বান্দে, কি কহিব কান্দনা শ্বাসের। বেটী পাইনু কত দুক্ষে, দামাদ পাইনু সুখে, খুসি তাতে ছিল যে জানের॥ পেরেশান সব কই, বন্ধু বেরাদর ভাই, যেই য্যায়ছা করেন মাতম। উজির শুনিয়া কথা, বড় পায়মনে ব্যথা, দামাদের তরে করে গম॥ য়্যয়ছা সমাচার যবে, অবশ্য মারিয়া হবে মেরা এই কমবখ্ত দামাদ। ছিল তেরা মনে যাহা, এলাহী না কৈল তাহা, মনবিচে রহিল বিশাদ॥ শুনে যবে উজিরাণী; হয়ে

গেল সে দেওানা, ভুমে গেরে হিয়া বেহুস। শুনে উজিরের বেটি বড় হৈল ছট ফটী, ইয়াদ করে যৌবনের জোস॥ কহে হায় কি হৈল, প্রিয়া মেরা কি করিল, কি বুঝিয়া করিল এই কাম। ফজর যখন হবে, প্রিয়া মেরা ফাসি যাবে, মুলুকেতে হৈবে বদনাম॥ স্বামী মেরা আসেনাই, মুখ মেরা দেখেনাই, এই ষোলসাল গোজারিল। নাহি করে মেরা সঙ্গে,দুনিয়ার রসরঙ্গ, এই মনে হসরত রহিল জওানী উম্মর মেরা, কাটীবে কেমন ধারা, কেমনে বান্ধিয়া রববুক। য়্যয়ছা জারি করে বিবি, উড়ে চেহেরার খুবি, পাষাণ বিদরে দেখে বুক। কান্দে হায়২ বলে, আছু দু নয়নে চলে, শ্রাবণ ভাদ্রের য্যয়ছা ঝড়ি। সব জেওরাত ফেকে, পাথর উপরে ঠোকে, মাথাকে করেন কোড়া কোড়ি॥ কি কহিব তার দুংখ, দুনিয়ার যেই শুখ সেইখানি যাইবেকমারা।তবে সে কেমনে হবে,ক্যায়ছা জানবেন্দেরবে, কোন বাতেনাহি হয় চারা॥ নবীন আওরোত দেলে, প্রেমের অনল জ্বলে, মুখে সেহ হায় হায় করে। এমন যাহার চাল, মদনে উন্মাদ হাল, তবে সেই দেলে ক্যায়ছা মারে॥ এই মতে করে জারি, আকুল হইরা ভারি, জেন্দেগীর না রাখিয়া আশ। মাথা পিটে ছের ধুনে, চিক মারে ঘনেঘনে, কলেজা হইল পাস পাস॥ ক্ষণে কন্দে উভরায় দন্ত পাটী বসে যায়, মুখে লোহা দিয়া দন্ত খোলে। এমন সহেন কষ্ঠ, যেহেন হয়েনহৃষ্ঠ, যাহারমুছদ্দি নাহিমেলে॥যতশোক যতগমী কি কহিতে পারি আমি, হায় হায় এই মত করে। রাত ছোবে হেয়া গেল, বেহান আসিয়া হইল, বাদশা তবে আইল দরবারে মাহে আলমের তরে, বোলাইল দরবারে, কহিতে লাগিল তারে বাত। সদা থাক এক সাথি, এমন করিয়া প্রীতি, দোস্তে মারিলে ক্যায়ছা ভাত।জাহেরাতে ভাবরেখে, তাহার জরুকেদেখে রূপগুণে হইয়াবেহোশ আলমেরতরে; মারিলে ছুরিরধারে,যার ছেরের মুল্য। কিমতঅমুল॥যা হবার হইলএবে,শাচ্চা বাতকহ তবে, জান বকশি করিব তোমার। এলাহির ছিল চারা, তবে সেই যায় মারা, নছিবের ফল এ আমার॥ বাদশা এবাত কহে মাহালম চুপ রহে, কিছু

নাহি বলে ভালা বুরা। আপনার দেলে সেই, ফেকের করেন এই দোস্ত গেছে মেরা মারা॥ না মিলিবে দোস্ত আর, এমন হাশমত যার, মারাযদি পড়িল এয়ছাই। কিহবে সে বাত কইয়া তাতেভাল চুপ রইয়া, যে যাহা কহিল রাজি তাই॥ এবাত ক.হয়া দেলে, বাত চিত নাহি বলে, বাদশা বুঝিয়া কহে বাত। যত কিছু হইয়াছে সব এই করিয়াছে, ফাসি লিয়াদেহ হাতেহাত॥ বাদশাই হুকুমপরে ফাসি কাষ্ঠ খাড়া করে, জাল্লাদ ধরিতে আইল তায়। এত্তেহামি খুনি শুনে; হয়ে হরষিত মনে, আগে আগে ফাসি কাছে যায়॥ শুনিয়া সে নাককাটি, আকবর ছানির বেটী, খুসিহয়ে ওঠে কোঠা পরে। ফাসির তামাসা দেখে, লোকজমা লাখে লাখে, হরষিত মনের ভিতরে॥ ঊজিরের বেটী দেখে, আপনা পিতাকে ডেকে, এই বাত কহে তাঁর তরে। ছাতিতে দুহাত জোড়া, নজদিকেদে হইয়া খাড়া, কহে গিয়া পিতার হুজুরে॥ অভাগিনী বেটী তেরা নবীন জওানী পুরা, হুজুরে আরোজ করি এই। যবে হৈতে শাদী হৈনু, স্বামী তারে না দেখিনু, এক খিলি পান নাহি দিই॥ আরোজ করি যে আমি, একবার মেরা স্বামী, আনিয়া যে অভাগীরে দাও। তাঁরে এক খিলি পান, খেলাইলে মেরা জান, ঠাণ্ডাহয়ে পিছে লয়ে যাও॥ এবাত শুনিয়া বাপ, মনে বড় পেয়ে তাপ, কান্দিয়া কান্দিয়া চলে যায়। বাদশার হুজুরে গিয়া, কহে বাত দাড়াইয়া; শুনে বাদশা রাজি হৈল তায়॥ যদি দেখে তেরা ঝি, তাহাতে মুস্কিল কি যদি তার মনে এই হৈল। আজ্ঞা দিনু লয়ে যাও, দেখাইয়া ফাসি দেও, শুনে ঘরে উজির চলিল॥ যখন উজির যায়, অন্দরে শুনিতে পায়, আকবর ছানির সেই ঝি। আপনা বাপের তরে; কহে-বোলা ইয়া ঘরে; শুন বাত মেরা বাবাজি॥ কি কাম করিলে পিতা, উজি-রের বেটী যেথা, আফছুন মন্তর যাদু জানে। ডাকিয়া স্বামীর তরে আপনা এলেম জোরে; গায়েব করিয়া দিবে বনে॥ বাদশা শুনিয়া বাত; বেটির মক্কর বাত, ঊজিরে ডাকিয়া কহে ফের॥ দামাদে না লিতে পাবে বেটি তেরা না দেখিবে ফাসি দিতে না করিও দের॥

ভাজর লাচার হৈল শুনে বেটি করে হায় হায়। এখানে জাল্লাদ সবে ফাসি দিতে যায় যবে এক রঙ্গ করিল খোদায়॥ এলাহী আলামীন মেরা জানে সব ভালা বুরা বিদুষিকে দোষ দেয় নাই। এই যে দুনিয়া বিচে যাহার হায়াত আছে কে মারিতে পারে তারে ভাই॥ কেশমেশ মনক্কা মেওা নিমের যেভাল হাওা দেখিয়াছ নজরে কখন। নেকমন থাকেযদি তাহাতেকরিতো কিন্তু তাহানাহয়কখন আল্লার কলম দেখ মনে খুব বুঝে রাখ কি দোষ খছমে জরু মারে এহার কি বিবেচনা না করিবে সে রব্বানা কিছু ছাপা নাহি যায় তরে॥ যেই চোর রাত কালে সব দেখে দোহে মিলে আপনার কহে দোন বাত। না হক উজিরের বেটা চড়িয়া ফাসির পাটা মারা যাবে আজি সে নেহাত॥ দেখিয়াছি মোরা দুই; জানি যদি নাই কই; কি জওাব দিব এলাহিরে। চুরি কিছু করি নাই, জানে সব হাল সাই; কহিলে কি দোষ হবে তারে॥ ইহাতে আমারে যবে; না বুঝিয়া দোষদিবে; তবে তাতে মোরা আছি খুসি। এবাত ভাবিয়া মনে গেল দোন সেই খানে; দেখে দোন দেয় তারে ফাসী দোন সেই সময়েতে; ডাক দেয় জোর হৈতে; দোঁহার যে মোতা বেক শাড়া। আমার আরোজ লিয়া পিছে মার ফাসি দিয়া; ওজর নাহিক তাতে মেরা॥ শুনে সবে এই বাত বন্ধ করে সাথে সাথ নাহি দেয় ফাসি তার তরে সেই॥ দোন নেক লোকে, লইয়া বাদশার আগে; হাজির করিল কহিরারে॥ পোছেন দোহার তরে দোহাই দেও কি খাতেরে; মকুফ করিলে কেন ফাসি। কি কারণে বন্ধ কৈলে; বাদশাই হুকুম টলে; সেতাবী কহনা হেথা বসী॥ নহে তোমাদের তরে; ফাসী দিব একেবারে, পরে হাল কিবা হবে জান কিভাবি দোহাই দিয়া; ফাসী বন্ধকর গিয়া; কহ তার তামাম বয়ান শুনে দোন চোর বলে; বে ধড়ক দেল খুলে; কহিতে লাগিল সমাচার। যেবাত কহিব মোরা, এনছাফ করিলে পুরা; তবে মন হইবে কারার॥ কহে যে যাহারে তুমি; ফাসীদাও শাহা নামি, কিছুনাহি তাহার তকছির। নির্দ্দোষেতে মারা যায়, নাহক সাজাই পায়

নাহি কাটে তেরা দামাদের ছির ॥ মোরা চোর দোন জন; লইতে তোমার ধন; এসেছিনু নিশি ভাগে। তোমার বেটির হাল; দেখিয়াছি সব কাল য্যায়ছা যায় বিবি স্বামী আগে ॥ য্যায়ছাই দোহার নাকে বিবি হাত দিয়া দেখে যে প্রকারে রাখিল চেরাগ। য্যায়ছা যায় সে বাহিরে রাত্র কালে একেশ্বরে যে প্রকারে চলে সেই বাগ যেই রূপে গেল বাগে সেই রূপ যোগী আগে যেই রূপ সে যোগী করিল। যেই রূপে শির কাটে আইল যোগীর নিকটে সেই রূপে নাক কাটা গেল যেই রূপে জগী মরে যেইরূপে লিয়া শির আসিয়া পৌছিল সেই বিবি। মাহালম শুয়েছিল বিবি মারিবারে গেল মাহালম উঠীল সেতাবী ॥ যেমন কান্দিল বিবি আসিয়া পৌছিল সবি সব একে একে বাতাইল। শুনে সব লোক জনে বাদশা ও উজির শোনে মরার যে সমান হইল ॥ যাইয়া মহল বিচে নাক কাটা বেটি কাছে পুছিলেন এই সব বাত। শুনিয়া মনক্কের হৈল কিন্তু মুখ শুখাইল পড়িল শিরেতে বজ্রাঘাত ॥ ফের শাহা কহে তারে আনিয়া দেহনা মোরে সেই কাটা নাক নথ কোথা। শুনে বাত সে সেতাবি বাপ তরে কহে বিবি গেল পড়ে নাহি আছে হেথা ॥ শাহা আসিয়া বাহিরে পুছিল চোরের তরে কিরূপে সাবুদহবে। শুনিয়া সেদোনবলে যোগীকে বাগে দেখিলে ঝুট ছাচ সবজানা যাবে ॥ শুনিয়া সে বাদশাহা লিল বাগিচার রাহা দেখে লেই হোগীয়ার শীর। মরিয়াছে সেই যোগী সেই নাক নল্লা দাগী মুখ চিরে করিল বাহির ॥ দেখিয়া তামাম জন অতি পেরে শান মন আসিয়া পৌছিল দরবারে ॥ বড়ই দেলেতে দুঃখ গমেতে কলেজা শুস্ক সুখে গম সরমের মারে ॥ আসিয়া সে দোন চোরে মাল মাত্তা ভারে ভারে জামা জোড়া দিল কত জোড়া। আপে বাদশা খাড়া হৈয়া মাহালমে পাকরিয়া তক্তে বসাইল খাড়া খাড়া দেখিয়া উজির জাদা কহে দোন হাত বান্ধা মোরে কেন বাচাইয়া নিলে হায় হায় একি হৈল দোস্ত মেরা মারা গেল ভাল হৈত আমি মরে গেলে ॥ বাদশা কহেন তারে আল্লাতালা যার পরে মেহের

আছেন নেঘাবান। নাহক সেদাগা দিয়া গোনাগার করাইয়া কে মারিতে পারে তারজান॥ মাহে আলমের তরে সমঝাইয়া বহু তরে হুকুম করিল লোক জনে। খুদিয়া খন্দক একে তার বিচে দেহ ফেকে, নাক কাটা কমবক্ত হায়ওানে॥ নাম মেরা হাঁসাইল, কুল মেরা মজাইল, কলঙ্ক দিলেক মোর তরে। কি করিব হায় হায় মুখ দেখান হৈলদার, বলহে কিহবে দুনিয়ারে॥ হুকুম পাইয়া শাহি খুদিল খন্দক এহি, তারপরে বিছাইয়া কাঁটা। সে বিবিরে বসাইয়া দিল কাঁটা পাচাইয়া, উপরেতে মাটী আর কাঁটা॥ সে মাহে আলমে ফের বাদশা কহে বার২ যা হবার হইল লিখন। তোমার দোস্তের তরে, গোছল কাফন করে, গোর বিচে করনা দফন॥ বাদশা যে হুকুম দিয়া, কান্দে জার জার হৈয়া, মাহালম কহেন বাদশারে॥ কেমনে করিব গোর, সেই ছিল জান মোর, দোহে সদা ছিনু একে স্তরে॥ আমার দোস্তের তরে, কথন না দিব গোরে, রাখিব যে সিন্দুকে ভরিয়া, রাখিয়া তাহার মধ্যে, লইয়া তাহারে কান্দে, যাব যেথা সঙ্গে যাব লিয়া॥ মাহালম কহে য্যায়ছা, বাদশা করে যে ত্যায়ছা, সিন্দুকে করিয়া রাখে বন্ধ। যতেক তাহার গমি, কতবা লিখিব আমি, বড় দুঃখের ত্রিপদী ছন্দ॥ আবদুল মজিদ বলে, য়্যায়ছা দোস্ত নাহি মেলে এহাকেই বলে দোস্ত দারি। দেখ মরে গেল, তবু সিন্দুকেতে লিল, ইহাহৈতে নাহি ওফাদারি॥

রাগিণীবাহার তাল পোস্ত।

সুজন চিনিয়া যেবা পিরিতী করিতে পারে।
কিছু চিন্তা নাহি তার এই ভবের বাজারে॥

দৈবাধিনে মরে যদি, চেষ্টা করে নিরবধি, আপনার প্রাণদিলে বাঁচে যদি তাহাকরে॥ হেথা সেথা দোস্ত বিনে, নাহি খুবি কোন খানে, সে দোস্ত পায় যে জনে কিবা চিন্তা আছে তারে॥ দেখ ক্যায়ছা ওফাদারি, শাহালম মাহা আলমেরি, দোস্তের কারণে প্রাণ চাহে তেজিবারে॥

পয়ার।—শাহে আলমের তরে সে মাহে আলম॥ সিন্দুকে

রাখিয়া তারে দেলে করে গম ॥ লাগাইয়া এক তালা কুঞ্জি রাখে পাসে। বাদশা ও উজিরে কহে না রব এ দেশে ॥ আপনা মুলুকে যাব বিদায় কর না। থাকিতে এখানে মেরা দেলত মানে না ॥ এতেক কহিয়া মাহালম জারে জারে। কান্দিতে লাগিল সেহ দোস্তের খাতিরে ॥ দেখিয়া তাহার হাল বাদশা ও উজির। দুই জনে দেলে তারা হইল অস্থির ॥ পিরিতী বচনে বাত কহে তার তরে। কিছু দিন থাক বাবা আমার শহরে ॥ এই মতে এক মাস গোজারিয়া গেল। উজির সে মাহালমে কহিতে লাগিল ॥ এক বাত কহি আমি শোন বাবাজান ॥ আমার বেটির দেলে রহিল আর মান ॥ এক বার তুমি যদি কর মেহেরবানি। নহেত সে বেটী মেরা হইবে দেওানি॥ শুনিয়া সেমাহালমকহে এইবাত। দোস্তমারা গেল মেরা নাযাব খেলওাত ॥ বিবির সহিত দেখা নাকরিব আর। করার করেছি আমি দেলে আপনার ॥ একসাথ যাইতাম দুইদোস্ত মোরা এতেক কহিয়া তারচক্ষে বহেধারা॥ বাদশা ও উজির দোণ তাহকে বুঝায়। কপালের লেখা ছিল করিল খোদায় ॥ যত থাকি নুরি হৈল দুনিয়া ভিতরে। কেতাবে খবর আছে জন্মাইলে মরে। হায়াত মউত পয়দা করিয়াছে খোদা ॥ মউত মাখলুখ হৈতে নাহি আছে জুদ ॥ বহুত বুঝিয়া তবু বোধ নাহি মানে। মাহা আলম এইকথা ভাবে মনে২। দোস্তের বিবির হাল নজরে দেখিনু। আমার আওরত ক্যায়ছা বুছিতে নারিনু ॥ আজ রাত্রে যাব আমি বিবির খেলওাতে। ভালহৈলে ভাল নহে পড়িব আফতে॥ একথা ভাবিয়া কহে শ্বশুরের তরে। দেখিবারে যাব আমি তোমার বেটিরে॥ উজির শুনিয়া বড় খোসাল হইল। আন্ধেলা যেমন লাঠি হাতেতে পাইল আপনা মহলে গিয়া কহে সমাচার। কত কত নেয়ামত করিল তৈয়ার ॥ লইয়া উজির যায় দামাদের তরে। চলিল যে মাহালম শ্বশুরের ঘরে ॥ আপনার দোস্তের সিন্দক লৈয়া গেল। উজির মহল বিচে যাইয়া পৌছিল ॥ বড়ই তাজিমে খানা খেলাইল তারে। বিছানা করিয়া দিল মহল ভিতরে ॥ মাহে আলমের তরে আসি

দাসিগণ। বোলাইয়া লিয়া যায় হরষিত মন॥ দোস্তের সিন্দুক তরে রাখি ছেরানাতে। মাহালম শুইলেন গিয়া পালঙ্গেতে॥ যেই রূপে শুয়ে ছিল বাদশার ঘরে। সেই মতে শুইলেন জাগিয়া খোমারে॥ আইল চেএন বানু করিয়া সাজন। মদনের বানে সেহ হৈয়া জ্বালাতন॥ মোরদার পাইল যেয়ছা জিউদান। ত্যায়ছা হইল বিবি নামে চেএন বানু॥ এক হাতে পান বাটা আর যে চেরাগ। যাইয়া পৌছিল খুসি হয়ে বাগে বাগ॥ য়্যায়ছা খুসি হয় মোছলমান ঈদে। দেখে যে সোয়ামী তার সুয়ে আছে নিন্দে॥ পান বাটা চেরাগ রাখিয়া সে খানেতে। মহল থাকিয়া বিবি চলে বাহিরেতে॥ যখন চেয়েন বানু বাহিরে চলিল। মনে মনে মাহালম কাঁহতে লাগিল॥ এদেশের চাল কি একই বরাবর। য়্যায়ছা কহিয়া চলে পিছে পিছে তার॥ উজিরের মহল পিছে ছিল এক বাগ। নাম রেখে ছিল তার রওশন দেমাগ॥ তাহার বিচেতে এক মহল আছিল। চেএন বানু বিবি সেই ঘরে প্রবেশিল॥ লইয়া লোটায় পানি ওজু যেকরিয়া। দোগানা নামাজ দুইরেকাত পড়িয়া॥ বৈসে মোনাজাত করে আল্লার দরগায়। দেখনা তামাশা পয়দা করিল খোদায়॥ মাহালম এই সব হাল তার দেখে। বড় হরষিত দেলে খাড়া হৈয়াথাকে॥ হেথাকার বাতআমি এখানে রাখিয়া। কহিআমি যেই বাতগেছে গোজারিয়া॥বার বৎসরের ছেন হৈলযখন। চেএন বানু বিবি দেলে করিলতখন॥করিবতৈয়ার একএবাদতখানা। নামাজ পড়িবসদা ভাবিয়ারবানা॥ হইল তৈয়ার ঘরমছজেদখোদার। এবাদত বিনে কিছু নাহি করে আর॥ এইরূপে গোজারিয়া গেলতিন সাল। নেক কাম নেক চাল করে হামেহাল॥ আপনা দস্তুরে বিবি গিয়া সেই ঘরে। নামাজ পড়িয়া শেষে এবাদত করে॥ য়্যায়ছা এবাদত বিবি করে দেল জানে। মেহের করিল তাতে করিম ছোবহানে॥ নেক রাহে থাকিয়া যে করে নেক কাম। নেক ফল দেয় পরওয়ার দেগার॥ হুকুম হইল তবে হাতেফের তরে। সেতাবী যাইয়া কহ খোওাজ খেজেরে॥ মছজেদে নামাজ বিবি পড়ে যেইবাগে॥ ফকি-

রের বেশ ধরে যাও তার আগে॥ এছেম আজম তারে দেও শিখা-ইয়া আমল করিরে খুব রাতেতে বসিয়া॥ চাল্লিশ রোজেতে সেই আমল হইবে। তার পরে যাহা সে মাঙ্গিবে তাহা পাবে॥ পড়িবেন যেই কামে হবে সেই কাম। কখন না থাকে যেন নাপাক আন্দাম এবাত কহিল যবে এলাহী জাব্বারে। হাতেফে আওাজ দিল খোওাজের স্তরে॥ এবাত শুনিল যবে খোওাজ খেজির। বিবির আগেতে গেল হইয়া ফকির॥ বিবিকে কহিল গিয়া হুকুম মাফিক। এছেম আজম শিখাইল একে একে॥ এছেম সিখিয়া বিবি আমল করিল যেই দিন চাল্লিশ রোজ পুরা সেই হইল॥ বুঝিতে না পারে কেহ আল্লার মক্কর। সেইজানে তারভেদ আপে পরওার॥ এছেম পড়িয়া বিবি তছবি যপে মনে। আওাজ গায়েব শোনে আপনার কাণে॥ কি মাঙ্গিবে বিবি তুমি যাহাই মাঙ্গিবে। নছিব ছাবুত আজ তাহই পাইবে॥ শুনিয়া আওাজ বিবি করে মোনাজত। আল্লার দরগায় তবে মাঙ্গিল হাজাত॥ মেরা খছমের দোস্ত শাহে অলমেরে। মারিয়াছে জরু তার যোগীর খাতেরে॥ তাঁহারে বাচাও আজ আপানি এলই। আর কিছু মাঙ্গি নাই আমি তেরা ঠাই॥ তেরা কুদরতের আগে এই কোন ছার। তেরা নাম রহিম আর পরওার দেগার॥ নেককার ছিল বিবি বড়ই মকবুল খোদার দরগায় বাত হইল কবুল। ভেজিলেন তক্ত এক চার পরীর হাতে। আসিয়া পৌছিল মছজেদের দরওাজাতে। ফের নেদাহইল চেয়েনবানুতরে আঁখেতে বান্ধিয়া পটীবৈস তক্তপরে॥ হুকুমপাইয়া বিবি তক্তেতে বসিল। তক্ত লিয়া চারি পরী উড়িয়া চলিল॥ কত দুরে কোথা গেল না জানে খবর। পৌছিল যাইয়া এক টাপুর ভিতর॥ তার চারিদিকে ঘিরে আছে যে দরিয়া। সেইটাপু রিচে তক্ত দিল ওতা-রিয়া॥ গাইবী আওাজ হইল চেএল বানুরে। চক্ষের খুলিয়া পটি দেখনা নজরে॥ খুলিয়া চক্ষের পটি বিবি যে তাকায়। তক্তের নিকটে এক গাছ দেখা যায়॥ কি কহিব ভাই আমি গাছের ছেফত। সে গাছে হয়েছে ফলখোদাই কুদরতে॥ এক দমে তাহার

তারিফ করা ভার। আপার কুদরত যে নিশ্চয় জান তার॥ গাছের যতেক ফল লেয় আল্লার নাম। রহিমের নাম লেয় ফল যে তামাম তামাসাগাছেরপাতাকরেবাতচিত।দেখিয়াচেএনবানুহৈলআশ্চম্বিত বিবিরে দেখিয়া গাছ কহে এই বাত। কি কামে আইলে হেথা কহনা নেহাত॥ শুনিয়া গাছের বাত তাজ্জব হইল। আপানা মনেতে বিবি ভাবিতে লাগিল॥ গাছ হৈয়াবাত করে এ বড় মুস্কিল কি তামাসা করিয়াছে রব্বেল জ্বলিল॥ কহিল গাছের তরে চেএন বানু বিবি। দোস্ত মেরা মারাগেছে বাচাও সেতবী॥ এ কথা শুনিয়া গাছ এই বাত কহে। দেখ বিবি এই যত পাতা হৈয়া রহে॥ হাত বাড়াইয়া তুমি লেও এক পাত। যে পাত আপনা হৈতে যাবে তেরা হাত॥ সে পাতা লইয়া তুমি এই কাম কর। মোরদারের কাটা ছের ধড়ে লৈ ধর॥ আল্লার হুকুমে সেই বাচিয়া উঠীবে। আল্লার রহম তবে নজরে দেখিবে॥ শুনিয়া উজির জাদী বাড়াইল হাত। খোদার কুদরত হৈতে পাইল এক পাত॥ বিছমিল্লা বলিয়া যখন পাত হাতে লিল। সে গাছের তরে বিবি পুছিতে লাগিল॥ এহার যতেক ভেদ বাতাও যে মোরে। শুনিয়া সে গাছ কহে বিবির খাতেরে॥ মোর পরে লেগে আছে এই যত পাত। জেত্তা জান মরিয়াছে তাদের হায়াত॥ যেই পাত তেরা হাতে গিয়াছে পাহছান। তেরা দোস্ত শাহা আলমের হয় সেই জান॥ শুনিয়া এবাত বিবি শোকরানা করিল। সেই গাছে আর এক পাত দেখা পাইল॥ তার পরে এক কেকড়া বিচ্ছু যে বসিয়া আপনার নেসমারে কুদিয়া কুদিয়া॥ বড়া সোর ফরিয়াদ করে সেই পাত। দেখিয়া সে গাছ বিবি পুছে ফের বাত॥ এই পাতা কি কারনে এত্তা সোর করে। তার হকিকত সব কহনা আমারে॥ কহিলেন গাছ তবে শুনহ সেতাবি। এত্তা সোর করে সেই নাক কাটা বিবি॥ হর পাতে জান তার রাখিছে খোদায়। খছমেরে মারিয়াছে সেই দুঃখ পায়॥ এবাত শুনিয়া বিবি হয়ে গেল মোম আঁখে পটি বান্ধ বিবি হইল হুকুম॥ আওাজ পাইয়া বিবি আঁখে

পটি বান্ধে। সেখান হইতে পরি তক্ত লিয়া কান্ধে॥ উড়াইয়া সেই বাগে পৌছাইল তক্ত। নেদা আইল ফের পটি খোল এই ওক্ত॥ হুকুম পাইয়া বিবি আখের পটী খোলে। দেখে যে বসিয়া আছে সাবেক মহলে॥ গায়েব হইয়া গেল তক্ত পরী চার। হাতে সেই পাত্তা লিয়া করেন বিচার॥ এই বেলা চলে যাই আপন মহলে। কি করে খোদায় তালা তাহার কপালে॥ মনেতে এবাত বিবি করিয়া ভাবনা। দুরেকাত নামাজ পড়িল সোকরানা॥ সেখানে হইতে বিবি যখন চলিল। সব দেখে মাহালম সেথা বোসে ছিল॥ দেখিয়া বিবির যত সব নেক কার। আল্লার দরগায় ভেজে সে শোকরানাহাজার॥সেথাহৈতেমাহালমআইলচলিয়া।যেরূপেতেনিন্দে ছিল রহিলশুইয়া॥ যাইয়া পৌছিল বিবি মহলের ভিতরে।দেখিলযে স্বামী তারপালঙ্গ উপরে॥ দোস্তের সিন্দুক ধরা ছামনেতে আছে। যাইয়া পৌছিল বিবি সিন্দুকের কাছে॥ দেখেন সিন্দুক কুলু-ফেতে আছে বন্ধ। মনেতে হইল বিবি বড় ফেকের মন্দ॥ কুঞ্জি রাখিয়াছে নাথ আপনা কোমরে। ভাবিয়া মনেতে গেল স্বামীর হুজুরে॥ সেই রূপে মাহালম জাগিয়া ঘুমায়। খুজিয়া খুজিয়া বিবি সেই কুঞ্জি পায়॥ লইয়া সে বিবি কুঞ্জি সিন্দুক খুলিল। শাহে আলমের লাশ বাহিয় করিল॥ আল্লার কুদরত দেখ সেই মরা লাশ। বোয়ে গন্ধ কিছু নাই গেল দুই মাস। তবু সেই তাজা লাশ দেখিতে এমন। যেমন তাহারে কেহ মারিল এখন॥ দেখিয়া চেএনবানু মনে মনে ভাবি। সেই কুদরতের পাত্ত লাগায় সেতাবী সেই পাতা বিবি লাগাবার দেরি ছিল। লাগাইতে সে ধড়ে ছের জুটে গেল॥ বিছমিল্লা বলিয়া শাহা বসিল উঠিয়া। মাহালম দোস্ত আছে দেখে তাকাইয়া॥ শাহালম বুঝিলেন আপনা মনেতে। য্যায়ছা শুয়ে আছি আমি শ্বশুর বাটিতে॥ এত বলি শাহালম উঠিয়া বসিল কিন্তু বদনেতে তার জোর নাহি ছিল॥ শাহালম কহে বাত মাহে আলমেরে। বড়া শুয়েছিনু আমি বেহুসের ঘোরে শুনিয়া যে মাহালম কান্দে উভরায়। ক্রনদন দেখিয়া সে তাজ্জব

হয়ে রয়॥ কি কারণে কান্দে দোস্ত পোছেন তাঁহারে। খোওাব দেখিলে বুঝি নিন্দের খোমারে॥ কান্দিয়া কহেন শাহা আলমের সাক্ষাতে। দুঃখ সুখ বিতিয়া ছিলেন য্যায়ছা ভাতে॥ একে একে সব বাত দোস্তেরে ছামঝায়। শুনিয়া সে শাহালম ভাবেন খোদায় গলাগলি কোলাকুলি যত খুসি হৈল। খুসির সাগরে যেন দুই জন ভাসিল॥ আল্লার কুদরত বড় জানিবে নিদান। মোরদারের তরে ফের দিল জিউ দান॥ লা শরিক সেই রব সবের খালেক। চৌদা ভুবন বিচে আছেতো মালেক॥ পলকে যে জন পয়দা করিল তামাম এই তো কুদরতের কত বড় কাম॥

ত্রিপদী।—সে মাহে আলম আর, শাহালম দোস্ত তার, গলায় ধরিয়া আপনার। ফের করে যত খুসি, তারা তিন জনে বসি, জানে পাক পরয়ার দেগার॥ আপনার সে বিবিকে, মাহালম কহে তাকে শুন, নেক জাত বিবি মেরা। আমার তোমার সঙ্গ, নাহবে সংসারি রঙ্গ, থোড়া দিন রহ এই ধারা॥ জেন্দেগি থাকিবে যদি, দোস্তে মেরা দিয়া শাদী, তেরা সঙ্গ হব সেই দিন। আপনার মনে বিবি ধরিয়া থাকিবে তবি, মেলাইবে এলাহী আলমিন॥ এবাত শুনিয়া বিবি, দেখিয়া স্বামির খুবি, হাত জুড়ে কহিতে লাগিল। তাহাতে মুস্কিল কি, বাচে তেরা দোস্ত জি, সব হতে এই হল ভাল॥ এই বাত তার শুনে, সেই শাহা আলম মনে, বহুত তারিফ করে তার। য়্যায়ছা নেক বিবি যার, তবে কি অভাব তার, অভাগিনী কেছমত আমার॥ এই সব বাত চিতে, ফজর হইল তাতে, মুলুকেতে শোহরত হইল। বাঁচিল বাদশারবেটা, বড়ইকুদরতএটা,মরা লোক্ কেমনেবাচিল॥ উজিরদেখিয়া আখে,শোকরানালাখে লাখে, করিতেলাগিল মোনাজাত।বড় হরষিতহৈল,উজিরচলিয়াগেল,বাদশাহে কহে এই বাত॥ শুনিয়া আকবর ছানি, করে বড়া ধনা ধনি, উজিরের তারিফ শতবারে॥ বসি ছিল তক্ত বিচে, উঠীয়া বসিল পাছে, শাহে আলমেরে দেখিবারে। বাদশা পৌছিল সেথা শাহালম থাকে যেথা, দেখিয়া হইল জারে জার॥ কহিতে লাগিল বাত

শুন বাবা নেক যাত, যাহা ছিল কপালেতে তেরা। আল্লার কলম রওা, মুস্কিল যেরদ হওা, আর এক বেটী আছে মেরা ॥ দেল তেরা মানে যদি, তাহারে করনা শাদি, আমি সেই বাতে রাজি আছি। শুনিয়া বাদশার বেটা, কহেবাত হেট মাথাসেই বাতে তৌবা করি য়াছি ॥ এ দেশেতে শাদি আমি, না করিব শুন নামি, এক শাদি হয়ে য়্যায়ছা হাল। আর হেথা নাহি রব আপনার দেশে যাব, হয় যদি সাবুদ কপাল ॥ শাহালম কহে বাত ছের নোওাইয়া রহে, সর মেতেআকরছানিমনেমরমের ধুম,বোসেথাকেমনাগুন,উঠেগেলহৈয় পেরেসান॥একারনউজিরঘরে,হাঁসিখুসি,কত করে,রাখিয়াদামাদআর বেটি।সাহাআলমেরতরে রাখিয়াযেএকেস্তরে,নাচকরে মাঙ্গাইয়ানটি এই মতে কত দিন, গোজারিল আলমিন, উচাটন হৈল তার মন চেএন বানুর তরে, কহে এইবাত তারে, শাহা মাহা মিলে দুই জনে আমরা দেশেতে যাব, এখানেতে নাহি রব, আপনা বাপের আগে কহ। শুনে চেএনবানু বিবি, মা বাপে কহিল খুবি, সেতাবি বিদায় মোরে দেহ ॥ শশুরের দেশে যাব, স্বামী বিবিকে দেখিব, এইত আরমান মেরা দেলে। শুনিয়া মা বাপ কহে, মোরা রাজি আছি তাহে, বিদায় করিব খুসি দেলে ॥ রাত গেল ছোবে হৈল, বেটীকে শুপিয়া দিল, শাহালম মাহালমের হাতে। বহুত রোদন কৈল কতেক দেহাজ দিল, লস্কর আর হাতি ঘোড়া সাথে ॥ বুলাইয়া তিন জনে, বড়ই খোসাল মনে, ভরয়া দিয়া যে বহুতর। রোখ-ছত হইয়া যায় মাতা পিতা দোন তায়, গম করে হইয়া কাতর ॥ সেখান হইতে তবে; মঞ্জেল মঞ্জেল সবে, চলে যায় হইয়া খোসাল ছামনে দরিয়া মেলে, দেখে গিয়া তার কুলে,জাহাজের লাগি য়াছে টাল ॥ বড় এক জাহাজেতে, চড়ে সবে এক সাথে, বাদবান জাহাজ খুলিল। কপালের লেখাছিল, পথহারাইয়া গেল, বড়াএক দ্বিপেতে পৌছিল ॥ দ্বীপ দেখিবার তরে, খুসি দেল দোন করে, মাঝি সেথা করিল লঙ্গর। তবে আড়া পরে যায়, কত রঙ্গ দেখা পায়, আগে এক মহল শুন্দর ॥ বাগিচা কেনারে তার, হইয়াছে সে বাহার, দর

ওানি খুলিছে দুয়ার। তাহার ভিতর গিয়া; দেখে সব তাকাইয়া, রঙ্গ চঙ্গ আজব বাহার॥ তার বিচেএক ছবি, পীতলে পেয়েছে খুবি ধন্দ দোহে দেখে কারীগিরি। কি কব তাহর রূপ,যেমজ সুর্য্যেরধুপ মোহ হয় দেখে হুর পরি॥ পিতলেতে রূপ য়্যায়ছা, না যানি সে বিবি ক্যাছা শাহাজাদী হবে বুঝি সেই। কিন্তু সে ছুরত বিবি, করিয়া রাখেন ছবি, দেয়ালেতে লিখিয়াছে এই॥ এই যে টাপুর বিচে; মহরুম নগর আছে, সেখানে আমার মোকাম। মেরা শাদি হয় নাই, কবে হবে জানে সাই, ছুরতোন্নেছা মেরা নাম॥ আমি যে বাদশার বেটি, রূপে গুণে পরিপাঠী; যান এই পিতলে সমান মুরত দেখিয়া মেরা, আশক্ হইবে যারা, মেরা পাশে আশিবে নিদান॥ বুঝিয়া মর্ম্মী তার, ছওাল করিব আর, সে ছওাল আনি বেক যেই। শাদী তার সাথে হব, মতলব তাহারে দিব, অক-বতে জোড়া হবে সেই॥ ছওাল না দিলে মেরা, হবে তার বড়া বুড়া তারে আমি করিব খারাব। তার খাল খেচাইয়া, দিব সালে চড়াইয়া, মেরা এই নেহাত জওাব॥ বাহাদুরি থাকে যাকে, যে মেরা খাহেস রাখে, বুঝিয়া কদম সে রাখিবে। এসব মুস্কিল বাত, না করিলে হাতে হাত, মেরা হুকুমেতে মারা জাবে॥ প্রেম হবে যার দেলে, এসে মেরা সঙ্গে মেলে, সেই মেরা হবেক রফিক। এই বাত লিখে, পিতলে খুদিয়া রাখে, আপনার ছুরত মাফিক॥ এমন সে বানাইছে, যেমন সে জেন্দা আছে, বাত কহি-বার আছে খালি। শাহা আলম দেখে তারে, মদন অনঙ্গ জোরে পড়িলেন প্রেম রসে ঢলি॥ প্রেমের যে কারি তিরে, ছাতিতে বসিল চিরে, জলবিনে তড়পে য্যায়ছা মিন। লাগেযাকে প্রেমবাণ, হারইয়ে জানপ্রাণ তারবাচা বড়ই কঠীন॥ দেখি অচেতন হল; বেহু-সেতে পড়েগেল হোশ তার না রহিল আর। আবদুল মজিদ বলে বিন্দিল যাহার দেলে; এক তির ছুরতেন্নেছার॥

গান।

প্রেমের অনল যার লাগে হৃদয়েতে।
সদা ধিকি কিধি জ্বলে প্রিয়া বিরহেতে॥

পয়ার।—শায়ের করিতে ছিনু এই কেতাবের। মনেতে আছিল পুথি করিব আখের॥ এই বাতে আল্লাতালা না হইল রাজি। গফলতে ফেলিয়া দিল শয়তানের বাজি॥তাহাতে কিছুই চারা নারহিল মেরা। দেলেতে বুঝিনু পুথি না হইল পুরা॥ তার সমাচার কিছু নিবেদন করি। পুর্ব্ব হৈতে কিছু মেরা আছে জমিদারী॥ বালেশ্বর বিচে ঘর পদ্ম পরগণা। ভিক্টয়িয়া শাহা জাদী যার মালিকানা॥ ল্যায়সন করোসন দুই লাট বন্দি। খাজানা দাখিল করি মোরা হাত বান্দি॥ জরিপেতে বন্দোবস্ত হইয়াছে যার। বহুত মুস্কিলে দিতে হবে রাজ কর॥ তাহাতে যা হউক করি দুঃখেতে গোজরান এইরূপে দিন পাত চালায় রহমান॥ রাতদিন দোওা করি মহারাণী তরে। রাজ্যবৃদ্ধি হয় তার খোদা তালা করে॥ এমন আমলে ভুকা না হয় যাহানে। এক যাগায় রাখে বাঘ বকরি দুই জনে॥ কেহ কারে জবর দুস্তি করিতে না পারে। কায়েম হুকুম যে আইন অনুসারে॥ এই মতে কত দিন যায় গোজারিয়া। পালেন সবার তরে মেহের করিয়া তাহাতে আইল এক এমন রাক্ষস। তাহার বিখ্যাত নাম ইনকাম টেক্স ল্যায়সন টেক্স কহে তার বড় ভাই হইল মসহুর নাম জানেন সবাই॥ এনকাম রাক্ষস ল্যায়সন তম্প। এই দোন মিলিয়া করিল ভুমি কম্প॥ দেশে দেশে আইল তার হুকুম পরওানা। রসিদ দাখিল করে দোহার খাজানা॥ প্রজাগণ যেবা ছিল গরীব নামদার। দিলেন রসদ লৈয়া হুকুম দরবার॥ যত দেয় তত হয় রসদ তামাম। তবুনা হইল তার খাবার আঞ্জাম॥ তাহার খরচ কি মানুষে দিতে পারে। যত দেয় তবু না তাহার পেট না ভরে॥ ভেবে দেখি মনে যদি এই রূপে খাবে। তামাম মানুষে খেলে পেট না ভরিবে॥ এই রূপে যদি সে করে কার বার। থোড়া দিনে জানরাখা হইবেক ভার॥ মাসি কানা মতে তবে

দিবানিশি অঙ্গ জ্বলে; মদন অনঙ্গ জালে; সে জ্বালা না যাবে জঙ্গে শীতল হবে মিলনেতে। গোলাম মওলা কহে ভাই, ছাদেকি এস্ক করা চাই, তাতে নিস্তারিবে সাই, নহে দিবে নরকেতে॥

হিসাব করিয়া। পেয়াদা রসদ লিতে পৌছিল আসিয়া॥ আমি যদি শুনিনু তাহার সমাচার। হুকুমের মতকরি রসদ তৈয়ার॥ যদি আমি রসদ হাজির নাহিকরি। গ্রাস করিয়া লিবে মোর জমিদারী॥ যাহা দিয়াছেন আল্লা শোকর হাজার। বাহাল রাখেন তারে করিয়া আমার॥ সেই ডরে রসদ যে করিনু আঞ্জাম। বন্দো করে দিনু আমি শাইরির কাম॥ কত ছন্দ বন্দে তার আঞ্জাম করিয়া। কবিতা করিনু শুরু এলাহি ভাবিয়া॥ পিতল দেখিয়া শাহালম হৈল বন্দি। সেথা হৈতে আইল ফের প্রেম লাট বন্দি॥ এনকাম টেকস লেন ছুরাতেন্নেছান। রাক্ষস হইয়া তারে গ্রাসিল নিদান॥ ল্যায়সন টেক্স সেই পিতল মুরতে। দংশিল সে শাহালমে ভুজঙ্গের মতে॥ শাহালম চেয়েন বানু জমিদার তরে। খাজানা উশুল কোরে পৌছাইবে তারে॥ পেয়েদা মাফিক হৈল সেই দাই বুড়ি। হাকিম হুকুম কৈল করে দড় বড়ি॥ এস্ক হৈল বাদশাহি মালিকানা নাম। রসদ না দিলে পরে করিবে নিলাম॥ আশকের এস্ক ভাই পরওানা মাফিক। এবাত বুঝিয়া লিবে যে জন রসিক॥ ছুরতেন্নেছার সেই মুরত দেখিয়া। পড়িলেক শাহালাম বেহোস হইয়া॥ বেহাল দোস্তেরে দেখে সে মাহে আলম। দেল বিচে বহুত করিল গর্দ্দগম॥ চেয়েনবানু বিবি দেখে হৈল জারেজার। শাহে আলমের তরে পোছে সমাচার॥ কি কারণ বেহুস হইল মেরা জান। খুলিয়া আমার তবে করনা বয়ান॥ তেরা কামে আমাদের জান যদি লাগে। হাজির করিয়া দিতে পারি তেরা আগে॥ শুনিয়া যে শাহালম প্রেম ভরে কহে। হইনু পাগল এই পিতল বিরহে॥ এই ছবি আছে যে বিবীর মুরত। সে বিবিরে পাই আমি কেমন ছুরত॥ তবে মেরা জান বাচে নহে বাচা ভার। পাই যদি সেই রসবতীর

দিদার॥ দেল মেরা লিল সেই প্রেমের মোহিনী। দেখিয়া পিতল রূপ হইনু এমনি॥ কামানল জলে য্যায়ছা মেরা দেল মাঝে। বুঝাইলে তারে সেই কখন না বোঝে॥ রহিল যে তার পিছে গিয়া জান মেরা। প্রেমেতে করিল মোর আখেতে আন্ধেরা॥ শরীরের বিচে মোর প্রেমের কৈল ঘর। শিরে সান্ধাইল মোর মদনের জর॥ এই মতে শাহালম হইল কাতর। বুঝাইলে নাহি বুঝে না করে আছর॥ মদনে বদন কাঁপে হইয়া গেল ক্ষীণ। মানুষের সমাজেতে হইল অধীন॥ দু-চক্ষেতে আছু বহে তার প্রেম ছাড়া। বুঝিলেন মাহালম প্রেমে গেছে ধরা॥ এই বাত মাহালম কহে তার তরে। এই কোন বাত তুমি ভাব কি খাতেরে॥ পথ ভুলাইয়া আল্লা যদি আনে হেথা। অবশ্য মিলাবে তারে জান ঠিক কথা॥ চল সে বিবির কাছে মোর সাথে যাবে। আপনা নজরে তুমি তাহারে দেখিবে॥ যে ছওাল করিবেন বিবি তেরা তরে। আল্লার ফজলে যেজওাব দিবতারে॥ছওাল কারণে যদিযায়মেরাজান তোমার খাতেরে জান করিবকোরবন॥ হুকুম বরদার তেরা নেমক পালন। যাহাতে সে বিবী মেলে করিব মিলন॥ শুনিয়া যে শাহা লম এই বাত কহে। এই ছবি ছাড়ি বারে দেল নাহি চাহে॥ কখন না যব আমি বিবীর হুজুর। রহিব হইয়া আমি ইহার মজুর॥ পিতল মাফিক বিবী পাইলে এক্ষনে। মিলিব তাহার সাথে সাধ আছে মনে॥ শাহালম যদিতারএবাত শুনিল। আপনা বিবীরতরে কহিতে লাগিল॥ চলিনু তাল্লাসে আমি বিবির লাগিয়া এখানে তোমরা রহ দোস্তে সঙ্গে লিয়া॥ দেল দিয়া দোস্তের নেঘাবানি কর। গাফেল না হবে তুমি এই কথা ধর॥ প্রেমেতে আকুল যে হামেহাল রয় বাচিবার আশা তার না থাকে দুনিয়ায়॥ ভালা বুরা কিছুই খবর জানে নাই॥ প্রেমে রসে প্রেম বশে প্রেমে ভাসে সেই॥ প্রেমে খাওয়া প্রেমে শোওয়া প্রেমেমত্তথাকে। আপনামাশুকেসেই নির-ক্ষয়া দেখে॥ শুনিয়া চেএন বানু কহেন তখনি। দোস্তের বিরহনলে

তখনিসেমাহালম উঠে দাঁড়াইয়া॥এখনি যাইব আমিবিবিকে কহিল এলাহির নাম লিয়া রওানা হইল॥ তার চারি পাশে দেখে বড়ই জঙ্গল। যেথা যাবে আনিবারে দোস্তের মঙ্গল॥ লইয়া আল্লার নাম খোজে বনে বনে। মহরুম নগরে বিবি আছে কোন খানে॥ ভাবিয়া ভাবিয়া মনে জঙ্গলেতে যায়। কৎ দিনে এক বস্তি দেখিবারে পায়॥ বস্তির ভিতরে গিয়া দেখে তাকাইয়া। আছ-মান সমান ঘর আছে খাড়া হৈয়া॥ দরওাজা উপরে তার যাইয়া পৌছিল। নেঘাবান দেখে তারে পুছিতে লাগিল॥ কোথা হৈতে আইলে তুমি কোথা তেরা ঘর। এদেশে আসিতে নাহি পারে কোন নর॥ শুনিয়া সে মাহালম কহে এই বাত। নেঘাবান আপে মেরা সেই পাকজাত॥ দরওানিরে কহে ফের পুছি যে তোমায়। কাহার মাকান এই কহনা আমায়॥ দরওানি কহে মাহালমেরে। ছুরতন্নেছা বিবি থাকে এই ঘরে॥ মাহালম কহে তারে এবাত শুনিয়া। আমার ছালাম কহ বিবিকে যাইয়া॥ তেরা সেই পিতলের রুপে এক জনা। দেখিয়া আশক হৈল ভুলিল আপনা। সামালিতে না পারে সে প্রে-মের অনল; হোস হারাইয়া সেহ হইল বিকল॥ আপনার জান তার দিল মোর হাতে। মাশুকের ছুরত সে খরিদ করিতে আমি আসিয়াছি তার হইয়া গোলাম। বিবিকে কহনা গিয়া আমার ছালাম॥ শুনিয়া দরওানি গেল বিবির হুজুরে। কহি-লেক সব কিছু বুঝাইয়া তারে॥ শুনিয়া যে বিবি কহে আন বোলাইয়া। আবদুল মজিদ কহে প্রেমেতে মাতিয়া॥

ত্রিপদী। মাহে আলমের বাতে, দরওানি কহিল তাতে শোনে বিবি বোলাইয়া নিল। আপনা নিকটে নিয়া, পরদা বিচেতে গিয়া, মাহালমে পুছিতে লাগিল॥ কোথা হৈতে আইলে তুমি, কি নাম তোমার নামি, কোন দেশে তোমার মোকাম। দেলেতে না রাখ বাত, কহ তুমি ঠিক বাত, মেরা কাছে তোমার কি কাম॥ শুনে বাত কহে এহি মেছের মুলুকে রহি

মাহালম নাম হয় মোর। মেছেরেতে জাহাগীর, নাম তার আওরঙ্গির, আসি তার ফরজন্দের খাতের॥ তাহার ফরজন্দএক, শাহালম নাম নেক, বড় দুঃখে জন্ম হইয়াছিল। নর্জ্জুগ রাস্মল লোগ; কহি লেক ভোগাভোগ ষোল সালে ফাড়া বাতাইল॥ এই মতে কত দিন, কাটাইল আলমিন শাদি হৈল কেন্নউজ্জ মুলুকে। শাহা সে আকবর ছানি উজ্জির দেলবর জানি দোহার দু-বেটি ঘরে থাকে। মোরা দোস্ত দুই জন শাদি কৈনু খুসি মন দোস্তে মেরা জরু তার মারে। মেরা জরু দোয়া কৈল আল্লা তারে বাচাইল মেরা সেই শ্বশুরের ঘরে॥ সেথা হৈতে চলে আইনু জাহাজে ছওার হৈনু আসিয়া পৌছিনু এক দ্বীপে। উঠিয়া দ্বীপের পরে দেখিনু দরিয়া ধারে লিখিছে পিতল এক রূপে শাহালম দোস্ত মোর কামেতে হইয়া ঘোর দেখে যে বেজান পিতলারে। উপরে দেখিতে পাইল তেরা কথা লেখাছিল ছাড়িয়া আইল নাই তারে॥ একারণে আসে নাই আমি যদি চলে যাই না জানি সে কি করে ছওাল। সে ছওাল নাহিদিলে বিবী আর নাহি মেলে তবে আমি হইব বেহাল আমি গিয়া এই খানে থাকি তুমি যদি কর নেকি ছওালের জওাব আমি তবে প্রান ধরি নহে ছবি কাছে মরি কিম্বা মরি গলে ছুরি দিয়া॥ একথা কহিল নামি সেতাবি শুনিয়া আমি সেইখানে রাখিয়া তাহারে। জান ধননিয়া তার সে ছবির রূপযার নিতে আইনু ছুরত বাজারে॥ তার নিয়া দামাদর দিয়া সে জানের দর আমি তার ছুরত কিনিব। লইয়া ছুরত তার করিয়া গলার হার সে খরিদারে লিয়া দিব॥ শুনিনু তোমার কাছে আসল ছুরত আছে তুমি যদি কর মেহেরবানি। মেটাও দেলের রঞ্জ বদলে জানের গঞ্জ লেহ তুমি একে একে শুনি॥ দামদর করে তার দেহ ছুরতের হার একারনে আসিয়াছি আমি। ছুরতের ঘরকোথা কহ মোরে সত্যকথা কোথা তার জন্ম কহতুমি॥ কি কারনে সে পিতলা করিয়া রাখিলে ভালা নেক জনে খারাব করিতে॥ লিখিয়াছ তুমি যেই কি তিন ছওাল সেই কহ মেরা লরে সেতাবিতে॥ শুনে যদি এই বানি মাহালমে

কহে ধনি মোর পরে বড় হৈল দুঃখ। আল্লা মেহেরবান ছিল মোর সঙ্গে মিলাইল তাহাতে করিনু আমি সুখ॥ শাম দেশে মেরা ঘর বাপ মেরা জোরওার নামতাঁর রওসন জাহান। বাদশাহ মুলুকের ফৌজ হাতি ঘোড়া ঢের মালের কি করিব বয়ান॥ রঙ্গখাতুন মাতা মেরি বাপের সে বড় পেয়ারি আরছয় বহিনি আমার। বাপ মেরা এক দিনে ডাকিয়া সে ছয় বুনে কহে এই করিয়া পেয়ার॥ তোমরা আমার বেটি রূপেগুণে পরি পাটী কহকার কেছমতেতে খাও। তোমাদেরে কহিবাত শুনএক নছিহত আগে সবে বুঝিয়া বাতাও॥ শুনে মেরা সে বহিনী বাপেরে সে কহেবাণি তেরা কপা লেতে মোরা খাই। শুনে আনন্দিত হৈল মেরা তরেতে পোছিল তুমি কেনে কিছু কহ নাই॥ আমি চুপ হয়ে গেনু বুঝে মনে এই কৈনু আমিখাই আপন কেছমতে। শুনেযবে মেরা বাপ বড় হৈল অনুতাপ আজ্ঞাদিল মোরে নেকালিতে॥ কহিল যেমোরে য়্যয়ছা আপনা কেছমতে ক্যাছা খাওতুমি দেখিব নজরে। একদাই সঙ্গে দিয়া দেয় মোরে নেকালিয়া চড়াইয়া জাহাজ উপরে। এই দ্বীপে ভেজে দিল লোক জন ছেড়ে গেল দাই আমি দুজনা রহিনু॥ ছাড়িয়া সে সব সুখ মোর য়্যয়ছা হৈল দুখ কি কহিব কত দুঃখ পাইনু। তিনদিন গোজারিল দেলপেরেশান হৈল দানাপানি কিছু নাহি পাই॥ আঁখে মেরা আছুচলে ভুকেতে কলেজা জ্বলে কহিলাম সে দাইয়ের ঠাঁই। তিন দিন হৈল পুরা খানানাহি তেরা মেরা আজ মেরা বড়া ভুক হৈল॥ খাবার কিছু নাহি সাথে জান বাঁচে কিরূপেতে দাই যদি এবাত শুনিল॥ দেখিল সে তখুনি, আপনা কাপড় খানি তাতে থোড়া বুট বান্দা আছে। কহিতে লাগিল মোরে সেথা যবে ছিনু ঘরে ছোলা থোড়া রেখেছিনু কাছে॥ মোরে ছোলা দিল দাই তাহারে লইয়া খাই ফেকে দিনুচোপা গুড়া তার। দেখে সেই চোপাগণে পৌছিলেক যে সেই খানে তাউছ যে হাজারে হাজার॥ খাইয়া চোপার তরে সবে খপা খাপ করে পাখম সে বহুত করিল। নাচেন মউর যত রঙ্গ রঙ্গ পর কত অঙ্গ

হৈতে খসিয়া পড়িল ॥ সেই সব পর লিয়া, এক ছাতা বানাইয়া, য়্যায়ছা তার করি কারিগিরি। আল্লার কুদরত হৈল, বহুত জাহাজ আইল, এ টাপুর নিচে সারি সারি ॥ খালাস হইল তোপ, নাকা-রাতে দিল চোপ, শুনিতে পাইনু দোন আমি। ডাকিয়া কহিনু কথা, চলিয়া যাহনা সেথা, এই ছাতা লিয়া হাতে তুমি ॥ যত দাম তার হবে, যে লিবে বিকীয়ে দিবে, খাওা পেওা মাল ছর-ঞ্জাম। খরিদ করিয়া লিবে, সেতাবী হাজের হবে, শুনে বুড়ি করে লেই কাম ॥ দাই সেথা চলে গেল, মোরহেথা নিন্দ আইল, স্বপনে আসিয়া এক নর। এই বাত কহে মোরে, শুন বিবি কহি তোরে, হেথা আছে পরশ পাথর ॥ তাহারে লইয়া বিবি; লোহা মাঙ্গাইয়া আবি, এ পাথর লাগাইবে তারে। এ বাত এয়াদ রাখ, কুদরত এলাহী দেখ, হইবেক সোনা ভারে ভারে ॥ এখানে উটিয়া আমি পরশ পাথর নামি, পাইনু তখন ছেরানাতে। দাই সেথা চলে গেল ছাতাকে বিকিয়া দিল, ছরঞ্জাম আনে কত ভাতে ॥ লিয়া ছরঞ্জাম দাই আসিয়া পৌছিল সেই ফের সেই দাইকে কহিনু। তুমি দাই চলে যাও, লোহা থোড়া এনেদাও, ভেজে দাই মাঙ্গাইয়া লিনু আল্লার হুকুম পরে, পরশ লাগাইয়া তারে, খান খান সোনা হৈয়ে গেল। বেচে জাহাজির তরে, গেল কত দিন তারে, এলাহীর কদ রত হইল ॥ কিস্তি এক দরিয়া বিচে, মারা গেল দ্বীপ কাছে, মাঝি গণ আইল ভাসিয়া। মেরা কাছে কত লোক, আসিয়া করেন শোক, সেই লোকে কহিনু দেখিয়া ॥ ডুবিল তোমার কিস্তি, সবে করে রহ বস্তি, বানাইয়া লও ঘর আপনার। এবাত শুনিয়া সব, রহি বারে মতলব, করিলেন এখানে আমার ॥ মেরাভি মহল হৈল কত দিন গোজারিল, দাই মোরে কহিল এবাত। ওম্মর হইল তেরা দেলে এই চাহে মেরা, শাদী তেরা দিই কার সাথ ॥ শুনিয়া কহিনু আমি, যে বাত কহিলে তুমি, ওজর নাহিক মেরা তাতে। নাহি হেথা মা বাপ, আপনা হইতে আপ, পায়গাম করিব ক্যায়ছা ভাতে ॥ শুনিয়া কহিল দাই, আমি এক বাত কই, শোন বিবি তুমি

দেল দিয়া। তোমার ছুরত বিবি, বানাইয়া এক ছবি, একস্থানে দিব টাঙ্গাইয়া॥ রাখি হেফাজত বিচে, লিখিব তাহার কাছে, তোমার যতেক আহওাল। যেই তেরা রূপ দেখে, দেল বিচে প্রেম রাখে হইবেন আশক বেহাল॥ আইলে তোমার হেথা; কহিব যে তিন কথা; ছওাল আনিয়া যেই দিবে। বে ওজর তার তরে; শাদী দিব তোমা তরে সেই জন মতলব পাইবে॥ শুনিয়া মাকুল বাত গড়াইনু হাতেহাত সেইখানে ছবি আপনার। যেদিন তৈয়ার হৈল কত লোকে দেখা পাইল আশক হৈল জারে জার॥ আশক হইয়া যেই মেরা পাশে আসে সেই ছওাল করিনু তারে তিন। যেবা না কহিতে পারে খাল খেচি তার তরে গুজরিয়া গেছে কত দিন॥ আজ আসিয়াছ তুমি এই বাত কহি আমি নাহক খেয়াল খাম ধর। ছওয়াল না দিতে পাবে বে কছুরে মারা যাবে তাহার এনছাফ দেলে কর॥ ছওাল কঠিন মেরা কি তাকত আছে তেরা আনিতে না পারিবে কখন। শুনে মাহালম কহে আশক ছাদেক রহে তোমার উপরে যেই জন॥ ছওাল তোমার দিবে ছুরত কিনিয়া লিবে কহ তুমি কি তিন ছওাল। কহে করহে একীন ছওাল করিব তিন তুমিযদি নাছাড় খেয়াল॥ আবদুল মজিদ কহে মর্দ্দানা হালেতে রহে যেইজন দুনিয়া ভিতর। হেম্মত করিল ভালা মদত করেন আল্লা এই বাত কোরাণে খবর॥

ছুরতেন্নেছা বিবির পহেলা ছওাল।

পয়ার।—সে মাহে আলম কহে শাহাজ্জাদীর তরে। পহেলা কহনা কি ছওাল কর মোরে॥ শুনিয়া সে বিবি কহে পহেলাছওাল রাখিবে মনেতে খুব করিয়া খেয়াল॥ কত জন ছওাল শুনিয়া ফিরে গেছে। আল্লা জানে তোমার কপালে কিবা আছে॥ পরীস্থান বিচে কামেল পরী আছে। কুদরতের এক পাখা আছে তার কাছে॥ মন দিয়া শোন সেই তারিফ পাংখার। ইন্দ্রের আখাড়া আছে তাবেতে তাহার॥ দশ হাজার পরী আছে নাজনি ছুরত। হুকুমের এন্তেজার তারা অবিরত॥ ডাহিন তরফে পাংখা যদি ফেরাইবে।

ইন্দ্রের আখেড়া এসে হাজির হইবে ॥ যদি ফিরাইবে পাংখা বাঞ্ছে তরফেতে। গায়েব হইয়া যাবে না পাবে দেখিতে ॥ চৌকি পাহারা তার কত পরী আছে। কাহার তাকত যায় সে পাংখার কাছে। কি কহিতে পারি আমি তারিফ তাহার। সেই পাঙ্খার আছে আমার দরকার॥ শুনিয়া সে মাহালম তাজ্জবেতে রয়। দেলে ভাবে মদদ যদি করেন খোদায় ॥ তবে দিতে পারি এই কঠিন ছওাল। নহেত বড়ই মেরা হইবে বেহাল ॥ এবাতে ভাবিয়া দেলে বিদায় হইল। বিবির হুজুর হৈতে বাহিরে আইল ॥ আপন মনেতে ফের করেন বিচার। কেমনেতে কোথা পাব তার সমাচার ॥ ভাবিতে ভাবিতে মর্দ্দ রাহেতে চলিল। বড়া এক বিয়াবান জঙ্গলে পৌছিল ক্ষণে চমকিয়া উঠে ক্ষণে করে গম। এনছান হায়ওান সেথা নাহি গমাগম ॥ বনেবনে কত কাঁটাপায় চুবে যায়। পায়েতে হৈল জ্বালা করে হায় হায় ॥ মনেতে কহেন ফের সেই অপনার। কোথা যাব কি করিব কি হবে আমার ॥ এই মতে সাত দিন গোজারিয়া গেল ভুকেতে অজুদ কাঁপে খেতে না মিলিল ॥ ছবর করিয়া মর্দ্দ থাকে আপনাকে। ছামনে দরিয়া এক তাকাইয়া দেখে ॥ মওজ লহরী তার উঠিছে আছমানে। দেখিয়া ভাবনা বড়া হৈল তার মনে ॥ জঙ্গলে ফিরিতেছিনু খেয়ে গাছ পাত। তাতে যে হউক বাচা আছিল হায়াত এবার বুঝিনু মনে যা হবার হৈল। না হইবে পাখা হাত কাজে যানা গেল ॥ কেমনে হইব পার অকুল সাগর। এখান হইতে ফিরে যাব বিবির ঘর ॥ ফের আপনার মনে ভাবনা সে করে হরকত না ছিল কিছু ফিরে যাইতে মোরে ॥ সরমে বাঁচিব কিসে মুখ দেখাইয়া। দেখিয়া সে বিবি দিবে খাল খেচাইয়া তাতেবি আমার কিছু আন্দেসা না হবে। বিরহ জালায় মোর দোস্ত মারা যাবে ॥ এই বাতে দেলে মেরা বড়ই ফিকির। হায় আল্লা কি করিব দোস্তের খাতির ॥ আমার দোস্তের বদ নছিব আছিল। মারা গিয়া বেচে ফের এহাল হইল ॥ কি করিব চারা নাহি যে করে খোদায় পাগলের মত হয়ে করে হায়হায় ॥ আল্লার দরগায় এই করে মোনা-

জাত। তেরা নাম সবে বলে রব্বেল হাজাত॥ আনিয়া আমার তরে এত দুঃখ দেও। তোমা বিনে আর আমি না দেখি বাচাও॥ তরাইয়া লিলে কত বান্দার মুস্কিলে। আতসে গোলজার কৈলে আপনা খলিলে॥ তোমার কুদরতে এই কোন ছার বাত। হইব দরিয়া পার আমি ক্যায়ছা ভাত। এই মতে ভাবনাতে জার জার হৈল। আল্লার কুদরত সেই নজরে দেখিল॥ পিতলের এক ঘটি মুখ বন্ধ হইয়া। সেই দরিয়ার কুলে আছিল পড়িয়া॥ দেখিয়া যে মাহালম তাজ্জব হইল। এখানে লোটা কেবা আনিয়া রাখিল॥ মুখ তার বন্ধ হয়ে আছে কি খাতেরে। খুলিয়া দেখিব আমি কি আছে ভিতরে॥ এতেক ভাবিয়া দেলে মুখ যে খুলিল। ভিতর হইতে এক দেও নিকলিল॥ এমন সে উচা কদ পাহাড় সমান। দেখিয়া সে মাহালম হৈল হয়রান॥ কভু না দেখিল সেহ দেওএর ছুরত। আপনা মনেতে রহে হইয়া হয়বাত। সেখান হইতে সেই দেও দুরাচর। উঠাইয়া লিল দোন বাজু ধরে তার॥ শুন্য ভরে উড়িয়া চলিল বিমানেতে। মাহালম দেখে ডরে লাগিল কান্দিতে হায় বিধি কি করিলে কপালে আমার। এ দেওএর হাতে জান না বাচিবে আর॥ এখানে মরিনু আমি লাচার হইয়া। সেখানে মরিবে দোস্ত বিবির লাগিয়া॥ মাহালম মনে মনে ভাবে এই বাত। উড়িয়া চলিল দেও ধরি তার হাত॥ উড়িয়া সে সাত সমুদ্র পার হৈল। কুকাফ জঙ্গলে এক পাহাড়ে পৌছিল॥ পাহাড় নিচেতে এক খাদ করিয়াছে। যাইয়া পৌছিল দেও সেই খাদ বিচে॥ তাহার ভিতর মাহে আলমে রাখিয়া। বন্ধ করে দুয়ার পাথর লাগাইয়া॥ গেল যদি মাহালম তাহার ভিতরে। আরএক জনা আছে দেখিল নজরে মাহালম পোছে তুমি কেনে এখানেতে। কহিল তোমারে দেও আনে যেই মতে॥ তেমনি আমার তরে আনিয়াছে সেই। মেরাজান আজ হেথা মারা যাবে ভাই॥ কালি ফের তোর তরে মারিবে বজ্জাত। আর কিবা পোছ ভাই তুমি মেরা বাত॥ এক জন থাকিতে ফের একজন আনে॥ পুছিল সে মাহালম খাইবে কেমনে

শুনিয়া কহেন সেই মাহে আলমেরে। যেমন দেখিয়া ছিল আপনা নজরে॥ বড় এক দশ মণি আছেত কড়াই চড়াইয়া চুলাপরে ঘিউ দেয় ভাই॥ আঁচতলে লাগাইয়া খুব জোস্ করে। উঠাইয়া তার বিচে ডালে আদমেরে॥ এই যে লোহার সিক দেখ ছামনেতে। ঐ সিকে গেথে তুলে লেয় শেতাবিতে॥ কাবাব করিয়া খায় রোজ রোজ সেই। মোরে আজি খাবে তুমি দেখিবে যে ভাই॥ এবাত শুনিয়া মর্দ্দ জারজার হইল। আপনা আপনি দোন কান্দিতে লাগিল॥ হেনকালে খুব বড় কড়াই আনিয়া। চুলার উপরে তারে দিল চড়াইয়া॥ মোন দুই তিন ঘৃত দিল তার বিচে। জোস করে আগ জ্বালাইয়া তার নিচে। গরম হইলে ঘৃত ডালিবে তখনি। মেহের করিল সেথা আপে আল্লা গণি॥ দেও সেথা থাক্কা মান্দা হয়ে শুয়ে গেল। দেখিয়া সে মাহালম খোসালিত হইল॥ আপনা দেলেতে মর্দ্দ ভাবা শুণা করে। কি ফিকির কৈলে দেও দুরাচার মরে॥ ভাবিয়া ভাবিয়া মর্দ্দ করে কোন কাম। লোহার সে শিক হাতে নিল নেক নাম॥ চুলা বিচে দিল শিক গরম করিতে। বেহু সের দারু দিল দেওএর নাকেতে॥ গাফেল হইল যদি সেই দুরাচার। গরম করিয়া শিক আখে দিল তার॥ য়্যায়ছা জোরে শিক গাথে আখি ফুটে গেল। আছাড় কাছাড়ে দেও সেখানে মরিল॥ মারা যদি গেল সেই দেও বেইমান। সে দোন পাইল যেন নয়া প্রাণদান॥ সেখান হইতে দোন বাহিরে চলিল। দুয়ারে পাথর বন্ধ নজরে দেখিল॥ বহুত কোসেশে দোন খুলিয়া পাথরে। সেথা হৈতে দুই জন চলিল বাহিরে॥ এলাহি ভাবিয়া কত দুরে চলে যায়। দুজন বসিল গিয়া গাছের তলায়॥ মাহালম পুছিলেন সেই মোছাফেরে। তোমার কি বিত্তিয়াছে কহনা আমারে॥ শুনিয়া সে মোছাফের কহে মাহালমে। নাম মেরা আজগার ঘর মেরা রুমে॥ সে দেশেতে আছে ভাই বাদসাই আমার। এক দিন এসে ছিনু করিতে শিকার॥ জঙ্গল বিচেতে এক হরিণী দেখিনু। লোক ছেড়ে তার পিছে ঘোড়া দৌড়াইনু॥ কত দুরে চলে আইনু হইয়া

একেলা। সে হরিণ হয়ে গেল দেও সেই বেলা॥ ধরিয়া ঘোড়াকে মেরা তখনি খাইল। মেরা তরে উড়াইয়া লইয়া আইল॥ রাখিয়া আছিল সেই পাহাড় ভিতর। খালাস করিলে যেই খাদের ভিতর পোছেন সে বাদশাহা মাহে আলমেরে। কিবামছিবততেরা কহনা আমারে॥ শুনিয়া যে মাহে আলম সববাত কহে। আজগর শুনিয়া তবে হেট ছেরে রহে॥ সাবাস মর্দ্দমী তেরা সাবাস হেম্মত। কত সত সহিলে আফত মছিবত॥ তোমার সাথেতে আমি থাকিব সদায়॥ ছাড়িয়া না যাব কোথা যা করে খোদায়॥ সেখান হইতে দুই জন চলে গেল। কতং কার খানা নজরে দেখিল রঙ্গরঙ্গ মেওয়া গাছ কত দেখা পায়। এক মেওা গাছ তলে দোহে চলে যায়॥ আল্লার কুদরত দেখে করিয়া নজর। কিবা না করিতে পারে মক্কর চক্কর॥ দুই ফল নিয়া দোহে আনন্দে খাইল। সুরত বদল হইয়া বান্দর হইল॥ আজগর হইল নর মাহালম মাদা। দোহার হৈল বড় মস্তির জেয়াদা॥ তাহাতে ছোহবত হৈল দোন বান্দরের। রহিল হামেল সেই মাহালমের॥ নর মাদা দুই বাচ্ছা হৈল জনম। কে বুঝিতে পারে ভাই খোদার কলম॥ এই মত গোজারিয়া গেল কত কাল। রহিলেন সেই দোন বান্দরের হাল॥ সেখান হইতে দোন বাচ্ছাকে লইয়া। সে জঙ্গল ছেড়ে আর জঙ্গলেতে গিয়া॥ এক গাছে দেখেমেওা ধরেছে অনেক। দুবান্দর উঠাইলসেমেওাক্ষনেক হাতেতে লইয়া যবে সে ফলখাইল। বান্দর সুরত ছাড়ি শুকপক্ষী হইল॥ এ ডালে সে ডালে ফিরে উড়িয়া উড়িয়া। নর হয় মাহালম আজগর মাদা হইয়া॥ দোহার মদন জোরে ছহবত হইল। কত দিন পরে সে দুইটী ডিম দিল॥ কুড়ুক হৈয়া বসে ডিমের উপর। দুই বাচ্ছা জন্ম হয় মাদা আর নর॥ বাচ্ছাকে রাখিয়া দোন আহার আনিতে। উড়িয়া চলিল তবে আর জঙ্গলেতে॥ দেখিল যবের গাছ আছে বহুতর। লইবে বাচ্ছার লাগি খোসাল অন্তর॥ এবাত ভাবিয়া সে যবের পাশে যায়। বাচ্ছা লাগি লিবে কি সে লোভে দোন খায়॥ দুই পক্ষী দুই দানা যখনে খইল। পক্ষী রূপ ছেড়ে

দোহে সাপ হয়ে গেল ॥ সাপের ছুরত দোন হয় যখনেতে। পানির কিনারে যায় মেড়ুক ঢুড়িতে ॥ খুজিয়া খুজিয়া দোন মেড়ুক সে পায়। খোসালিত দেলে দোন ধরিয়া যে খায়। যখন সে সাপ দোন মেরুকে খাইল। ছাড়িয়া সাপের রূপ মাছ হয়ে গেল ॥ সেই পুকুরেতে দোহে সাতারিয়া ফেরে। এই মতে কত দিন সেখানে গোজারে ॥ সেই তালাবের বিচে দুজন জালিয়া যে মাছ ধরে ॥ সে তালাবে জাল ফেলাইয়া॥সেই দুইমাছ জাল বিচে পড়ে গেল। সেই দুই মাছ দেখে খোসাল হইল ॥ সেই দুই মাছের তরে দোহে লিয়া যায়। বহুত খুসিতে মাছ পাকাইয়া খায় ॥ যখন খাইল মাছ মিলে দুইজন। আল্লার কুদরতে গর্ভহইল তখন। দেখিতে দেখিতে গর্ভ বাড়িতে লাগিল ॥ আখেরে দোহার পেট ফাটিয়া যে গেল মরে গেল দুইজন হইল বাহির। মাহালম আর সেই বাদশা মোছা ফির ॥ আপনা সাবেক রূপ হইল যখন। আল্লার দরগায় ছেজদা করিল তখন ॥ এলাহি এমন তেরা আজব কুদরত। রঙ্গ রঙ্গ কর তুমি কতেক হেকমত ॥ আপনা আপনি ফের করেন বিচার। এই বনে মেওা জাত না খাইব আর ॥ সেখান হইতে ফের চলিল যখন ফিরিতে লাগিল সেই কত বনে বন ॥ হইল আজব দোহে কুদরত দেখিয়া। ভারি এক জঙ্গলেতে পৌছিল যাইয়া ॥ এক গাছে মেওা দেখে কাটা গোস্ত য্যায়ছা। হিঙ্গুল বরণ মত লহু চুয়ে ত্যয়াছা দেখিয়া মেওার রঙ্গ তাজ্জব হইল। খোদার খোদাই পরে শোক-রাণা ভেঙ্গিল ॥ সেখান হইতে ফের দুই জনে চলে। আগে এক বড় খোস রঙ্গ মাট মেলে ॥ দিনের সমান সেথা না হয় মালুম। রাত বরাবর সেথা সেখানে রছুম ॥ তার বিচে শত গাছ আছে মেওায়ালা। ডালে ডালে সেই মেওা মশাল উজালা ॥ এমন সে শোভা পায় বেহেস্তের আকার। বুল বুল কুমরির বোল তাহাতে বাহার ॥ আল্লার কুদরত দোন দেখিয়া নজরে। দেলে কহে আল্লা ভালা কিবা নাহি পারে ॥ সেখান হইতে দোহে চলে নিকলিয়া। ছামনে পাহাড় এক দেখে তাকাইয়া ॥ আবদুল মজিদ কহে কুদ-

রত আল্লার। কেন না করিবে সে শরিক নাহি যার॥

ত্রিপদী ছন্দ।—পাহাড় দেখিয়া দুয়ে, যায় দোহে তথাকারে, দেখে এক গাছ ছায়াদার। তাহার নিচেতে কুণ্ডা, তাহা হইতে উঠে ধুণ্ডা, দিনেতে সেখানে অন্ধকার॥ সে দোন তাজ্জব থাকে, তাহার কেনারে দেখে, চুলা এক তৈয়ার হইয়াছে। খাবার ছামানা যত, চাউল আদি নানা মত, তার একস্থানে ধরা আছে॥ দেখিয়া সে দুই জন, বিচারিল মনে মন, ভুকেতে অজুদ হইল খুন। খাইব ইহার তরে, আল্লাতালা যাহা করে, খাই নাই মোরা কত দিন॥ দুইজন কহে ফের, রাখিয়াছে চিজ ঢের, না জানি সে রাখে কোন জন। ইহাযদি খাইএবে,খাইলে কি দুঃখ্নহবে,কিআফত ঘটিবেএখন একথা ভাবিয়া মনে,সেথা হইতে দুইজনে, দেখে গাছে এক তোতা পাখী।গাছেএকতোতাপাখীকহিল দোহারেদেখি,খাওতুমি যাহাধরা আছে॥কহিয়াসেপক্ষি বাত,উড়েগেল তৎক্ষণাৎ,দুইজন ভাবিয়াসে মনে। পাকাইয়া তার তরে, খাবার মতলব করে, ওতারিয়া রাখে সেই খানে॥ ধুণ্ডা উঠে যে কুণ্ডাতে, আইল যে সেই পথে, বড়ই আদবে পাণ্ড দেবে। এক বিগত সেই নর, দাড়ি আছে মুখ পর, দেড় বিগত শির লম্বাহবে॥ পৌছে এসে সেইখানে, দেখে ভাবে দুই জনে, এবে দেখ আল্লার কুদরত। দেখিতে দেখিতে বড়া, বাড়িলেক খাড়াং, হৈয়া গেল দেয়ের ছুরত॥ সেথাযত খানা ছিল সেখানে বসিয়া খাইল, আসিয়া ধরিল বাদশারে। খুব জোর সে করিয়া, দাড়ির এক বাল লিয়া, সেই বালে বান্দে তার তরে॥ ফের মাহে আলমেরে, আইলেক ধরিবারে, মাহালম দেখে যদি তায়। দেলেতে দরুদ ভারি, করে মোনাজত জারি, মদত যে করিল খোদায়॥ নেদা আইল সেই বেলা, মার তুমি এই বেলা, শুনে মর্দ্দ লিয়া আল্লার নাম। খুব জোরে ধরে তারে, তলওারে ওয়ার করে সেই দেও হইল তামাম॥ দেও যদি মারা গেল, কুণ্ডার ধুণ্ডা বন্ধ হইল, দেখে মাহালম যে বিচারে। দেখিব কুণ্ডা বিচে, কি কি কার খানা আছে, যাব দোহে ইহার ভিতরে॥ লইয়া আল্লার নাম, চলে

দোহে নেক নাক, ভিতরেতে যখন পৌছিল। আঁখি খুলে সেই খান, দেখে বড়া ময়দান, দেলে বড়া তাজ্জব হইল॥ দোহে কত দুরে যায়, বালাখানা দেখা পায়, দু-কোশেতে গেরদাই তাহার। ভিতরে চলিয়া গেল, যত চিজ দেখা পাইল, মনেমনে করেন বিচার. দেখে মহলের বিচে,পালঙ্গ পড়িয়া আছে, তারপরে শুয়েছে আওরত। কাটা গেছে শির তার, চেতন নাহিক আর, নাহি জানি সে পরীর ছুরত। এক বেত ছেরানাতে, এক বেত পায়তলাতে, ধরা আছে পালঙ্গ উপর॥ দেখিয়া বাদশার মন, হৈয়া গেল উচাটন, এস্ক হল দেলের ভিতর॥ মুর্চ্ছাখেয়ে পড়ে ভুমে; দেখিয়া সে মাহালমে, বড়ই হয়বত হৈল মনে। দেখিয়া মোর্দ্দার সেই, তাহার আশক এই; হয়ে গেল বেহোস মদনে॥ বহুত বুঝায় তারে, এই বাতচিত করে, দেও এক আসিয়া পৌছিল॥ ইহারা দেখিল তারে ডরে থর থর করে, আর এক ঘরে ছিপে গেল॥ দেও না দেখিতে পায়, পালঙ্গ নিকটে যায়; তাকাইয়া দেখেন আওরতে॥ ছেরানার বেত যেই, পৈতানে রাখিল সেই, পৈতানের বেত ছেরানাতে॥ যবেবেত বদলিল, সে আওরত জেন্দা হৈল; উঠীয়া বসিল হেই খানে। যত মেওা এনে ছিল, তাহাকে খাইতে দিল, হাসি খুসি করে তার সনে॥ সেই দুই বেত লিয়া, ছেরানে পৈয়তানে দিয়া, ফের সেই মরিয়া রহিল। এ দোন তাকিয়া দেখে, সামালিল আপনাকে, সেথা হৈতে দেও চলে গেল॥ এ দোন চলিয়া সেথা, পালঙ্গে মোরদার যেথা, দেও বেত করে ছিল য্যায়ছা। তেমনি করিল দুই, জীবন পাইল সেই, বাচিয়া উঠীয়াছিল ত্যায়ছা॥ পরী কহে দুই জনে, এখানে আইলে কেনে, মারিয়া খাইবে দেও জাত মোরে সে আনিয়া হেথা, রোজ দুঃখ দেয় যথা; কি কহিবে আমি তার বাত॥ শুনিয়া দোন মর্দ্দ, দেলেতে ভাবিয়া হদ্দ, কহিতে লাগিল বিবী তরে॥ তেরা কিবা নাম আছে, কহতুমি মেরা কাছে হেথা তুমি আইলে, কি প্রকারে। শুনিয়া কহেবিবি, দেলেতে দরদ ভাবি, পরীস্থানযে আমার ঘরমাতা যে আমেল পরী পরী বিচে ছর

দারী, কামেল পরী নাম আছে মোর। একদিন খোসালিতে, ফিরি আমি বাগানেতে, ঐ দেও দেখিয়া ধরিল॥ সেখান হইতে মোরে আনিল আপন ঘরে, এইখানে আনিয়া রাখিল। শুনিলে খবর মেরা কেন আইলে তোমরা, দেও জাতের হাতে যাবে মারা॥ মাহালম শুনে হাল, মনে বড়া সে খেয়াল; মতলব হাসেল হবে মেরা। বাদশা দেখিয়া তারে, মদন অনঙ্গ জ্বরে, সেই রূপ থাকে বেহু-সেতে॥ দেও যদি মারাযায়, সকলে মতলব পায়, দেও মারা যাবে কয়্যাছা ভাতে। ফেকের করিয়া দেলে, কহে দোন খুসি হালে, তুমি আজি কর এইকাম॥যেবাত কহিব আমি যে কায় করযেতুমি দেও তবে হইবে তামাম। দেও সে আসিবে জবে কান্দিয়া কহিবে তবে, আমি একা ছেড়ে যাও মোরে॥ তুমি যাও একা বনে, যদি কেহ সেই খানে, দাগা দিয়া তেরা তরে মারে। তুমিত মরিবে সেথা, আমিত রহিনু হেথা, এই মোরদার সমানে॥ কি হইবে হাল মেরা, কহ কি মতলব তেরা, কি জওাব দেয় ইহা শুনে। এবাত কহিয়া দিল, সে বেত বদল কৈল, মরিয়া রহিল সে বিবি আসিবার ওক্ত হইল, সে দোন ছাপিয়া গেল, সেই সেও পৌছিল সেতাবি॥ বাঁচায় বিবির তরে হাসি খুসি রঙ্গ করে, সেই বিবি কান্দে জারে জার। তুমিত চলিয়া যাও, আমাকে মারিয়া দেও,বনে যদি কেহতোরে মারে॥তবে আমি এখানেতে,মরেরব এরূপেতেকহ তুমিকিহয় উপায়।দেওকহে পরীতরে,নাভাবিওমোর তরেহেনকেবা মারে যে আমায়॥ যদি কেহ মোর তরে মারিবারে মনে করে এই যে আছে তিন তীর। কামান লইয়া হাতে, আপনার জোর হতে মারেমেরা আকাইয়া শির॥ একতীর মারেশিরে, দোহে দু-আখেতে মারে তবে মেরা জান মারা যাবে। নহেত তাকত কার জান মারে কে আমার শুনে দোহে এই বাত তবে॥ দেও ফের চলে গেল বিবি সেথা মরে রৈল দুই জন আসিয়া বাচায়। সেখানে থাকেন বসি করে দোন হাসি খুসি দেখ রঙ্গ কি করে খোদায়॥ সে মাহে আলম শুনে এলাহীর নাম মনে এয়াদ করিয়া খাড়া হৈল। লইয়া

কামান তীর হয়ে গেল সে বাহিয় দুয়ারেতে ছাপিয়া রহিল॥ পৌছিল সে দেও সেথা সে মাহে আলম যেথা দেখিয়া গর্জ্জন বড় করে। লইয়া আল্লার নাম মারে তীর নেক নাম পহেলা যে শিরের উপরে॥ ফেরদুই তীর লিয়া দোন আখি তাকাইয়া য়্যায়ছা জোরে তীরসে মারিল। টুটিল তাহার জোর ছাড়িয়া আওাজ ঘোর কাছাড় খাইয়া মরে গেল॥ দেখিয়া সে দুই জন হৈল খোসালিত মন সাবাস হেম্মত তেরা নামি। এমনি মর্দ্দমী জার তবেকি অভাব তার তব হাতে জান পাব আমি॥ আবদুল মজিদ কহে বাদশা বিরহে রেহ আশক হইল পরী পর। দেখিয়া করেন জারি ছাতিতে বসিল কারি সে চাহনি মদনের শর॥

পয়ার।—যখন কাতর হইয়া আজগর পরিল। মাহালম তরে পরী পুছিতে লাগিল॥ কি কারণে বেহোস হইল এই জন। আমার হুজুরে তুমি কহবিবরণ॥ শুনিয়া সে মাহালম কহেনউত্তর। আশক হইল মর্দ্দতোমার উপর॥কামের তরঙ্গে ভাসেআকুল সাগরে।জেদিন মিলিবে কুল পাইলে তোমারে॥প্রেমরসে তুমি তারে সরবতপেলাও আসনাই তারে দিয়া জানকে বাচাও॥ শুনিয়া সে কহে পরী শোন সমাচার। এই বাতে নাহি কিছু মেরা এক্তিয়ার॥ আমি পরীজাদী সেই আদম ছুরত। কেমনে হইবে মেরা তাহারছহবত॥এ আফতে জান মেরা বাচায়েছ তুমি। তোমার বাতেতে তারে রাজি আছি আমি॥ আমেল পরী মাতা মেরা যদি কহে মোরে। তার সাথে সাদী মেরা তবে হতে পারে॥ মাহে আলমের তরে ফের পরী কহে। কি মাঙ্গিবে মাঙ্গ তুমি দেলে যাহা চাহে॥ শুনিয়া কহেন সেই শুন কামেল পরী। যেথা আছে লিয়া চল তোমার মাতারী॥ পরিস্থানে লিয়া আমি তোমারে পৌছাব। আমার দেলের কথা সেখানে কহিব॥ শুনিয়া কহেন পরী শুন মেরা বাত। আমার দু-বাজু দোহে ধর হাতে হাত॥ হুকুম পাইয়া দোন দুবাজু ধরিল সেখান হৈতে পরীউড়িয়া চলিল চারদিন বাদেগিয়া পৌছেপরীস্থান দেখেদোন পরীস্থান দেলেতে হয়রান॥ এমন কুদরত হেথা করেছে

এলাহী।সবের কারণ হারা সেইবটেছহী॥যাইয়া পৌছিলপরী আপন মোকাম। দেখিয়া আপন মাকে করিল ছালাম॥ দেখিয়া বেটীর তরে কান্দিতে লাগিল। কোথা গিয়া ছিলে তুমি মোর তরে বল॥ শুনিয়া কহেন বেটি আপনার হাল। বাগানে ফিরিতে ছিনু হইয়া খোসাল॥ এক দেও মোর তরে দেখিতে পাইল। উঠাইয়া আপনার ঘরে লিয়ে গেল॥ এলেমে করিয়া সেথা রাখে মোর তরে। কখন বাচায় মোরে কখন সে মারে॥ এইমতে কতদিন গোজারিয়া গেল। এই দোন নেক মর্দ্দ আসিয়া পৌছিল॥ মুদ্দত শুইয়াছিনু পালঙ্গ উপর। দেখে হাল মোরে নেকি কৈল বহুতর॥ সে দেও বজ্জাতে মাহে আলম মারিল। এজন আমার পরে আশক হইল একে একে সব বাত করিল বয়ান। আমেল পরী দেখিয়া পাইল জিউদান॥ দুনিয়া বিচেতে মোর তুমি এক বেটী। তেরাবাত শুনিয়া কলেজা যায় ফাটী॥ এ দোহার তরে খুব তাজিমে বসাও। যত চিজ নেয়ামত আনিয়া খেলাও॥ মাহে আলমের তরে কহে আমেল পরী কি মাঙ্গিবে মাঙ্গ তুমি আমার হুজুরী॥ খালাস করিলে তুমি আমারবেটিরে। যে মাঙ্গিবে তাহা আমি দিব তেরা তরে॥ যে চিজ চাহিবে যদি আমি নাহিদেই। তবেমোর ছোলেমান নবীর দোহাই শুনিয়া সে মাহালম খুসিতে ভরিয়া। হাত জুড়ে ছামনেতে কহে খাড়া হইয়া॥ মালমাত্তা আমিকিছু নাহি চাহি হুজুরে। সব থোড়াং আল্লা দিয়াছে আমারে॥ দুনিয়ার বিচেতে দরকার নাহি মোর। কুদরতের এক পাংখা আছে কাছে তোর॥ সেই পাঙ্খা যদি তুমি প্রদান আমারে। একচিজ মাঙ্গিলামতোমার হুজুরে॥ শুনিয়া পাঙ্খার নাম সে আমেল পরী। ঘড়িতক বেহুস হইয়া করে জারি॥ হোসেতে আসিয়া কহে মাহে আলমেরে। ছওগন্দ করেছি আমি নবী নাম পরে॥ কারার খেলাফ যদি হইবে আমার। আখেরে আল্লার কাছে হব গুণাগার॥ লাচারিতে তেরা তরে পাংখা আমি দিব। আপনা ছাতির পরে শিলদিয়া রব॥কারার ছওগন্দ করিয়াছি নবীজির। লাচার হইনু আমি শুন মোছাফির॥ আনিয়া পাঙ্খার

তরে দিল সেই ঘড়ি। পাঙ্খার শোকেতে পরী দেয় গড়াগড়ি ফের আপনার দেলে আপনি বুঝায়। যে ছিল কপালে মোর করিল খোদায়॥ আপনার দেলে খুব ছবর করিয়া। মাহে আলমেরে ফের কহেন ডাকিয়া॥ কি করিবে পাঙ্খাতুমি কহনা আমারে। এ পাঙ্গার ভেদ কেবা কহিল তোমারে॥ কোন এনছানের হেথা নাহিক গোজার। কেমনে আইলে হেথা মেরা বরাবর॥ শুনিয়া যে মাহালম কহে য়্যায়ছা বাত। আউওল আখেরে যত হৈল ওারেদাত॥ একে একে সব হাল বয়ান করিল। শুনিয়া আমেল পরী তাজ্জব হইল॥ কে কোথা দোস্তের লাগি করে যে এমন। জানের দহশত কিছু না করে এক্ষন॥মাহে আলম কহেফের পরীর হুজুরে। আর এক আরজ মেরা তেরা বরাবরে রূমের বাদশা এই আছে মেরা সাথে। বেটি তেরা সাদি দেহ দেল খোশালিতে আশক হইল তেরা বেটীর উপর। প্রেমের অনল জলে দেলের ভিতর॥ শুনিয়া আমেল পরী এই বাত কহে। যদি এই বাতে মোর বেটী রাজি রহে॥ তবে আমি রাজি আছি সাদী দিতে পারি শুনিয়া বাদশার দেল খুষি হইল ভারি॥ তবে সে বেটির তরে পুছিতে লাগিল। শুনিয়া এ সব কথা মঞ্জুর করিল॥ বড়ই ধুমেতে সাদি হইল তাহার। পরীর মুলুক বিচে যে ছিল বেভার॥ খেলা-ওতে গেলেন দোহে খুসি খোষালিতে। মিলি বার হদ্দ মেলে মন আবেশেতে॥ পরীকে লইয়া রহে আনন্দিত মন। অন্ধ যেন চক্ষু পায় দুঃখি যেন ধন॥ আখের হইল সাদি কত দিন গেল। মাহা-লম বাদশারে কহিতে লাগিল॥ যাইবে কি এই খানে চাহ থাকি বারে। শুনে শাহা কহে বল পরীর হুজুরে॥ মাহালম কহে গিয়া পরীর হুজুরে। দোস্ত মেরা মারা যায় আমি যাব ঘরে॥ জেন্দেগি বাচিয়া তার হইয়াছে মহাল। ফের আর কিবা কবে বাকি দুছওাল এক ছওালেতে মোর এত দুক্ষু হয়। আর দুই ছওালেতে না জানি কি হয়॥ শুনিয়া আমেল পরা বড় খুসী মনে। হুকুম করিল ডেকে পরী চারি জনে॥ তক্তের উপরে এক মাহে আলমেরে। বসাইয়া

লিয়া যাহ মহরূম নগরে॥ সেখানেতে এর তরে দিবে পৌছাইয়া ফিরিয়া আসিবে সবে রসিদ লইয়া॥ এবাত শুনিয়া তারা মঞ্জুর করিল। রূমের বাদশার কাছে বিদায় হইল আসিয়া বসিল তবে তক্তের উপরে। উড়িল সে তক্ত লিয়া পরি বাণ্ড ভরে॥ চারি দিনে যাইয়া পৌছিল সেই খানে। মহরূম নগর বিচে বিবীর মকামে॥ রসিদ লিখিয়া পরে সবাকারে দিল। মাহালম বিবীর দরওাজা পরে গেল॥ দরওানি খবর গিয়া কহিল বিবীরে। শুনিয়া সে বিবী দেলে ভাবা গোনা করে॥ দেও পরা হৈতে কাম করিল কেমনে। এন-ছানের বিচে নাহি দেখি হেন জন॥ হুকুম করিল বিবী দরওানের তরে। বোলাইয়া আন তারে আমার হুজরে॥ দরওানি শুনিয়া তারে আনে বোলাইয়া। বহুত তারিফ করে হেম্মত দেখিয়া॥ খেলান পেলান তার করেন আনন্দে। আশক থাকিয়া যেন হাতে পায় চান্দে॥ লইয়া পাঞ্জার তরে পরখ করিল। মাহালম বিবী তরে কহিতে লাগিল॥ দোছরা ছওাল বিবী কহ মোর তরে। আশক অগুনে মেরা দোস্ত মেরা মরে॥ এত দেরি হৈল মেরা এক ছওা-লেতে। না জানি কি হয় আর দুই ছওালেতে॥ আবদুল মজিদ কহে কহ বিবী জান। দোছরা ছওাল কিবা করিয়া বয়ান॥

ছুরতন্নেছা বিবীর দোছরা ছওাল।

পয়ার।—শুনিয়া কহেন বিবী মাহে আলমেরে। দোছরা ছওাল এই কহি যে তোমারে॥ এক শহরের বিচে এক বিবী আছে। আয়েনা বেছর এক তার নাক বিছে। সে নথের বিচে আছে এমন আয়েনা। দুনিয়াতে নাহি মেলে তাহার নমুনা॥ আয়েনাতে দেখা যায় তামাম সংসার। উজালা হামেসা থাকে দেখিতে বাহার॥ কোন শহরেতে আছে কিবা তার নাম। মালুম নাহিক মোরে শুন নেক নাম॥ সেই বেছরের তরে এনে দেও মোরে। তেছরা ছওাল ফের কহিব তোমারে॥ শুনিয়া সে মাহালম তখনি উঠিল। বিদায় হইয়া মর্দ্দ বাহিরে আইল॥ আবদুল মজিদ বলে ভরসা আল্লার। মুখে লিলে নাম তার আখেরে নিস্তার॥ হে এলাহী গোণা মাফ

করিয়া তামাম নবিজীর পরে ভেক্তি দরুদ ছালাম॥

ত্রিপদী ছন্দ।—দোছরা ছওাল লিয়া, মাহালম বিদায় হৈয়া, ভাবিতে লাগিল মনে মন। আমার দোস্তের সাথ, কোরে যাব মেলাকাত, জাহাজেতে করিব গমন॥ দেলেতে করিয়া দর্দ্দ চলে তবে নেক মর্দ্দ, সেই খানে যাইয়া পৌছিল। দেখিয়া চেএনবানু, আকাশের তারাজেনআপনারহাতেতেপাইল॥দেলেতে করেনজারি আফছোছ বড়ই ভারি, জরু খছমের যথাদাব। দোস্তের নজদিকে গিয়াদেখে মর্দ্দ তাকাইয়া,প্রেম হালে হয়েছে খারাব॥ হোস গোস কিছু নাই, বেহোসে পড়েছে সেই, ডাক দিয়া কহে এই বাত। শুনহে প্রেমের রাজা, তাকাও হইয়া তাজা, মেরা সঙ্গে কহ এবে বাত॥ শুনে সেই আঁখি খোলে, দোস্তকে দেখিয়া বলে, কোথা ছিলে কহ দোস্ত মেরা। প্রেমে ডুবাইয়া তুমি, ফের খুসি হইব নামি, বহুত ভরসা ছিল তেরা॥ মাহালম শুনে বাত, কহে তারে এই বাত, তেরা তরে এহাল দেখিনু। জ্বলন্ত সে প্রেমানল, উপরে ডালিলে জল, সেই বিবীর কাছে গিয়াছিনু॥ প্রেম তিন হিস্বা ছিল এক ভাগ কম হৈল, আর দু-হিস্বা আছে বাকি। সে দোন ভাগের তরে, কমাইব কিবা করে, এলাহীর কাছে ধ্যান রাখি॥ যে দিন সে হবে হাত, মারিব যাইয়া কাত, ইহা কহে হইয়া হরিষ। আনন্দ তরঙ্গ নিরে, সে দিন ভাসাব তোরে, পেলাইব মদনের রস॥ প্রেম ছলে বোঝাইয়া, দোস্তরে দেলাসা দিয়া, আপনি হইল রাহাগির যে খানে জাহাজ ছিল, আগেতে লঙ্গর দিল, সেই খানে হইল হাজির॥ কহেন সে জাহাজিরে, জাহাজে লইয়া মোরে, চল এবে তুলিয়া লঙ্গর। জাহাজি শুনিতে পাইল, জাহাজ খুলিয়া দিল, চলে খুব দরিয়া উপর॥ গোজারিল দুই মাস, জাহাজ যাইয়া পাশ, দরিয়ার কুলেতে লাগিল। ওতারে জাহাজ হৈতে, চলেন খুসকির পথে এক শহরেতে যে পৌছিল॥ দেখিল তালাব এক, চলিল সেখানে নেক, আড়াতে দরক্ত এক আছে। সেই দরক্তের তলে, একজন চিন্তা হালে, বসিয়াছে গেল তার কাছে॥ দেখেন তাহার তরে

মুখে হায় হায় করে, নয়নেতে আছু চলে এয়ছা। বার্ষাতে বরষে পানি, ভরে যেন চারি কানি, গঙ্গা যমুনাতে পানি যেয়ছা॥ দেখিয়া তাহার তরে, পুছিলেন কি খাতেরে, কান্দ তুমি হৈয়া জারে জার। শুনিয়া কহিল সেই, যে কারণে কান্দি ভাই, বসো তুমি কহি সমাচার॥ মাহালম বসেসেথা, সেজন কহেন কথা মোর ঘর বলখ সহরে। নাম মোর মেহেরওার, আছি আমি ছওদাগর; যেতেছিনু তেজারত কোরে॥ সাত দিন আজি হৈল; যত লোক সঙ্গে ছিল; আছে এই শহরের বিচে। আমি এতালাব ধারে; আইনু যে ফিরিবারে; খাড়া হৈনু এই গাছ নিচে॥ দাসী বান্দি লৈয়া সঙ্গে এক বিবী নানা রঙ্গে; আইলেন গোছল করিতে। তার রূপ দেখে আমি, বেহোস হইনু নামি মদন কন্দর্প বিরহেতে॥ আসিয়া গোছল করে তাকাইয়া মোর পরে আড় চক্ষে আমার খাতিরে। তালাব ভিতরে গিয়া, দেখে বিবি দাড়াইয়া মোর তরফেতে নেগা করে আপনা নাকের সেই, বেসর দেখাইয়া তাই তাতে এক আইনা রেখেছে। এমন ঝলক তাতে, নাহি দেখি জাহানেতে, হেন চিজ নাহি কার কাছে॥ তাহারে লইয়া বিবী আপনা চেহরার খুবি করা ইল মোর দরশনে। ফের এক ফুল লিয়া মুখেতে চুম্বন দিয়া আপনার ছোয়াইল কানে॥ এহাল দেখিয়া তার দেলে হৈনু জারে জার কার তরে পুছি এই বাত। কিছু না বুঝিতে পাই বেহোস হইয়া যাই বিবী চলে গেল দাসী সাথ॥ তাহার ছুরত ছবি আকাশেতে যেন রবি ভুলিতে না পারি এক জারা। তারমুখ না দেখিলে মদন বিরহানলে জান না বাঁচিবে আর মেরা॥ এক কারখানা করে বিবী চলে গেল ফিরে কি ভেদ ইহার কহ ভাই। কেমনে তাহারে পাব না পাইলে জান দিব কহিনু যে মোর বাত এই॥ মাহালম এই চারত শুনে হইল হরষিত মনে মনে কহে এই বাত। এই বেছরের তরে ছওাল করেন মোরে ছুরতন্নেছা নেক জাত॥ এখানে বেসর পাব মতলব লইয়া যাব আল্লার হইলে মেহেরবানি। আবদুল মজিদ বলে খোদা যদি করে দেলে কাঙ্গালেরে করে সেই গণি॥

পয়ার।—হে এলাহী করমেরে আরো দাও শক্তি। দিবা নিশি থাকে যেন তবপদে ভক্তি॥ ছওদাগর কহে মাহে আলম শুনিয়া আশকের তরে মর্দ্দ কহে বুঝাইয়া॥ আপনা আক্কেল লৈতে কহে সওদাগরে। দেলদিয়া শুনভেদ বাতাই তোমারে॥ নাকের বেসর বিবী পহেলা নেকালে। থাকে সেই বিবী সদা আইনা মহলে॥ ফের ফুল লইয়া যে হাতে আপনার। গোল আন্দাম বিবী বলে নাম আছে তার॥ তার পরে ফুল যে চুম্বন দিল ফের। রুই খান্দা নাম আছে তাহার বাপের॥ ফের ফুল ছোয়াইল কাণে গোল আন্দাম। কাণ বলে আছে সেই শহরের নাম॥ এই শহরের বিচে আছে তার ঘর। আশক হইয়াছে বিবী তোমার উপর॥ আক্কেল তোমার বিবি জানার কারণ। দেখাইয়া এই হাল করিল গমন॥ তোমাকে যাবার লাগি করেছে এসারা। বলে দিনু যাও যদি দেল চাহে তেরা॥ ছওদাগর শুনে কহে না পারিব আমি। যেতে না পারিব সেথা নাহি গেলে তুমি। শুনিয়া সে মাহালম সঙ্গেতে চলিল। সেই শহরেতে দোহে যাইয়া পৌছিল॥ ওতরিল এক বুড়ি মালিনীর ঘরে। বাসা করে দিলবুড়ি দুই মোছাফেরে॥ খাওা পেওা করে দোন খোসাল হইয়া। সন্ধ্যা বেলা ফুল হার সেবুড়ি গাথিয়া॥ কহিল দোহার তরে ঘরে থাক তুমি। ফুল দিয়া আসি বিবী গোল আন্দামেরে আমি॥ মাহালাম শুনে যদি সে বিবার নাম কহিল বুড়ির তরে করিয়া ছালাম॥ এক হার ফুল আমি দিব যে গাথিয়া। দিবে তুমি পুসিদাতে গোল আন্দামে লিয়া॥ শুনিয়া মালিনী কহে দেহ তবে গেথে। ভাল হার হৈলে তবে নিয়া যাব সাথে মাহালম সেই বেলা মাঙ্গাইল ফুল। ছওদাগর হাল লিখে গাথিলেক ফুল॥ এমন গাথিল সেই ফুল এসারাতে। ছওদাগরের হাল জানে এই ভাতে॥ বড়ই আক্কেলে সেই ফুলকে গাথিল। বুড়ি মালিনীর হাতে সেই হার দিল॥ দেখিয়া ফলের হার বুড়ি ভাবে মনে। এমন যে জবা ফল গাথিল কেমনে॥ এই ফুল যাদ দেখে বিবী গোল আন্দাম। দিবে সেই মোর তরে বহুত এনাম

বড়ই খোসাল দেলে বুড়ি চলে গেল। গোল আন্দামেরে লিয়া ফুল হার দিল॥ সব ফুল দেখে বিবী চেনে সেই হার। মালুম করিল তার সব সমাচার॥ তালাবেতে যাহারে এসারা করে ছিনু। আসি য়াছে সেই মর্দ্দ ফুলেতে জানিনু॥ মনেতে হৈল খুসি বিবী গোল আন্দাম দেখিয়া মালিনী বুড়ি মাঙ্গিল এনাম॥ শুনিয়া সে গোল আন্দাম চুণ হাতে করে। মালিনা বুড়ির গালে এক চড় মারে॥ বাহির করিয়া দিল মহল থাকিয়া। চড় খেয়ে বুড়ি আইল কান্দিয়া কান্দিয়া॥ আপন মনেতে বুড়ি কহিতে লাগিল। এনাম বদলে চড় বক্সিস মিলিল॥ হাসি করে গোল আন্দাম দেখিয়া বুড়িরে। ঘরে ফিরে এসে কহে সেই মোছাফিরে॥ ভাল ফুল গেথে তুমি মেরা হাতে দিলে। দেখ বিবী চুণ চড় মারে মোর গালে॥ নেকা-লিয়াদিল বিবী বড়া গোস্বাহৈয়া। চড়খেয়ে পালাইনু কান্দিয়া কান্দিয়া॥ কি ফেরেব করে দিলে সেই হার বিচে। আর না যাইতে পাব আমি তার কাছে॥ দানা মোর মারা গেল তোমার কারনে গোজরান চলিবে বুড়া কালেতে কেমনে॥ শুনিয়া সে মাহালম কিছু তারে দিল। টাকা পেয়ে সেই বুড় মার ভুলে গেল॥ ছও-দাগর-পুছে বাত মাহলাম তরে। চুণচড় কেন মারে কহনা আমারে শুনিয়া সে মাহালম কহিতে লাগিল। তেরা আসিবার হাল জানিতে পারিল॥ চুণ চড় কেনে মারে কহি তার বাত॥ চান্দের উজালা হৈল চান্দনির রাত॥ যাইতে তোমার তরে করেছে বারণ। বড় বুদ্ধিমতি বিবি জানিনু এখন॥ মেহেরওার ছওদাগর শুনিয়া খোসাল। জানিয়া ভেদের বাত হইল নেহাল॥ এই রূপে কত দিন গোজারিয়া গেল। চান্দনি ডুবিয়া ফের আন্ধারি হইল॥ মাহা-লম কহে ফের সেই মালিনীরে। আজ এক বাত কহি তোমার হুজুরে॥ ফুল লিয়া গোল আন্দাম কাছে যাও আজ। শুনিয়া মালিনী বুড়ি হইল নারাজ॥ হার লিয়া সে দিনেতে আমি গিয়া ছিনু। এনাম বলিয়া গালে চুণ চড় খাইনু॥ আজি ফের যেতে কহ এ কোন বিচার। গেলে আমি ফের বিবী মোরে দিবে মার॥

মাহালম কহে বুড়ি শুন মোর বাত। আর না মারিবে তোরে কাহন্নু নেহাত॥ যদি তোরে এই বার মারে সেই বিবি। আমার নিকট হৈতে এনাম পাইবি॥ এনাম লালচে বুড়ি করিল কবুল। শুনিয়া সে মাহালম মাঙ্গাইল ফুল। এসারাতে ভাল মতে সেহার গাথিল॥ তেরা কাছে যাব আমি আন্ধার হইল॥ এত দুরে আসি আজি তেরা এসারাতে। গাথিয়া দিলেন হার মালিনীর হাতে॥ ডরেতে ওজুদ কাপে সেই মালিনীরে। বিবির হুজুরে যার অতি ধিরে ধিরে॥ বহুত দহসতে বুড়ি ফুল হার দিল। লইয়া ফুলের মালা চিনিতে পারিল॥ দিয়া সে ফুলের হার মালিয়ানী বুড়ী। মারের ডরেতে ফিরে আইসে তাড়াতাড়ি॥ দেখিয়া বুড়িকে বিবি কোন কাম করে। ঘসিয়া গেরির মাটি তার মুখে জোরে॥ সাত টীকা দিল তার মাথার উপরে। কাপড়েতে ছিটা দিল গেরু বহুতর॥ ডরেতে মালিনী বুড়ি ভাবে মনে মনে। এই হাল হৈতে এসেছিনু এই খানে॥ বাত চিত কিছু বিবি তারে না কহিল। আপনার ঘর হৈতে বিদায় করিল॥ কিছু নাই কহে বুড়ি সেথা বুরা ভালা। পেরেসান হালে ঘরে আইল সে বেলা॥ আপনার দেলে বুড়ি করেন বিচার। কিছু না মালুম হয় তার সমাচার॥ আপন ঘরেতে বুড়ি আসিয়া পৌছিল। মাহে আলমের তরে মুখদেখাইল কহিলেন মোর তরে এ হাল করিতে। ভেজে ছিলে তুমি মোরে বিবির সাক্ষাতে॥ মাহালম দেখে হাল হইল খোসাল। মাল মাত্তা দিল তারে করিয়া নেহাল॥ মেহেরওার পুছে বাত মাহে আলমেরে। মুখে বিবী গেরি কেন দিল মালিনীরে॥ মাহালম কহে বাত সেই ছওদাগরে। হায়েজেতে আছে বিবী যৌবন জুওারে এ কারনে যেতে বিবী করেছে বারন। সাত দিন বাদে তুমি করিবে গমন॥ গেরি মুখে দিল যে সে হায়েজ নেসানি। সাত টিকা সাত দিনে যাইবে আপনি॥ এবাত শুনিয়া মেহেরওার ছওদাগর। খোসাল হইল খুব মনে বহুতর॥ এই মতে সাত দিন গোজারিয়া গেল। মালিনীর তরে ফের কহিতে লাগিল॥ আজ এক হার ফের

তুমি লিয়া যাও। বিবির হুজুরে গিয়া তাকিদ পৌছাও॥ শুনিয়া মালিনী বুড়ি কহে দোহাকারে। হাত যুড়ি সেই বাত কহ মোর তরে॥ নাকর ভাবনা মাহালম কহেতারে। আর একবার যাও বিবির হুজুরে॥ এবার আইলে তোরে খুব দিব মাল। এতেক শুনিয়া বুড়ী হইল খোসাল॥ মাহালম ফুলের হার গাথিল এমন এইবার সব কাম বিবির যেমন॥ বড়ই খোসবন্দি হার করিয়া গাথিল। মালিনী বুড়ির হাতে পাঠাইয়া দিল॥ লইয়া মালিনী বুড়ি গেল তাড়া তাড়ি। যাইয়া পোছিল তার। গোল আন্দামের বাড়ী। থর থর করিয়া যে অঙ্গ কাঁপে তার। বড়ই দহশতে বিবীর হাতে দিল হার॥ লইয়া সে হার বিবি পারিল চিনিতে। সেতাব করিয়া বিবি কালি লিয়া হাতে॥ এমন তামেচা তারে মারিলেক মুখে। দুনিয়া আন্ধার বুড়ি নজরেতে দেখে॥ ফের বিবি তাহার গরদানে হাত দিয়া। খিড়কির দরওজা হৈতে দেয় নেকালিয়া॥ ইহাতে মালিনী বুড়ি কান্দে জারে জার। কহেন বিবির তরে না আসিব আর। কান্দিয়া কান্দিয়া বুড়ি আসে ধীরে ধীরে। যে বিতিল সব কথা কহেন দোহারে॥ দেল দিয়া মোর বাত শুন মোছাফির। হইল এমত হাল তোমার খাতির॥ কি রকমে কেমন দিলে গেথে ফুল হার। চুণ কালি চড় গালে আমি খাই মার॥ দেখিয়া বুড়ির গোশ্বা সে মাহে আলম। বহুত দেলেসা করি দেয় তারে দম॥ না হইবে গোশ্বা বুড়ি আমার উপর। আমার কারণে দুঃখ নিলে বহুতর॥ বহুত এনাম দোহে মালিনীরে দিল। এনাম পাইয়া বুড় মার ভুলে গেল॥ মেহেরওার ছওদাগর এহাল দেখিয়া। মাহে আলমের তরে পোঁছেন ডাকিয়া॥ কেমন হাল হবে ভাই বল দেখি মোরে। বে-কছুরে মার বুড়ি খায় বারে বারে॥ চুন দিল গেরি দিল আর দিল কালি। নাহক খেয়াল খাম তুমি কর খালি॥ শুনিয়া সে মাহালম কহে ছওদাগর। দানাই অকুফ বুদ্ধি কিছু নাহি তোর। আওরতের মক্কর চক্কর জান নাই। মরদ হইয়া কান্দ কেমন দানাই॥ কালি চড় মারে আজ মালিনীর গালে। আ-

ক্ষেরা হৈয়াছে তুমি যাবে রাত্ত কালে॥খিড়কির দুয়ার দিয়া নেকালে যে তারে। সেই পথে যাবে তুমি বিবীর হুজুরে॥ শুনিয়া যে মেহেরওার হইল খোশাল। গঞ্জের সিন্দুক যেন পাইল কাঙ্গাল॥ ভাবিতে ভাবিতে দিন গোজারিয়া গেল। অর্দ্ধ রাত্রে মাহালম তাহারে কহিল॥ এই বেলা চলে যাও বিবীর হুজুরে। মিলিবে তাহার সাথে খোসাল অন্তরে। শুনিয়া সে মেহেরওার চলিল তখন। বিবার বাড়ীর কাছে দিল দরশন॥ এথানে বসিয়া বিবি দেলে ২ ভাবে। রাত হৈল ছওদাগর এখনি আসিবে॥ আপনি সাজিয়া বিবী কোন কাম করে। এক হামজুলি দাসী আনিল হুজুরে॥ আপনা সাজের মত তারে সাজাইল। দু-পালঙ্ক এক বরাবর বিছাইল॥ মশারি ফেলিল সেই পালঙ্ক উপর। রওসনি করিল খুব ঘরের ভিতর দু-পাসঙ্ক দু-তরফে রাখিয়া যতনে। পালসোজ চেরাগ রাখিল বিচ খানে॥ বেছর আইনা সেই বিবির নাকের। রাতেতে উজালা যেন চান্দনি চাদের॥ এমন তাহার জোত বাহার বেছর। দেখা যায় জমিনেতে পানির নহর॥ বিবী বান্দি শুইলেক সেই দুই খাটে। চেরাগ জালিয়া রাখে পালঙ্ক নিকটে॥ মেহেরওার ছওদাগর দুয়ারেতে গিয়া। চোরের মাফিক সব দেখে তাকাইয়া॥ আইনার জোত যেমন পানির নহর। ডরিয়া তাহার পাও না রাখে ভিতর॥ ছওদাগর বুঝে দেলে এই সব পানি। রাখিল ইহাতে পাও ডবিব এখনি॥ থাকুক বিবির দায় না যাব ভিতরে। করিল তদবির মোরে মারিবার তরে॥ এত্তেক ভাবিয়া মনে ফিরিয়া আইল। মাহে আলমের তরে কহিতে লাগিল॥ মারিতে ফিকির তুমি আমারে করিয়া। বিবির হুজুরে মোরে দিলে পাঠাইয়া॥ পানির নহর তার ঘরে চারিওর। কাহার তাকত আছে যাইতে ভিতর॥ শুনিয়া সে মাহালম কহে সওদাগরে। হাজার লানত তেরা আক্কেল উপরে॥ আইনা বেছর যেই নাকেতে বিবির। জ্যোতিতে নহর তার যেমন পানির॥ আক্কেল বুঝিতে তেরা করিয়াছে বিবি। বে-ধরক বিবির কাছে যাওনা সেতাবী॥ শুনিয়া সে মেহেরওার তখনি চলিল। বিবির মহলে

তবে যাইয়া পৌছিল ॥ খোসাল হইয়া মর্দ্দ অন্দরেতে যায়। দু-পালঙ্গ আছে সেথা দেখিবারে পায় ॥ তাহার বিচেতে এক চেরাগ যে জ্বলে। কোন খাটে যাবে সেই ভাবে দেলে দেলে ॥ বহুত খেয়াল করে দিশা না পাইল। সেখান হইতে ফের ফিরিয়া আইল ॥ যাইয়া পৌছিল মাহে আলম হুজুরে। কহিল খাটের বাত একে একে তারে ॥ মাহালম কহে ভাই শুন সওদাগর। যাইয়া দেখিবে সে চেরাগ বরাবর ॥ এস্তাল খাড়া আছে সেই চেরাগেতে। থাকিবেক সে খড়কে যেই তরফেতে ॥ সে তরফে সে খাটেতে বান্দি শুয়ে আছে। তাহারে ছাড়িয়া তুমি যাবে বিবির কাছে ॥ আক্কেল বুঝিতে তব করে এই কাম। বড় বুদ্ধিমতি হয় বিবি গোল আন্দাম ॥ শুনিয়া সে মেহেরওার সেথা চলে গেল ॥ বান্দিকে ছাড়িয়া বিবির খাটেতে শুইল ॥ মেলামেলি হইল সে দোহে বহুতর। আশক মাশুক দোন খোসাল অন্তর ॥ ফুলেতে ভোমরা যেন উড়ে বসে সুখে। মধ্ মধ্যে মাছি যেন আগুলিয়া থাকে ॥ প্রেম রঙ্গে মাতে দোহে কহিতে না পারি। রাধা সঙ্গে সাজে যেন কৃষ্ণ বংশীধারি তেমন হৈল তার সংসারী বেভার। ঢলাইয়া দিল দোহে প্রেমের খুমার ॥ দোহার মনের কলি প্রফুল্লিত হৈল। মদন বিভোল প্রেম সাগরে ডুবিল ॥ আষদুল মজ্জিদ কহে প্রেমের কাঙ্গালী। পদে হিন্দি আছে সাদা নাহিক বাঙ্গালী ॥

ত্রিপদী।—যত মেলামিলি হৈল, কেহ না জানিতে পাইল, রাত যবে হইল আখির। বিবি কহে মেহেরওারে, এক বাত কহি তোরে এবে তুমি যাও না বাহির ॥ শুনে মেহেরওার কহে, দেল তেরা যাহা চাহে, কহ বিবি আমার হুজুরে। যে বাত কহিবে তুমি, কবুল করিব আমি, আমি তেরা হুজুরে মজুর ॥ শুনিয়া তাহার বাত, জুড়িয়া যে দোন হাত, মেহেরওারে কহে গোল আন্দাম। যত এ চরিত্র কৈনু, খুব মতে বুঝা পাইনু, তোমা বুদ্ধি নহে এই কাম ॥ মেরা পাশে এস তুমি, তেরা কাম নহে নামি, আর কেহ সঙ্গি আছে তেরা। বড় সেই বুদ্ধিমান, নিতান্ত চালাকি জ্ঞান,

থাকিবেক জানে দেল মেরা ॥ শুনিয়া কহেন সেই, রাস্ত বাত বটে এইঁআছে মোর সঙ্গি একজন। জানে সেই রসরঙ্গ, তবেহৈনু তেরা সঙ্গ, মিলিনুযে তাহার কারণ॥ বিবি কহে মেহেরওারে মিলাইল দোহাকারে, এমন নেক জাত মর্দ্দ সেই। তাহার খাতির করা, উচিত হৈল মেরা, দিব তারে কি মত মিঠাই ॥ মিলন মিঠাই লিয়া তুমি তারে দাও গিয়া তারপরে হবে মোলাকাত। তুমি হাতে লিয়াযাও মিঠাই তাহারে দাও এয়াদ রাখিয়া এইবাত ॥ না কহিবে নাম তুমি মিঠাই দিয়াছি আমি আপনার নাম কহি দিবে। কহিবে আমার তরে বিবি দিল খাইবারে দিয়াছিল এনে দিনু তবে॥ এবাত তাহারে কৈল মিঠাই আনিয়া দিল বিবি তাহে বিষ মিলাইয়া। বড়ই হরিষ দেলে মিঠাই লইয়া চলে মাহে আলমেরে দিল লিয়া কহে খুসি হৈয়া সেই তোমার খাতেরে এই, বিবি সাথেহৈল মিলন মিলনমিঠাই এই,আনিয়াছি খাও ভাইহাতে লিলমিঠাইতখন॥মাহে আলম করে পিয়ায় মিঠাই লইয়া তার এক কুত্তা আগে দিল লিয়া মিঠাই খাইয়া কুত্তা না রহিল তার বুতা সেই খানে রহিল মরিয়া আক্কেল দানাই খুব করিয়া আপন হুব কহে মেহেরওার সওদাগরে আমারে মারিতে সেই দিয়াছিল এ মিঠাই জহর আলুদা এতে করে॥ পুছে ছিল গোল আনন্দাম, কহিল যে মোর নাম, কাজে এই বাত জানাগেল। কি কাম করিলে ভাই নাম শোনে মোর সেই আক্কেল বুঝিতে দিয়াছিল ॥ এক বাত কহি আমি কর গিয়া আজ তুমি দেলে ডর কিছু না করিয়া। যখন নিরালা সাথে খুসি হৈয়া মহব্বতে সারাব কাবাব দোন খাইয়া॥ একদারু দিবতোরেমিলাইয়া সরাবেতেমহব্বতেদিবেপিলাইয়া। খাইয়াবেহুসদারুহবেযেনমরাগরু গহনাগাটিলিবেওতারিয়া॥করিয়াযেআলিঙ্গনরসরঙ্গেদুইযনমহব্বতের আছেযেই কাম। এক লোহা জ্বালাইয়া দিবেদাগ চড়াইয়াজানুবিচে পুসিদা মকাম ॥ গহেনা গাটী লিয়া তার সেখান হইতে পার চলিয়া আসিবে কাছে মেরা। একাম করিলে ফের মতলব মিলিবে ঢের জাহেরা মিলন হবে তেরা॥ এই মতে বুঝাইয়া বেহুসির দারু লিয়া

রাত কালে চলিল সেখানে। যেমন সে কহে ছিল সেইরূপ সে করিল মত্ত হৈল দোহে আলিঙ্গনে॥ জেওরাত তার লিয়া লোহার এক দাগ দিয়া সেখান হৈতে চলে আইল। বেছর আইনা আর জেওরাত যত তার মাহে আলমেরে এনে দিল॥ মাহে আলম হরষিতে, বেছর লিলেন হাতে, বিবির ছওাল ছিল সেই। মতলব আপনা লিয়া, কহে তারে খুসি হইয়া শোন এক বাত মেরা ভাই॥ আমি হব যোগি জাত তুমি হবে চেলাসাত মড়া শশ্মানেতে দোন যাব। করাইব গুন জ্ঞান জাগাইব সে শস্মান, আমি সেথা বসিয়া রহিব॥ জেওরাত তার লিয়া বাজারেতে তুমি গিয়া, বেচিবে যে সোনারের তরে। যদি কেহ তোরে ধরে কহিবে তাহার তরে দিয়াছেন মোর গুরু মরে॥ করিয়া বিচার এই চলেন শস্মানে দুই সেখানেতে শোহরত হইল। আসিয়া বিবির ঘরে কোন জন চুরি করেজেওরাত সব লিয়া গেল॥ মা বাপ শোনিলহাল চুরি গেল বেটির মাল ঢেড়রা ফেরায় মুল্লুকেতে। সে চোর ধরি যেই এনাম পাইবে সেই সাবুদ হইলে বামালেতে॥ এথানেতে মেহেরওার; চেলা হইয়া খুব তার, গহনা লিয়া বাজারেতে যায়। সোনারে যে দেখাইল, সোনার হাতেতে লিল, চিনিয়া বিবির গহণা পায়॥ বামাল ধরিয়া সেই, সে বিবির বাপ যেই তার কাছে ধরে লিয়া গেল। দেখিয়া বিবির বাপ, মনে বড় পেয়ে তাপ, ধমকাইয়া পুছিতে লাগিল॥ দেখিয়া এ হাল চেলা, তারে কহে সেইবেলা আমি কিছু চুরি করি নাই। মোর এক গুরু আছে, আছেন শশ্মান বিচে, মোরে দিয়াছেন তাই পাই॥ শুনিয়া তাহার বাত, লোক ভেজে সাথে সাথ, মাঙ্গাইল শ্মশানের যোগা। কহিল যোগীর তরে, মোর ঘরে চুরি করে, চেলা তোর হইয়াছে দাগি॥ তেরা নাম কহে সেই যত মাল ধরা এই, দিয়াছ যে তুমি তার হাতে। ধরা গেল সেই মাল, ইহার কি করি হাল, কহ তুমি আমার সাক্ষাতে॥ হইয়া কামেল যোগী, কর এই কাম দাগি, জাহেরাতে নাম যোগী গিরী। ডাকুর করিয়া কাম, যোগী জাতে বদনাম, মিথ্যা যে বলাও

জটাধারী॥ শুনিয়া কহিল যোগী, আমি নাহি চোর দাগি, ঠীক বাত কহি তোর তরে। একিন জানিবে তুমি, স্মশানে বসিয়া আমি, যোগ করি যোগী ভবানীরে॥ সেখানেতে এক বেটা, ওম্মরেতে অতি ছোটা, মরিয়া স্মশানে পড়ে ছিল। আপন আপন হাত, ধরিয়া ডাইন জাত, আসিয়া যে সেখানে পৌছিল॥ যে লাড়কা পড়িয়া ছিল; তারে উঠাইয়া লিল, সেই সাত ডাইন বজ্জাত। এক ছুরি নেকলিয়া, তাহার চিরিল হিয়া, আপনারা হৈয়া এক সাথ॥ কলেজা সে ছাওালের, করি নিল যে বাহের, আনন্দে খাইল সাত জন। আমারে না দেখে কোই; ডাকিয়া কহিনু মাই, খাড়া রহ দেখিব কেমন॥ শুনিয়া আমার বাত, ভাগিল ডাইন জাত, ছয় জনা পালাইয়া গেল। এক জনে ধরে লিনু, খুব তারে মার দিনু, তবে সেই কান্দিতে লাগিল॥ কহে ছেড়ে দেহ তুমি, শুন ওহে যোগী নামি যেমন কৈনু তেমনি পাইনু। দেখিয়া তাহার হাল; ছেনাইয়া লিনু মাল, জাঙ্গেতে চিমটার দাগ দিনু॥ চুরি আমি করি নাই, ঠিক বাত কহি এই, কার জাঙ্গে দাগ দেখ তুমি।;সাবুদ না হৈলে বাত, সাজা দেও হাতে হাত, এই বাতে রাজি আছি আমি॥ শুনিয়া বিবির বাপ ঠাণ্ডা হৈল তার তাপ, মুল্লুকেতে খুব তল্লাসিল। তল্লাসিয়া না পাইয়াবেটিরমহলে গিয়া জাঙ্গখুলে দেখিতে পাইল॥ দেখিয়া বেটির দাগ, বহুত লৈহ রাগ, নেকালিয়া দিল দেশ হৈতে। যত তার মাল ছিল যোগীকে শুপিয়া দিল বড়ই সরম হৈল তাতে॥ যোগী চেলা দুই জন খোসালিত হৈয়া মন সেথা হৈতে বিদায় হইল। পথেতে আসিয়া তার, গোল আন্দাম নামজার, তার সাতে মোলাকাত কৈল॥ সে বিবী দেখিতে পায় সরমিন্দা হইয়া যায়, কহে বাত মাহে আলমেরে। বুঝিনু যে আপে বারি তব ঘটে দয়া করি এত বুদ্ধি দিয়াছে তোমারে॥ সাবাস আক্কেক তোর গোম হৈল বুদ্ধি মোর. এমন দানা না দেখি না শুনি। কতেক দানাই কিয়া কিয়া সওদাগরে মিলাইয়া কত দুঃখ উঠালে আপনি॥ ডাইন করিয়া দেশে নেকালিয়া দিলে শেষে মোর বুদ্ধি মতে মেলে ফল

যাব সওদাগরে লিয়া, রহিব মুলুকে গিয়া, তুমি জান বড় বুদ্ধি কল সওদাগর লিয়া তারে, রহিল আপন ঘরে, দু-জনার মতলব হাছিল সে দোহে চলিল সেথা, মাহালম চলে হেথা, কিস্তি কাছে হইল দাখিল॥ ছওার হইয়াচলে, কতদিকেদ্বীপমিলে,অছেযেথা সে সাহে আলম। কিস্তি হইতে উতারিয়া দোস্তের নজদিগে গিয়া, কহে তবে সে মাহে আলম॥ যত কিছু গোজারিল, একে একে শুনাইল আনিয়াছি বেছর আইনা। বিবীর ছওাল দুই, বহুত মুস্কিলে পাই, এক বাকী না কর ভাবনা॥ এলাহী করিলে তেরা, মতলব হইবে পূরা, থোড়া দিন থাক এন্তেজার। দেখিয়া বিবির মুখ, যাবে তেরা সব দুখ, নাম হবে সংসারে আমার॥ বহুত দেলেসা দিল, চেএন বান্নুরে কৈল, বিনয় হৈয়া চলে যায়। যাইতে যাইতে বনে মাহালম কত দিনে, মহরূম নগরে গিয়া পায়॥ বিবির মহলে গিয়া, দরওানীকে দেখা দিয়া, কহে কহ বিবির হুজুরে। দোছরা ছওাল লিয়া, মাহালম যে আসিয়া, খাড়া আছে তোমার দুওারে দরওানী চলিয়া গেল, বিবিকে খবর দিল, শুনেবিবি হইল খোসাল হুকুম করিল তারে, বোলাইয়া আন ঘরে, কেমন আনে দোছরা ছওাল॥ দরওনী ডাকিয়া লিল, বিবির নিকটে গেল, দিল তারে আয়েনা বেছর। বেছর লইয়াহাতে, কহে বিবি খোসালিতে, আর এক ছওাল বাকী মোর॥ এমন না দেখি আমি, দুনিয়া বিচেতে তুমি, এমন বুদ্ধিমান কেহ নাই। আনিলে ছওাল মোর, সাবাস হেম্মত তোর, আক্কেল ওকুফ ও দানাই॥ মাহে আলমের তরে, বহুত তারিফ করে, খেলায় পেলায় খুবভাত। মাহালম কহে তারে তেছরা ছওাল মোরে, বোঝাইয়া কহ নেক জাত॥ শুনিয়া কহেন বিবি, দেখিয়া তাহার খুবি, চারি রোজ কর তুমি দের। আরাম করিলে তুমি, ছওাল করিব আমি, মান্দেগী ছুটিলে যবে ফের॥ শুনিয়া মানিয়া লিল, চারিদিন সেথা রৈল, বিবিথাকে বড়ই হরষে আবদুল মজিদ বলে, মর্দ্দামী যাহার দেলে, সেকি ঘরে চায়েনেতে বসে॥

গান ॥

ছওাল কর বিবি জান ছওাল কর বিবি জান।
আশক বেচারা মারা পড়িল নিদান ॥

বিদেশে টাপুর বিচে, একেলা পড়িয়া আছে, ছুরত নয়ন তব মারিয়াছে বাণ। মেহের করিয়া তারে বাচাও পরাণ ॥ বাকি কি ছওাল আছে, কহ বিবী মোর কাছে, যদি পুরা করে মোর মালেক ছোবহান ॥ তবেত বাচিবে তব আশক নিদান ॥ ছওাল পুরিবে যবে, আশক মতলব পাবে এ দুক্ষেতে হবে সুখ, পাইবে আছান নহে সে মরিবে আমি তেজিব পরাণ ॥

ছুরতন্নেছা বিবীর তেছরা ছওাল।

পয়ারছন্দ।—এইরূপে চারদিন গেল গোজারিয়া। মাহালম বিবি আগে কহে বুঝাইয়া ॥ দেরি নাহি সহে মোর করনা ছওাল। মারা যায় দোস্ত মোর আশক বেহাল ॥ ছুরতন্নেছা বিবি কহেন শুনিয়া তেছরা ছওাল এই শুন দেল দিয়া ॥ জেনের বাদশা কোথা আছেন মুলুকে। ছাদক মনির নাম বলে যে তাহাকে ॥ তাহার হাতেতে আছে এক যে অঙ্গুরী। কুদরত হইতেজান গঠন তাহারি দুনিয়াতে নবী ছোলেমান জবে ছিল। সেই অঙ্গুরী নবী তাহাকে বক্সিল ॥ বলে ছিল খুব হেফাযতেতে রাখিবে। কখন নজর ছাড়া নাহিক করিবে ॥ নজর বক্সিস পেয়ে ছাদক মনির। জমিন চুমিয়া লিল আংটীর খাতির ॥ বড় হেফাজতে সেই রাখেন তাহারে কাহার তাকত আছে কে দেখিতে পারে ॥ তাহার তারিফ তবে শুন দেল দিয়া। রাখিবে সে আঙ্গটী যেবা হাত পরে দিয়া ॥ যেই বাত পুছে আঙ্গটী কহে সেই বাত ॥ হুকুম করিলে কাম করে যে নেহাত ॥ যার হাতে থাকে সেই কাম করে তার। রহে জিন্নিয়াত তাবে আঠার হাজার ॥ হুকুম করিলে সেই আঙ্গটীর তরে। ইঙ্গিতে পাহাড় আদি এনে দিতে পারে ॥ যে কামে লাগাবে তারে সেকাম করিবে। হুকুমের দেরি যাহা কহিবে করিবে ॥ সে অঙ্গরী যদি এনে দেহ মোরে। আশক পাইবে কাম খালাসি তোমারে ॥ যখন

কহিল সেই ছওালেরে বিবী। সেমাহে আলম শুনে উঠিলসেতাবী বিবির নজীদক হৈতে বিদায় হইল। লইয়া আল্লার নাম চলিতে লাগিল॥ কি করিব কোথা জাব সে মুল্লুক কোথা। কেবা মোরে লিয়া পৌছাইয়া দিবে সেথা॥ জেন কি মানুষ কভু দেখিতে না পায়। আমি কেমনে করিব তাহার উপায়॥ আক্কেল ইহাতে কিছু কাম নাহি করে। কেমনে আনিব আমি যাইয়া তাহারে॥ সেহজেন আমি হই আদম ছুরত। যদি মেলাইয়া দেয় সেই পাক জাত॥ তবেত হাছেল হবে মুস্কিলের কাম। নহেত আখেরে আমি হইব বদনাম॥ আপনা আপ.ন সেহ দেলকে ছমঝায়। পাহাড় জঙ্গল বিচে চুড়িয়া বেড়ায়॥ কত দিন বাদে গেল দরিয়া কেনারে। কেম নেতে পার হব দেলেতে বিচারে॥ কিছু নাহি দিসা পায় করে মোনাজাত। মেহের করিল তারে কাজিওল হাজাত॥ দেখিল আজিমগাছ দরিয়ার কুলে। আছেসেই ময়দানেতে ছায়াদার ডালে তার পরে ছিল এক ছিমরগ জোড়া। বাসাকরে আছে তারা হাতি হৈতে বড়া॥ সে বাসাতে এক জোড়া বাচ্চা হইয়াছে। মা বাপ আহার তার আনিতে গিয়াছে॥ নর মাদা গেছে তার আহার আনিতে। কুদরত এলাহী এবে বোঝনা দেলেতে॥ বার বৎসরেতে এক জোড়া বাচ্চা হয়। সে বাচ্চাকে এক আজদাহা খেয়ে যায়॥ মাতা পিতা তার সমাচার নাহি জানে। আসিয়া ভাবেন দোহে বাচ্ছারা নাই কেনে॥ বহুত আফছোছ দোহে দেলে বিন্দে রয় বার বৎসরেতে ফের এক জোড়া হয়॥ সে দিনেতে আজদাহা আসিয়া পৌছিল। বসে ছিল মাহালম দেখিতে পাইল॥ পাহাড় সমান আসে উঠাইয়া শির। সে দুই বাচ্ছাগণে খাবার খাতির॥ আসিয়া পৌছিল যদি গাছ বরাবর। সেই দুই বাচ্ছা দেখে করে বড়া সোর॥ চাহে কি সে বাচ্ছা খেতে গাছ পরে যায়। দেখিয়া সে মাহালম উঠিয়া দাড়ায়॥ আপনার হাতেসেই খেচিয়া তলওারে লইয়া আল্লার নাম উঠাইয়া মারে॥ এমন জোরে মারে তলওারের ধ্বনি। আজদাহা দুখান হৈয়া গিরিল তখনি॥ মারা গেল যদি

সেই আজদাহা বেইমান। এলাহী বাচায় দুই বাচ্ছাদের জান॥ প্রানদান পায়যদি সে বাচ্ছাগণ। দেখিল আজদাহা মৈল মনে মন॥ মোদের রাখিল জান এই মোছা ফির। মা বাপে কহিব কিছু ইহার খাতির॥ মারিয়া সে মাহালম ভাবে মনে মনে। সে দোহে আহার লিয়াপৌছিলসেখানে॥দুইবাচ্ছাবেচে আছে নজরেদেখিল। তাজ্জব হইল তারা কেমনে বাচিল॥ আল্লার দরগায় করে শোকরানা হাজার। বাচ্ছাকে খাওাতে যায় লইয়া আহার॥ দেখে যে বসিয়া আছে নিচে মোছাফির। আপনাদেলেতে দোন করেন ফিকির॥বার বৎসরেতে যবে বাচ্ছা জন্ম হয়। এই দুই বাচ্ছা মোর লইয়া পালায় বিচার করিল দোন মারিবার তরে। চাহে কি সে দোন মারে সে মোছাফিরে॥ আল্লার দরগায় বাচ্ছা করে মোনাজাত। আমারে কহিতে বাত দেহ পাক জাত॥ মুখ খুলে দেহ মোর এলাহী এখন। খুলে দিল মুখ আল্লা বাচ্চার তখন॥ কহে শুন মাতা পিতা মোর বাত ধর। এই মোছাফিরে কেন বে-কছুরে মার॥ আমারে লইতে কিছু আসে নাই এই। পড়ে আছে নিচে দেখ নিতে আসে যেই॥ আমারে এ আজদাহা খেতে এসে ছিল। এই জন মোছা-ফিরে তাহারে মারিল॥ মারিয়া তাহারে সেই রাখে মোর জান। উহার পায়েতে মোরা হই যে কো রবান। না মারিওং কহি বারে বার। শুনিয়া সে দুই পক্ষী করেন বিচার॥ আজদাহা মারিয়াছে দেখিবারে পায়। বহুত খুসিতে মোছাফিরে কাছে যায়॥ কহিতে লাগিল বাত শুন মোছাফির। করিয়াছিগোনামাফ করনা তকছির বহুত মিনতি করে কদমে লোটায়। যেই মেয়া এনে ছিল খেতে দিল তায়॥ চার পাচ দিন সেই ভুকা ফাকা ছিল। খাইয়া অনন্দে মেওা আছুদা হইল॥ খাইয়া সে মাহালম ভাবে মনে মনে। এমন সুন্দর মেওা আল্লা রাখিয়াছে বনে॥ দুই পক্ষী কহে ফের মাহে আলমেরে। কেন হেথা আসিয়াছ কহনা আমারে॥ কত দিন হই য়াছে আমাদের হুস। এখানেতে দেখি নাই কখন মানুষ॥ শুনিয়া সে মাহালম সব বাত কহে। সে দোন শুনিয়া বাত তাজ্জবেতে

রহে ॥ কহিতে লাগিল যেন এখানেতে কোথা। কেহ না জানিতে পারে থাকে যেন যেথা॥ নাহক খেয়াল তুমি আঙ্গুটিরকর। ফিরিয়া যাহনা ঘরে মোর বাত ধর ॥ অকারণে জীবন তুমি হইবেক হারা কখন ফিরিয়া জান না আসিবে তেরা॥ শুনিয়া সে মাহালম কহে তরে বাত। যদি থাকে আল্লা নেঘাবান মেরা সাথ ॥ তবে কি মারিতে পারে নাহি করি ডর। শুনিয়া সে দুই পক্ষী হইল কাতর কহিতে লাগিল ফের শুন মোছাফির। গমগিন বসে আছ কিসের খাতির ॥ মাহালম কহে তারে শুন পক্ষীগণে। পার হইয়া যাই আমি দরিয়া কেমনে ॥ শুনিয়া সে দুই পক্ষী হৈল মেহের বান কহিতে লাগিল শুন বিদেসী জওান ॥ আমাদের পরে তুমি করিয়াছ নেকি। বহুত আফছোছ হইল তব হাল দেখি ॥ আপনা আখেতে পটি বান্ধনা কসিয়া। আমার পিঠেতে বৈস মজবুত হইয়া লইয়া যাইব সাত সমুদ্রের পার। সেথা গেলে পাবে আঙ্গুটীর সমাচার ॥ মাহালম এই বাত যখন শুনিল। আখেতে বান্ধিয়া পটি পিটেতে বসিল ॥ আল্লা রছুলের নাম ভাবিয়া অন্তরে। মজবুত হইয়া বৈসে পিঠের উপরে ॥ উড়িয়া চলিল পক্ষী সেখান হইতে। যাইয়া পৌছিল সাত দিন রাতে ॥ উতারিয়া সেই খানে কহিতে লাগিল। তোমার আখের পটি সেতাবিতে খোল ॥ শুনিয়া সে মাহালম খুলিল তখন। আল্লাকে করিল ছেজদা লাগাইয়া মন ॥ এগারো রোজের ফাকা বড়ভুক লাগে। কহিতে লাগিল সেইদোন পক্ষী আগে ॥ কি খাইব এখানেতে কিছু নাহি সাথে। কিছু খাই বার আন বাচি যেই মতে॥ শুনিয়া সে দুই পক্ষী কোন কাম করে মাদা রহে নর গেল মেওা আনিবারে ॥ ঘড়ি বিচে কত মেওা আনিয়া সে দিল। খাইয়া সে মাহালম আছুদা হৈল ॥ আল্লার দর গায় খুব করিল শোকরানা। আপনা দেলেতে ফের করেন ভাবনা পার হয়ে আইনু দুই পক্ষীর জোরেতে। ফের পার হয়ে আমি যাব কি ছুরতে ॥ বড়ই গমগিন হালে কান্দিতে লাগিল। দেখিয়া এ হাল পক্ষী তাহারে পুছিল ॥ কি কারনে কান্দ তুমি কর হাহাকার

এ সাত সমুদ্র আমি করে দিনু পার॥ শুনিয়া সে মাহালম কহেন তাহারে। যত মেহেরবানী তুমি কৈলে মোর পরে॥ যবতক থাকিবে যে আমার জীবন। আদায় করিতে আমি নারিব কখন॥ এই কথা লাগি আমি কান্দি জরে জার। ফের এ দরিয়া আমি কেমনে হবো পার॥ শুনিয়া সে দুই পক্ষী বড় মেহের হর। আপনার দুই পর ওখাড়িয়া দেয়॥ কহিল ইহারে তুমি রাখ সামালিয়া যেই দিন তুমি ফের আসিবে ফিরিয়া॥ এই দুই পর তুমি রাখিবে আগুনে। জ্বলিলে খবর হবে মোদের সেখানে॥ তখনি আমারা দোন আসিয়া পৌছিব। এখান হইতে তোর তরে নিয়া যাব॥ শুনিয়া সে মাহে আলম বিদায় হইল। পক্ষীর সে দুই পর বান্ধিয়া রাখিল॥ সেই দুই পক্ষী ফের হইল বিদায়। সেখান হইতে মাহালম চলে যায়॥ আবদুল মজিদ কহে ভেবে আলমিন। মেহের করিবে আল্লা হিছাবের দিন॥

ত্রিপদী।—মাহালম সেথা হইতে, চলিয়া চলিয়া পথে, বিয়াবান জঙ্গলে পৌছিল। আজিম দরক্ত এক, তারতলে গেল নেক কালো এক বিল্লিকে দেখিল॥ সে গাছের জড় বিচে, বড় এক গার আছে সে খন্দকে সে বিল্লির শির। আছে তাতে আটকিয়া, শির বন্দ তাতে হৈয়া, কোন রূপে না হয় বাহির॥ দেখিয়া তাহারে নামি দেলে বড় করে গমি, না হক এ বিল্লি মারা যায়। তাহার নিচেতে গিয়া, কাটে ডাল ঝুকাইয়া, বাহির করিয়া দিল তায়॥ এহাঁল দেখিয়া পুষি, দেলে হৈল বড় খুসি, মাহে আলমেরে দোওা দিল মাহালম পোছে তারে, শিরতব কি খাতেরে, গার বিচে আটকিয়া ছিল॥ কহিতে লাগিল বিল্লি, শুন ভাই তোরে বলি, এক চুহা দেখিয়া নজরে। বহুত ফিকির কৈনু, ধরিতে যে না পারিনু, গেল সেহ গাছের কোঠরে॥ ধরিতে না পাইনু যবে, সে খন্দকে শির তবে আটকিয়া রয়ে গেল শিরা। খালাস করিলে তুমি, বাহির হৈনু আমি, বড় মেহেরবানী হৈল তেরা॥ শুনিয়া বিল্লির বাত, গায়েতে ফিরায় হাত, হাসিতে লাগিল তারে দেখে। বিল্লি পোছে কহ

নামি, কোথা হইতে আইলে তুমি, মোর তরে কহ একে একে ॥ শুনিয়া তাহার বাত, একে২ সারা বাত, কহিলেন বুঝাইয়া শামি শুনিয়া সে বিল্লি কহে, মোর দেল এই চাহে, তব সঙ্গে সঙ্গে রব আমি ॥ সে বিল্লিকে সঙ্গে নিয়া, যায় মর্দ্দি নেকালিয়া, চলিয়া২ কত দুরে। দেখে এক কালা সাপে, পক্ষীগণ মনস্তাপে, সবে মিলে তার তরে মারে ॥ যতেক সারস পক্ষী, সাপকে না ছাড়ে দেখি, খাইবার তরে মন ছিল। সে মাহে আলম তারে, ডাকিলেন খুব জোরে, সাপ ছেড়ে সরসী উড়িল ॥ সেই খানে থাকে সাপ, থর থর কাঁপে আপ, সে সারস পক্ষীর ডরেতে। যদি পক্ষী উড়ে গেল, সে সাপ জীবন পাইল, হৈয়া গেল আদম ছুরাত ॥ মাহালম দেখে তাকে তাজ্জব সে আপনাকে, আদম হইল এ কেমন। সে যেন দেখিয়া তারে, কহে মাহে আলমেরে, শুন ভাই মোর বিবরণ ॥ জেনের আওলাদ আমি, জান বাচাইলে তুমি, জেনের বাদশা মোর বাপ বনেতে ফিরিতে ছিনু, সারসে দেখিতে পাইনু, ভাগিয়া যাইতে ছিনু আপ ॥ ছাদক মণির নামে, বাপ মোর নাহি কামে, হাদেক মণির মোরনাম। শুনিয়া সে সব হাল, মাহালম খোসহাল, হাছেল হইবে মোর কাম ॥ হাদেক মণির বলে; ছিনু মরনের হালে; এসে বাচাইলে তুমি ভাই। তাহার বদলে আমি, কি দিব তোমারে নামি যা মাঙ্গিবে দিতে পারি ভাই ॥ এবাত শুনিল যবে, মাহালম কহে তবে; মোর তরে তুমি নিয়া যাও। বাপের সাক্ষাতে তোর; মাঙ্গিব মতলব মোর; সেতাবিতে সেখানে পৌছাও ॥ শুনিয়া চলিল জিন; মাহালম বিল্লি তিন; গিয়া তবে পৌছিল সেখানে। আপনা বাপের তরে সেহাল বয়ান করে গিয়াছিনু ফিরিতে ময়দানে ॥ যেরূপে তাহার তরে, মারিতে সারস জোরে সেই রূপে সেই ছাড়াইল। সব একে২ তারে বাপেরে বয়ান করে শুনিয়া বাদশা খুসি হইল ॥ হিরা জমরদ মতি এয়াকুত নিল সাতি ভাতে২ লাল জওাহের। মাহলমে এনে দিল বহুত তাজিম কৈল দেল জানে হইয়া মেহের দেখে মাহালম তার দেলেতে এনছাফ করে কি হইবে ইহাকে

লইয়া। আসিয়াছি যার লাগি মাঙ্গিব জেনের আগে না দিলে সে যাইব ফিরিয়া॥ এবাত শুনিয়া দেলে জেনের শাহাকে বলে এ চিজেতে নাহি মেরা কাম। শুনিয়া কহেন সেই আর কি লইবে ভাই মোর আগে কহ তার নাম॥ এ পুত্র আঁখের তারা আলো করে বসুন্ধরা আর মেরা নাহিক ফরজন্দ। তুমি তারে বাচাইলে যা মাঙ্গ তা নাহি মিলে ছোলেমান নবীর ছওগন্দ॥ কি মাঙ্গিবে মাঙ্গ তুমি দিব যে তোমারে আমি আমার ফরজন্দ বাচাইলে। তুমি এয়ছা দোস্তদার দুনিয়াতে নামি আর নোকছান না হবে তোরে দিলে॥ মাহালম শুনে বাত কহে তারে জুড়ে হাত আমি কিছু মাঙ্গি যে হুজুরে। যে আঙ্গুটি ছোলেমান দিল হৈয়া মেহেরবান সেই আঙ্গুটি দেলাও আমারে॥ আর কিছু মাঙ্গি নাই সব দিয়াছেন সাই সেই আঙ্গটী মোরে দেওতুমি। নহেত.ফিরিয়া যাব আর কিছু নাহি লিব এই মাল মাঙ্গিনু যে আমি॥ শুনিয়া সে জেন কহে একাম তোমার নহে ছুরতন্নেছা বিবী আছে। তোমার উপরে সেই ছওাল করেছে ভাই সেই বিবি খাহেস করেছে॥ কপাল সাবুদ দেখি করিলে আমার নেকি নহে আর কার বুন্তা ছিল। ছওগন্দ করেছি আমি লইবে আঙ্গটী তুমি এবেতুমি ঠিককথা বল॥ শুনিয়া মানিল সেই যে কহিলে রাছএই ছওাল করেছে সেই বিবি। তুমি জান কেয়ছা করে হয়বত হইল মোরে কহ ভাই আমারে সেতাবি শুনে জেন কহে ছলে দুনিয়ার চলাচলে সব কিছু মালুম আমারে ছাপা নাহি কিছু মোরে যেই জন যাহা করে জিন্নিয়াত কহে যে হুজুরে॥ এই সব শুনাইল অঙ্গরি আনিয়া দিল মাহে আলমের হাতে সেই। লইয়া আপন হাতে হরষিত হৈল চিতে মনে কহে এত দিনে পাই॥ ফের জেন পুছে তারে সে বিবি তোমার তরে কি কারণে ছওাল করিল। মাহালম তার সাত কহে একে একে বাত শুনে জেন তাজ্জব হইল॥ কে কোথা পরের তরে এতেক মেহনত করে দোস্তদারি বলে যে ইহারে। লিয়া তবে আঙ্গস্তরি হরিষ দেলেতে করি পুছিলেনসেই আঙ্গটীরে॥আঙ্গটি শুনিলযবে কহিতে

লাগিল তবে যার হাতে আছি তার। শুনিয়া সে মাহালম দুর করে সবগম কহে দোস্ত হইল নিস্তার॥ সেখানেতে চার দিন,রাখিল তাহারে জিন, সেথা হৈতে বিদায় হইল। আসিয়া রাহের বিচে, এক দরক্তের নিচে, এক জন বসেছে দেখিল॥ দেখে আখে আছু চলে, মুখে হায় হায় বলে, তার কাছে পুছিল যাইয়া। কি খাতিরে কান্দ তুমি, কহনা আমারে নামি, একে একে বয়ান করিয়া॥ শুনিয়া কহিলতারে,কান্দি আমি এখাতেরে,এখান হইতে থোড়াদুর। পরমা সুন্দরী আছে, গেনু আমি তার কাছে, মুলুকের নাম মাহছুর॥ গঠন এমন তার, রূপ তার জোছনার, বসেছিল বালাখানা পর। আপনা চুলের তরে, ধূপেতে আছিল ধরে, নজর পড়িল তাতে মোর॥ দেখিয়াবেহুস হৈনু, প্রেমেতে ডুবিয়াগেনু, মদন সাগর বিচে আমি আশক হইনু যবে, বেহাল হইনু তবে, শুনি তবে কহে বিবি নামি কহে মোর যাত ধর, ঘাড়িতে তৈয়ার করো, খোস রঙ্গ বাগিচা তালাব। তাহাতে মহল রবে তাতে মেরা সাদী হবে, এই মেরা কাহিল জওাব॥ শুনিনু এবাত যবে, হোস সোর গেল তবে, কি রূপেতে করিব এ কাম। জওাব না দিনু তারে, নেকালিয়া দিল মোরে, কহে কেন করিলে বদনাম॥ আমি সেথা হৈতে ফের, ফিকির করিনু ঢের, তবু বিবি না হইল হাত। প্রাণ জ্বলে রাত দিন তনু মোর হৈল ক্ষীণ, বাড়ি নাই এয়াদ এক সাত॥ কেমনে বিবীরে পাব না পাইলে জান দিব একারনে কান্দি হেথা বসি। যদি ফের এই হালে সেই বিবি মোরে মিলে প্রাণ পাই তবে করি খুসি॥ শুনে মাহালম কহে মিলাইবে আল্লা চাহে চলোতুমি কোথা আছে বিবি। শুনিয়া আশক চলে বিবির মুল্লুক মেলে বিবি কাছে গেলেন সেভাবি॥ অন্দরে খবর দেয় বিবি শুনিবারে পায় বোলাইয়া কহিল দুই জনে। কি কারনে আইলে তুমি কহনা আমারে নামি মাহালম কহেন তখনে॥ তোর এই আশকেরে ছওাল করিলে জারে ঘড়ি বিচে করিবে হাছেল। শুনিয়া ছওাল তেরা প্রেমেতে হইল বুরা ফেরে সেই হইয়া বেদেল॥ চাতকিনী পক্ষী যেন ডাকে

মেঘে ঘন ঘন জল বিনে আহার না করে। তেমনী ইহার মনে তোমা দরশন বিনে দিবা নিশী থাকে যে কাতারে॥ কান্দে জার জার হৈয়া দেখিনু তাহারে গিয়া আমারে কহিল সব হাল। এবে পৌছিনু হুজুরে কহি এক বাত তোরে কারার দেহনা হামেহাল বাগিচা তৈয়ার রবে আশক মতলব পাবে এই কথা বলমোর তরে তোমার জওাব পাবে বাগিচা করিয়া দিবে ঘড়ি বিচে আল্লা যদি করে॥ শুনিয়া কহিল বিবি দেখিয়া তাহার খুবি এই বাতে রাজি আছি আমি। দেল মেরা খোস হবে আশক মতলব পাবে বাগিচা তৈয়ার কর তুমি॥ শুনিয়া বিবির বাত আঙ্গটি লইয়া হাত কহিল সে আঙ্গটির তরে। যেমন দেলেতে বিবী বাগিচা দেখিতে খুবি রাখিয়াছে দেল সাদ করে॥ আমার হুকুম ধর তেমনি তৈয়ার কর শুনিয়া সে আঙ্গটি খোসহইল। ঘড়ি একবিচে তথা বিবির মনেতে যথা বাগিচা তৈয়ার হয়ে গেল॥ যাইয়া বিবির তরে কহিল যে প্রেম ভরে সুনে বিবি আইল দেখিতে। কহেন দেখিয়া বিবি কেমনে করিল আভি জেন্নাত আছেন এর হাতে॥ বিবি যে কবুল কৈল খুব ধুমে সাদী হইল রাখিয়া সে মাহে আলমেরে। আপনার মনে সেই বিচায় করেন এই আঙ্গটি বরকতে হেন করে॥ সে বিবি আপনা মনে ভাবে এই মনেং মছাফিরের আঙ্গস্তরি নিয়া। এখান হইতে মোরা আর যে বাগিচা ছাড়া কোন মতে যাইব লইয়া॥ আবদুল মজিদ বলে বড় পেরেশান দেলে কহি আমি হৈয়া জারে জার। যে জন ভালাই করে দুঃখ দেয় তার তরে কমিনার এই বেভার॥

মাহালমের আঙ্গস্তরি গাফেলিতে চুরি যাইবার বয়ান।

পয়ার।—সে বিবি দেখিয়াছিল কেতাব মাঝার। আঙ্গটীর জেনে ছিল সব সমাচার॥ আশক মাসুক দোন বিচার করিয়া। এক দিন করে কাম ফোরছত পাইয়া॥ মাহালম এক ঘরে নিন্দেসুয়ে ছিল। আঙ্গটি আঙ্গুল হইতে তার নেকালিল॥ বিচারিল আঙ্গটীরে নিয়া

গোপনেতে। দুজন বিচার করে আপনা দেলেতে॥ এই মোছা-ফিরে যদি জানহৈতে মারি। নেকি করিয়াছে সেই হব গোনাগারী এতেক বুঝিয়া তারা করে এইকাম। সুইয়া রহিল সেথা সেই নেক নাম॥ আঙ্গটির তরে নিয়া পুছিতে লাগিল। কাহার আঙ্গটি তুমি আমাদেরে বল॥ আঙ্গটি কহিল আমি যার হাতে থাকি। মতল-বের মাফিক হুকুম তাররাখি॥ একথা শুনিয়াদোহে কহিতে লাগিল উঠাইয়া বাগিচা সমেতেলিয়া চল॥ দোছরা মুলুক বিচে লইয়া রাখিবে। আমার হুকুম এই আলবত্তা মানিবে॥ একথা আঙ্গটি যবে সুনিবারে পায়। বাগিচা সমেত উঠাইয়া লিয়া যায়॥ লইয়া রাখিল এক পাহাড় উপরে। দেখেদোন দাগাবাজ খোসাল অন্তরে এখানে জাগিয়াউঠেসেমাহেআলম। আঙ্গটীনাদেখে মনে হইলবড়া গম॥ দেখিল সেখানে নাই কুদরতি বাগিচা। সঙ্গে তার গিয়াছে যে নেই বিল্লি বাচ্চা॥ দেখিয়া আপনা হাল কি করিবে আর। কান্দিল বসিয়া মর্দ্দ হয়ে জারে জার॥ আল্লার দরগায় মর্দ্দ করে বড়া জারি। কেন আল্লা দিলে হেন মছিবত ভারি॥ দু-ছওাল আনিনু যে মদদ তোমার। তেছরা ছওাল লাগি ছিনু বেকারার॥ মিলাইয়া মোর তরেছেনাইয়া লিলে। মেরাদোস্ত মারা যাবে আপ কের হালে॥ আমার মুলুক বিচে হইবে বদনাম। এই বাতকহিবেক দুনিয়া তামাম॥ আঞ্জাম না করিতে পারিল শেষ বাত। আখেরে দোস্তে তরে না করে নাজাত॥ এতেক মেহনত মেরা কামে না আইল। জানি মেরা দোস্ত আশকেতে মারা গেল॥ তবে মেরা এ জেন্দেগী রহিল বৃথায়। দুনিয়া হইতে তুমি ওঠাও আমায়॥ দেখনা হাতেম তাই কি কি কামনা করে। আর এত নাম আছে দুনিয়া ভিতরে॥ কত কত তার পরে হইল মুছিবত। কিবা কিবা আফতেতে রাখ ছালামত॥ কত২ তার পরে কঠীন বালাই। কত২ লোক পরে করিল ভালাই॥ কত২ নেয়ামত কেরামত পায়। কোন দেশ নাই যে হাতেম নাহি যায়॥ তাহারে উদ্ধার তুমি করিলে এলাহী। তোমার দরগায় আমি এই বাত কহি॥ হাতেম করিয়া-

ছিল খুব ছাখাওতি। একারনে তুমি তারে করিলে নাজাতি॥ আমি তাহা করি নাই নেকি এক জারা। কভু তেরা বান্দা মেরা দোস্ত যায় মারা॥ নাহক আমারে কেন ভুলাইলে পথ। তার দেলে দিলে কেন আশকী আফত॥ আপনা খুসিতে সেই নাহয় আশেক ছাদেক যে জন সেই না হয় ফাছেক॥ মারিয়া তাহার তরে ফের জেন্দা কৈলে। কি কারণে এয়ছা দুঃখ ফের দেলাইলে॥ কোরাণে ভেজেছো তুমি আপনা জবান। তাহার উপরে সব আনিল ঈমান তাহার বিচেতে লেখা আছে যে আয়াত। মুস্কিল আসান কর তুমি পাকজাত। ভরসা কামেল সেই আয়াতের করি। অনাথের নাথ তুমি মুস্কিলে কাণ্ডারি॥ সব এক্তিয়ার তেরা জানিয়াছি দেলে তুমি না হুকুম কৈলে কিছু নাহিমেলে॥ সবকিছু হইয়াছে হুকুমেতে তেরা। জিয়াদা কহিতে কি তাকত আছে মেরা॥ বারেক তরাও সাই তুমি পরওার। এ সঙ্কটে বিপদেতে করিতে উদ্ধার॥ তুমি বিনে গতি নাই সঙ্কটেতে মরি। গোনাগার নাপাক যে আশা রাখি ভারি॥এইমতে জারিকরে দেলেতিনদিন। মেহেরহইল তারেএলাহি আলমিন॥ বহুত আফছোছ করে মাহালম মনে। কি আমি কি হাল হইল সেই খানে॥ বাগিচা লইয়া গেল অঙ্গটি দুজনে। রাখিল লইয়া এক পাহাড়ের বনে॥ আশক মাশুক দোহে বাগিচা ভিতর আয়েস হসরত করে খোসাল অন্তর॥ আল্লার কুদরত কিবা শুন দেল দিয়া। গিয়াছিল সেই বিড়ালের সাথেলিয়া॥ বাগিচা যেরূপে গেল বিল্লি সব জানে। দেখিয়া এ নব হাল বিল্লি ভাবে মনে॥ মেরা মনিবের তরে সেখানে ছাড়িয়া। ভাগিয়া লইয়া আইল তারে দাগা দিয়া॥ মালুম হতেছে মোর সেই আঙ্গস্তরি। বেহুশির হালেতে করিয়ানে চুরি॥ নহেত কি ভাবু ছিল বাগিচা আনিতে। দেখিব অঙ্গুটী কোথা রাখে গোপনেতে॥ সে মাহে আলম মেরা মেহের করিল। ছাড়াইয়া গাছহৈতে জানবক্সাইল॥ খাইয়া ছিলাম নুন এতদ্বিন আমি। তারতরে কোন মতে না করিব কমি॥ তবেত দুনিয়া বিচে বড় নাম হবে। নেমক হালাল বলি সকলে জানিবে

ভাবিয়া ঠেকানা বিল্লি করে রাতদিন কিছুনা মিলিল তার আঙ্গুটির চিন॥ এক দিন বিল্লি শুয়ে ছিল তার পাস। দুজনে খোসাল মনে করেন হরষ॥ আঙ্গটীর তারিফ করেন হাতে লিয়া। কেমনে আনিনু মোরা তারে দাগা দিয়া॥ দুজন দেলেতে বড় হরিষ হৈল শুইবার কালে মুখে আঙ্গটি রাখিল॥ বেহোস হইয়া দোহে শুয়ে নিন্দ যায়। আপনা দেলেতে বিল্লি ভাবেন খোদায়॥ কিবা করে নিব আমি অঙ্গরির তরে। আপনা দেলেতে বিল্লি আপনি বিচারে ভাবিয়া ভাবিয়া বিল্লি এক বুদ্ধি কৈল। তৈলেতে আপনা লেজ ভিজাইয়া লিল॥ অপনার দুম তবে দিলতার নাকে। সড়সড়িহৈয়া নাক খুব জোরে ছিকে॥ হেন জোরে ছিকে বিবি মুখ খুলে গেল ছিটকিয়া আঙ্গুস্তরি জমিনে পড়িল॥ দেখিয়া আঙ্গটি বিল্লি লিল উঠাইয়া। কুদিয়া ঝাপটে বিল্লি জায় পলাইয়া॥ বিল্লিযদি চলেগেল উঠে দুই জন। বড়ই হয়বত হৈল ভাবে মনে মন॥ সেখান হইতে বিল্লি চলিয়া আইল। যেখানেতে মাহা আলম যাইয়া পৌছিল দেখিয়া সে মাহালম চিনিল বিড়াল। কোথা গিয়াছিলে তুমি কহ সব হাল॥ মোনাজাত করে বিল্লি আল্লার দরগাতে। খুলিল জবান তার আল্লার রহমতে॥শুনিয়া সে বিল্লিকহেমাহে আলমেরে। সেই দোন দাগাবাজ লিয়াছিল মোরে॥ সব একে২ বাত বয়ান করিল। মুখহৈতে অঙ্গরি যে নেকালিয়া দিল॥ দেখিয়া সে মাহালম লিলেক পাহছান। মোরদার ধড়েতে যেস ফিরেএল জান॥ বিড়ালের তরে তবে কোলেতে লইয়া বিড়ই পিয়ার করে মুখেবোছা দিয়া॥ তাকইয়া অঙ্গটিরে কহে এই বাত। কোথা আছে সেই দোন আম হাতে হাত॥ হুকুমের দেরি ছিল লিল মাঙ্গাইয়া। দুজনেরে লোহার যে পিঞ্জরে পুরিয়া॥লিখিল পিঞ্জরা পরেএমত প্রকার। কেহ নাখুলিবে ভাই কছম খোদার॥ দোহার কারণে গাছে লটকাইয়া দিল। বিদায়ের কালে তারে এই মত কৈল॥ আশক মাশুক বটে আছে দোন জন। দেখাদেখি হবে আর না হবে মিলন॥ জেন্দেগী থাকিতে মনে হছরত রহিবে। আশা পুর্ণ যদি হয় একিন জানিবে॥ সেথা

হৈতে বিল্লি তরে আপে সঙ্গে লিয়া। জঙ্গলে জঙ্গলে মর্দ্দ যায় ত চলিয়া॥ পৌছিল যাইয়া সেই দরিয়া কেনারে। ছিমোরোগের পর তবে নেকালে বাহিরে॥ চকমকি রগাড়িয়া আগুন নেকালিল আগুনে রাখিল পর খুব জলে গেল॥ মালুম হইল সেই দোন পক্ষী তরে। উড়িয়া চলিল সাত সমুদ্রের পারে॥ এগার দিনেতে পক্ষী আসিয়া পৌছিল। দেখিয়া সে মাহে আলম শোকরানা করিল॥ তবে সেই পক্ষী দোহে কহিল তাহারে। দেরি কর কেন বৈস মোর পিঠপরে॥ আঁখেতে বান্দিয়া পটী পিঠেতে বসিল। বিল্লিকে সঙ্গেতে লিয়া উড়িয়া চলিল॥ এগার দিনেতে ফের পৌছিল সে পার। দেখে মাহালম করে শোকরানা হাজার॥ সেখান হইতে চলে কত দিন পিছে। পৌছিলেন মহরুম নগরের বিচে॥ বিবির দরওাজা পরে গিয়া দরওানিকে। কহিল খবর দেহ যাইয়া বিবিকে ছুরতন্নেছা বিবি পাইল খবর। মাহে আলমের তরে মাঙ্গায় ভিতর পুছিতে লাগিল বিবি মাহেআলমেরে। আনিলেকি সেইচিজ গেলে যে খাতিরে॥ শুনে মাহালম নেকালিল আঙ্গুস্তরী। রাখিল যে তাহা সে বিবি বরাবরি॥ যত মুছিবত তারে বিতিয়া আছিল। একে২ সব বাত বিবিরে কহিল॥ আহওাল শুনিয়া বিবি আঙ্গুল কাটে দাঁতে। জেনের মুলুক তুমি গেলে কিবা ভাতে॥ শুনিয়া যে দাই বুড়ি আনন্দিত হৈল। বহুত তারিফ তার করিতে লাগিল সাবাস মা বাপ তেরা সাবাস মর্দ্দমী। দুনিয়া বিচেতে হেন নাহি দেখি আমি॥ পরীক্ষা করিল বিবি আঙ্গরীর তরে। লইয়া রাখিল বিবি খোসাল অন্তরে॥ নানা চিজ নেয়ামত খেলায় খোসালে। বড়ই আনন্দে বিবি থাকেন মহলে॥ ছওাল তামাম তিন হইল বিবির। আবদুল মজিদ কহে মরজি এলাহির॥

ছুরতন্নেছা বিবি শাহালমকে দেখিয়া
আশক হইবার বিবরণ॥

রাগ পঞ্চম ছন্দ।—বিবির ছওাল হইল তামাম, মাহালম কহেন কালাম। শুন বিবি বাত মেরা, ছওাল আনিনু তেরা, হৈয়া আমি

দোস্তের গোলাম॥ তিন বাত করিনু আদায়, মদত যে করিল খোদায়। যে বাত কহিলে তুমি, হুকুম মাফিক আমি, সেই বাত করিনু বজায়॥ যে কিছু করার তেরা ছিল, আল্লা তাহা মিলাইয়া দিল। তিন চিজ এনে দিনু, বড় মুস্কিবতে পাইনু, তেরা দেল জান ঠাণ্ডা হৈল॥ এবে কর একরার আদায়, আশেক মতলব হেনপায় মেরা দোস্ত শাহালম, রাতদিন করে গম, এস্কেরখেয়ালে মারা যায় দেখে তব পিতলের রূপ, যথা সেই শুরুজের ধুপ। প্রেমের আগুন জ্বলে, শাহে আলমের দেলে, পড়িয়াছে হয়ে গুপ চুপ॥ ছাতি তার গিয়াছে শুষিয়া, মোরদার মাফিক আছে হৈয়া। কর তুমি মেহেরবানি; পেলাও উলফাত পানি, তাজা হয় তবে হিয়া॥ মরিতেছে সেথা এক জীব, তুমিই ত প্রেমের তবিব। যখন বিমারী সেই, মাহালম না দিল তেই, কিসে বন্দ হবে লহু পিব॥ তুমি মধু আর যে শক্কর, যথা চুয়া চন্দন আতর। মধু মক্ষি সেই জন, পিয়ার কারনে মন, তুমি ফুল সেইত ভ্রমর॥ তুমি আছ ছুরতের খান, হুর আরচান্দের সমান। সেই আলমের শাহা, পথিক সেতুমি রাহা,এই বাত কহিনু নিদান॥ শুনে বিবি বড়ই খোসাল, মনে ঠিক করিয়া খেয়াল. কহে মাহে আলমেরে, কারার দিয়াছি তোরে. আলবত্তা করিব পালন॥ সেইজনে হুজুরে মাঙ্গাও, জামাল যে তাহার দেখাও তাহারে দেখিব আমি, কেমন সে হৈল গমি, আন হেথা খবর পাঠাও॥ সুনিয়া সে মাহালম কহে, বড়ই সে ছাদেক বিরহে। এখানে আসিবে নাই, আমারে কহিছে সেই, বিবি যদি মোর তরে চাহে॥ আসে যদি আমার হুজুর, হব তবে তাহার মঞ্জুর। মোলাকাত করে যদি, তার সাথে হবে সাদী, এই তার দেলের মঞ্জুর॥ সুনিয়া সে বিবি নেক জাত, করে আপে মোনাজাত। আপনা আক্কেল গুণে, ভাবিয়া সে মনে মনে, সেই অঙ্গটীরে কহে বাত॥ সুনহ আঙ্গটী তুমি মেরা। দেখিব কুদরত কেমন তেরা, যেখানেতে শাহালম, তারে আন এই দম, টাপু শুদ্ধ যাহা আছে মেরা আমার বাড়ির কাছে, আন তারে মোর পাশে, এইবাত ঠিক মেরা

রাখিবে হুকুম মেরা, কুদরত দেখিব তেবা, খুব দেল দিয়া তুমি শুন॥ সুনিয়া অঙ্গরী ততক্ষণে, এমন করে কেহ নাহি জানে। হুকুমের দেরি ছিল, উঠাইয়া এনে দিল, বিবির সে বাটির ছামনে মালুম না হয় সেথা কারে, উঠে আইসে জিন্নিয়াত জোরে, দেখিয়া সে মাহালম। ছুরতের সে বেগম, গেল শাহা আলম হুজুরে॥ মাহালম বিবি এক সাথে। ধরে দোন দোহার দু-হাতে, চেয়েন বানু বিবি দেখে, বে চেয়েন আপনাকে, কহে এল সুর্য্য কোথা হৈতে॥ জমিনের উপরে আইল. বড় হয়রত্ত হইল। দেখিয়া স্বামী তরে, কাঁদে সেই জারে২, প্রেমধারা নয়নে বহিল॥ দেখিয়া স্বামীরে কহে তুমি এত দিন কোথা ছিলে নামি। এখানে রাখিয়া সবে গেলে তিন সাল হবে, নেঘাবানী করি দোস্তের আমি॥ ফের বিবি এ বিবিকে ডাকে, খুব তারে ঠাহরিয়া দেখে। ছুরতন্নেছান বিবি দেখে সে বিবির খুবি, তাজ্জবে রহিল আপনাকে॥ মনেকহে হেন নেকবক্ত, সব বাতে আছে এই পোক্ত। হেন কোন বিবি আছে না হবে দুনিয়া বিচে, দিনদারি কামে আছে শক্ত॥ মনে বড় ভাবনা সে করে, সেই চেয়েন বানু বিবি তরে। বিবিদেখিয়া বিবি, পিতলা মাফিক ছবি, চিনেতে পারিল তারতরে॥ ছালাম করিয়া কহে বাত ধরে তবে সে বিবির হাত। তুমিএক পরি বিবি, বানালে পিতলের ছবি, খারাব করিলে নরজাত॥ মোরদোস্ত সে শাহে আলম, উঠায় যে ছিতম মাতম। দেখিয়া যে ছবি তেরা, প্রেমে হৈল হাল বুরা মোর স্বামী এ মাহে আলম॥ কত২ দুঃখ উঠাইল, শত২ আঘাত সহিল। তোমার ছওালে তিন, গোজারিল সাল তিন, সে ছওাল কি কোরে পাইল॥ এক জনে করিয়া বেহাল, প্রেমে তারে করিয়া মাতাল। আপনি সুখেতে থাক, ইহাসবে দুঃখে রাখ, একি তেরা কঠীন ছওাল॥ আখেরে মিলিবে তার সাথে, গোজরান করিবে খোসালিতে। এ মেছেল সবে বলে, সুজন সুজনে মেলে ঝুট পড়ে তামাম বরাতে॥ এবাত কহিয়া তার তরে, আপনা আক্কেলের জোরে।, ধরিয়া বিবির হাত, চলিলেন সাথে সাথ, সেই

শাহে আলম হুজুরে ॥ সে মাহে আলম বিচারিল, সাহে আলমের কাছে গেল। বসিয়া তাহার পাসে, বড়ই মনের হরষে, তার পরে নজর করিল ॥ প্রেম হালে হয়েছে খারাব বেহুসেতে নাহিক জওাব। কিছু নাহি বাতকহে, খামোস হইয়া রহে,পিয়েযথা শরাবী পরাঁব॥ দেখিয়া সে ছুরতন্নেছান। নিল আক্কেলে পাহছান আপনা মনেতেকহে, এমনবিবি আশেক রহে, মাশুকের করিয়াধেয়ান॥এক নাহি যাহার দেলেতে সে কি জানে প্রেম মোহব্বাতে। সে কিছু জানে নাই, হায়ওান সোমান সেই, দুঃখ সুখ না পারে চিনিতে ॥ এ কথা কহিয়া সেই বিবি, গ্রাসিতে রাহু যেন রবি। মদনের তীর তরে, আশেকি খেয়াল জোরে, বসিলেন সেখানে সেতাবি॥ সামা-লিতে সে বিবি না পারে, কাঁচা পারা টল মল করে। তেমনি সে বিবি হৈয়া, সুর্য্য রূপ নিরক্ষিয়া বৈসে শাহালম বরাবরে॥ উঠাইয়া আশেকের শির, দুই হাতে আনিয়া ধীরে ধীর। আপনা জঙ্ঘাতে রাখে, প্রেমের নজরে দেখে, হইয়া সে মদনে অস্থির॥ বড়ই পিয়ারে বাত কহে, তারে খুব তাকইয়া রহে। কিছু না শুনিতে পায়, খবর নাহিক তায়, প্রেমের বেহুসে নাহি চাহে ॥ এহাল দেখিয়া বিবি তাঁরে, আর সে পড়িল প্রেমের মারে। দ্বিগুন আশেক হইল, প্রেম বশ না রহিল, নয়নে প্রেম ধারা ঝরে ॥ দেখে মাহালম চেয়েন বান বিচার করিয়া মনে মন। ভাবিয়া কহিল জোরে, সেই শাহে আল-মেরে, এস্কের পতঙ্গ উঠে শুন ॥ তোমার প্রদীপ এসে কাছে, তোর সম আপে হইয়াছে। তুমি যাইতে দীপ পাশে, দীপ তব কাছে আইসে, বিপরিত এ বড় হয়েছে ॥ মাশুকা আইল পাশে তেরা মতলব যে ছিল হৈল পুরা। আশেক ছিলে তুমি, কেমন খেয়াল খামি, মাশুকে না তাক এক জারা ॥ শুনিয়া মাশুকের নাম ছুটে গেল সে প্রেম ধাম। প্রেমে আঁখি খুলে দিল, আপনাকে শোধারিল বিবির জাঙ্গে,কে কারছে আরাম ॥ এহালদেখিয়া আপ-নার, নিতান্ত বেহদ্দতার। বেখুদির আলমেতে; তাকেসে আপনা চিতে প্রেম ঝরা বহে কত তারা ॥ তত বেলা য়্যায়ছা তার দিলে,

রহে যেমন শীকার মিলিলে। শীকার উপরে যেমন বাজও বহরি তথা, লপক ঝাপক করে চিলে॥ কি কহিব আনন্দ তাহার সে সময় যেমন প্রকার। দেলের খোরাক দিলে, যদি আপে হইতে মেলে; তবে বিবি পোছ সমাচার॥ বড়ই খোসাল সে হইল; আবে হায়াতের কুজা পাইল। মাহে আলমের তরে; কহেন নজর করে চিনে দোস্তে উঠে দাড়াইল॥ যাইতে চাহেন মিলিবারে; ফোরছত পাইয়া মদনেরে, জোর নাহি কিছু গায় বোত যেমন ঝুকে যায় সেই মতে না যাইতে পারে॥ মাহে আলম দেখিয়া দোস্তেরে সে দোস্তের দুস্তির খাতেরে। আপনি ধাইয়া চলে গলায় গলায় মেলে মোবারক বাদি দেয় তারে শাহে আলম কহে তারে বাত হৈয়া মোরে যেমনআকত। বড়দুঃখ পাইনু আমিমদত করিলেতুমিদুস্তির শরবত তথা ভাত॥ বড়ই সে করিম রহিম হদতার কুদরত আজিম কি ছুরতে দুঃখ দেয়ফের মেহেরবান হয় আমাদের শোকর লাজিম মেরা লোক খেচে যত দুখ জানে সেই তোমাদের বুক॥ তুমি না করিলে ইহা আর কে করিত তাহা আশা নাহি ছিল পেতে সুখ ফের তারে পোছে সব হাল কহ দোস্ত তামাম আহওয়াল। মাহে আলম কহে তারে সব এক এক করে হেন আনে সে তিন ছওয়াল শুনে তবে তাজ্জব হইল হয়বতে বসিয়া রহিল দুনিয়া বিচেতে কোন আছে এমন মর্দ্দজন হাতেমের সমান মিলিল॥ যেমন সেই বুদ্ধিতে কামিল। তেমনি সেই এলেমে ফাজিল। তেমনি হেম্মত তার মর্দ্ধমির কারবার সব বাতে আছেন আমিল॥ শাহে আলম বুঝিয়া সে মনে চেয়েন বানু আর লোক জনে। আমারা সে দ্বীপে আছি সব কাম করিতেছি আসিবার ভেদ নাহি জানে॥ শাহে আলম কহে মাশুকের ছুরতন্নেছান বিবিরে। চল তেরা বাড়ী যাব হছরত যে মেটাইব ধুমে শাদি করিব তোমারে॥ শুনিয়া সে বিবি নেককার প্রেমে খুসিহয় বেসোমার। তারে কহে মিঞাজি মনেতে বুঝেছ কি কোথা আছ করেছ বিচার॥ সেথা হতে এনেছি তামাম উঠাইয়া এনেছি মোকাম। এ সে দ্বীপ নাহি জ্ঞান মনে চিন্তা কর

কেন হেথা মেরা বালাখানা ধাম॥ সেই আঙ্গুটীর বরকতে তাবে জিন্নিয়াতের জোরেতে। এখানে এসছ তুমি হুকুমে এনেছি আমি দ্বীপ আর মহল সহিতে॥ শুনি সব হৈল ফেকের মন্দ। কোথা হৈতে পায় এমন ফন্দ। তাহার আক্কেল পরে হাজার তারিফ করে সাবাস এ তব ছন্দ বন্দ॥ যতেক আছিল মনে দুখ সব তার হরে গেলে সুখ। আবদুল মজিদ কহে এলাহী যে কাম চাহে সেকামে কে হইবে বিমুখ॥ হে এলাহী করমেতে আগে দাও শক্তি। দিবা নিশি থাকে যেন তব পদে ভক্তি॥

শাহালম ছুরতন্নেছা বিবিকে আপনার দুখের কথা বলিবার বয়ান।

রাগিনী মছনবী ছোট পয়ার।—শাহালম কহে ছুরতন্নেছানে। শুন মেরা প্রেমের কিছু বয়ানে॥ দেখি তব সেই পিতলের রূপ। হয়েছিল যেন সুরুযের ধুপ॥ প্রেমের তরঙ্গে বেহুস হইনু। প্রেম সাগর বিচে ডুবিয়া রহিনু। মোরে হেন কিছু মালুম হইল॥ প্রেম বিনা আরকিছু নাহিছিল॥ প্রেমে খাওা প্রেমে নিদ্রাশুইয়া। প্রেম স্বপন দেখি প্রেমিক হইয়া॥ প্রমের অনল দিন রাত যত জ্বলে। বোঝাইলে না বোঝে প্রেম জ্বলে॥ প্রেম আগুনেতে প্রেমে কালি লাগে। এক সঙ্গে মিলিলে প্রেম তায়জাগে॥ প্রেমের লড়াই হইল রাত দিন। হয়ে গেল প্রেমে মোর তনু ক্ষীণ॥ প্রেমেতে দেখিবা চাহি যেই ঘড়ি। পড়িয়াছে পায়ে প্রেম রূপ বেড়ি॥ কাতর হইনু প্রেম কারাগারে। আসামী করে ছিল প্রেমে মোরে॥ প্রেমে দুঃখ দিল মোরে যত। এক মুখে আমি কহিব তা কত॥ প্রেম যে বড়ই নিদয় নিষ্ঠুরে। আবদল মুজিদ কহে প্রেমে প্রেমই মশুর॥

ছুরতন্নেছা বিবি আপন মতলব বয়ান করে।

রাগিনী ছক্কা, ছয়পদে মিল।—ছুরতন্নেছা কহে বাত। শুনশাহা মেরা হকিকত। কপালে যে দুঃখ ছিল আল্লা তাহা দুর কৈল সব বাত হৈয়াছে হাত॥ এলাহীর কর মোনাজাত, আওরত মরদ লিবে কাম। সব কাম হইল আঞ্জাম। যত বিবি নেক হয় নেক

কেহ নাহি কয় সবে করে আওরতে বদনাম। এ সংসারে মানুষ তামাম॥ আওরতের স্বামী যার নাই। তবে কিছু শোভা পায় নই মুখেনাক নাহি থাকে তবে কেমন শোভা দেখে প্রথম হতে আল্লা করে দুই॥ আদম হাওার তরে সেই তবে কেন আমি থাকি একা। কাঁচা সব কৈল মেরা পাকা। যৌবন বহিয়া গেলে আর ফের নাহি মেলে চাহিয়া রহিব হয়ে ভেকা॥ না মিলিবে খরচের টাকা একারনে কহি তোমাদের সাদি হবে শাহে আলমের। আমার মা বাপ আছে লিখিব তাঁদের কাছে আর ছয়বহিন বরাবরে আসিবার নিমিও তাদেরে॥ যদি সবে আসেন এখানে ভাল হবে সবের ছামানে। মঞ্জুর করেন যদি মকাবেলা করি শাদি হছরত মেটাব দুই জনে। আরমান আছে এই মনে॥ যদি তারা না মঞ্জুর করে তবে আমি দেখাব নজরে আনন্দ হইয়া তবে এখানেতে সাদী হবে সাদি হবে কেহ দোষ নাহি দিবে মোরে॥ কাহিনী হইবে এ সংসারে॥ এবাত শুনিয়া সবে বলে এ মাকুল পছন্দ করিলে। এক খত লিখে তারে কাছেদের হাত পরে শুনে বিবি লিখিতে লাগিল। বিছমেল্লা বলিয়া শুরুকৈল। পহেলাতে আল্লার ছজ্জুদ তার পরে রছুলে দরূদ লিখিতে লাগিল তবে আপনার মতলবে, যবেহৈতে এখানেনমুদ॥ করাইল যেরূপে মাবুদ॥আপনার যত ছিল হাল সব বিবি লিখেন আহওাল॥ আমি সেই বেটি তেরা কেছমত বুঝিতেমেরা দিয়াছিলে আমারে নেকাল। এলাহী সে কুদরত কামাল॥ কেছমতেতে মেরা ছিল ভালা॥ মেহেরবান হৈল বারি তালা। থোড়া দিন এমনি রঞ্জ দিয়া মিলাইল গঞ্জ পরশ পাথর এক দিল লোহা লাগাইতে সোনা হৈল॥ এই মতে কত দিন যায়। মেহেরবান হইল খোদায়॥ মেছের দুলুক বিচে বড়া এক বাদশা আছে নাম আওরঙ্গির যে বলায়। তাকে এমনি এলাহী মিলায়॥ তার বেটা শাহে আলম নেকে। আশেক হইল মোরে দেখে॥ আপনারা আইস যদি বড়া মবারক। বাদি তবে শাদি হইবে নিদান। এই মোর দেলের আরমান॥ মা বাপ মুরব্বি

আছ তুমি। বড় ছয় বহিন ছোট আমি। যতেক মনের কথা সব একে একে ব্যথা ছুরতন্নেছান বিবি প্রেমি। লিখিতে নাকরে কিছু কমি॥ সে রোকা কাছেদ হাতে দিল সে কাছেদ বিদায় হইল যে জাহাজ দ্বীপ কাছে শাহে আলমের ছিল সেই জাহাজের কাছে গেল। জাহাজিকে সব বুঝাইল॥ জাহাজে চড়িয়া চলে যায় কত দিনে কুল গিয়া পায়॥ জাহাজ লঙ্গর কৈল কাছেদ চলিয়া গেল খুসকির পথেতে আড়ায়। ভাবিয়া সে রছুলে খোদায়॥ কত দিনে শামদেশেগেল। বাদশাহে মোলাকাত কৈল। কহিল সকল হাল বিবির যে ছিল চাল একে একে সব শুনাইল। কেতাবত খুলিয়া যে দিল। শুনে বাদশা রহিল হয়বতে। নেঘা করে আল্লার কুদ রতে॥ বড়ই তাজ্জাব হইল লাজে কিছু না কহিল খুব সরমেন্দা হৈল চিতে। আপনার দরবার বিচেতে॥ কহিলেন কাছেদের তরে না যাব বেটীর বরাবরে॥ শুনিয়া ছয় বেটি তবে দেলেতে দরদ পাবে মনে মনে আপনি বিচারে। কেমনে দেখিব বহিনেরে গিয়া মা বাপের তরে বলে, এই বাত আমাদের দেলে ছুরতন্নেছান বিবি কেমনে করেছে খুবি দেখিব সেখানে মোরা গেলে। তোমাদের হুকুম হইলে এবাত শুনিয়া মাতা পিতা সরমে কহেন ধীর কথা॥ মোরা যদি সেথা যাব সরমে মরিয়া রব তোমরা সবে চলে যাও সেথা। মোর দেল বিচে এই ব্যথা॥ ছয় বহিন শুনিয়া এ বাত তৈয়ার হইয়া একসাথ লোক জনে সঙ্গে লিয়া ঘরহৈতে নেকালিয়া মা বাপের করিয়া সাক্ষাৎ॥ টাকা কড়ি লৈয়া হাত হাত কাছেদ কহিল বাদশারে। বিদায়কোরেদেহ মোরে শুনিয়া লিখিল খতআপনার হাককত যাবনাহি তোমার সাক্ষাৎ মরিয়াছি সরমের মারে॥ কাছেদের তরে লেখা দিল কহিয়া রখছত করিল॥ ছয় বেটি এক সাথে চালে ঘুমে ছওারিতে দরিয়ার কেনারে পৌছিল। জাহাজের মাঝিকে কহিল সে জাহাজে ছওার হইয়া জাহাজ চলিল হাকাইয়া॥ কত দিন এই রূপে চলিয়া চলিয়া দ্বীপে সেই খানে পৌছিল যে গিয়া মাঝি দেয় লঙ্গর করিয়া॥ উতরিল জাহাজ

হইতে। সবে মনে হৈয়া আনন্দিতে। যাইয়া পৌছিল সেথা ছুর-তন্নেছান যেথা, সে মহরুম নগর বিচেতে। আপনার দেশে খোসা-লিতে শুনে বিবি বহিনের খবর। দেলেতে খোসাল বহুতর আগে হৈতে যায় চলে বহিনের সাথে মিলে লিয়াআইল আপনার ঘরে॥ বসাইল পালঙ্গউপর, সবএকে যায় মিলামিলি। ধরে আপনারা গলা গলি। কান্দে বহিনেরে দেখি কত দিনে দেখাদেখি খুব সবে করে কোলা কুলি॥ খুন চিরে দিল হুলাহুলি, তাঙ্গিগেতে লইয়া সবায় কত চিজ আনিয়া খেলায় আপনার দুঃখ সবি বহিনে কহেন বিবী এইরূপে কতদিন যায় হাসি খুসি করেন সবায়॥ থাকেন সে যবে হরষিত। খুসি খোসালিতে জাগরিত আল্লার কুদরত পরে দেলে দেলে নেঘা করে আবদুল মজিদ গায় গীত॥ এলাহী নবীর তোফেলেত॥

ছুরতন্নেছা বিবি জেন্নাত আঙ্গুটীর জোরে সাদির ছামানা ও মাকানাত তৈয়ার করে তাহার বিবরণ।

পয়ার।—ছুরতন্নেছান বিবি বড় বুদ্ধিমতি। দেলে ভাবে কারাইব ছামান কুদরতি॥ তার বিচে থেকে আনন্দিতে সাদী হবে। দেলের আরমান মত হছরত মিটিবে॥ কুদরতের যে আঙ্গুটী জেন হইতে মেলে। তাসবে কহেন বিবি হরষিত দেলে॥ শুনহে আঙ্গটি তুমি কর এই কাম। দেলে মেরা চাহে এক করিতে আরাম॥ দুনিয়া জাহান বিচে কখন হয় নাই। এমনি এক ঠাই কর এই কাম চাই॥ এমন করিবে যার মাকুল ছেফত। তারবিচে থাকেযেন বেহদ্দ কুদ-রত॥ ফুলের কেয়ারি আর বাগিচা হাবার। রঙ্গ২ কারখানাদেখিতে সুন্দর। তৈয়ার করিবে হেন এক বালাখানা। জেলেখা করিয়াছিল যথা গুপ্তহানা॥ তালাব হাওজ থাকে চশমা লাখে লাখে। দেখিয়া ফেরেস্তা বেহুসিতে থাকে॥ এনছানের বুদ্ধি যেন কাম নাহি করে কন্দর্প দেখিয়া যেনদেল নাহিধরে॥ মদন পাগল হয় দেখিয়া ভবন আকুল দেখিয়া হবে তাহার জীবন॥ কন্দর্পে২ যথা হয়ে যায় ক্ষীণ

বিরহ হুতাস যেন ছাড়ে রাত্রদিন ॥ প্রেমে যথাক্রমে জ্বলে প্রেমের অনলে। ফের যেন ঘর সে না করেকায় দিলে ॥ খারাব করিল কত আশোকের তরে। জেলেখা খারাব হৈল ইউছপ উপরে ॥ লায়লি উপরে মজনু হইল আশক। সংসার বিখ্যাত যার আশকি ছাদেক ॥ সিরি ও খোছরু ফরহাদ তিন জনে। আশক হইয়া মরে প্রেমের কারণে॥ দময়ন্তী পরে নল আশক হইল। মধুমালতির পরে মনোহর মজিল ॥ বদ রে মণির উপরেতে বেনজির। হাসেন বানুর পরে আশক মনির ॥ হাতেম তাহার লাগি ফেরে বার সাল। কত মুকিলেতে আনে সে সাত ছওাল ॥ গোলেবাকাওলী পরে তাজল মুলুক। আশক হইয়া কতফিরিল মুল্লুক॥কালাকাম লাগিহইলকুমার বেহাল। ছয়ফল মুলুক পরে বদিউজ্জামাল ॥ মেহের নেগার পরে আশক আমির। লড়াই করিল হদ্দ এস্কের খাতির ॥ খারাব করিল ফের শাহে আলমেরে। আশক হইল সেই পিতলা উপরে ॥ এই মতে কত জনে খারাব করিল। তবু যে তাহার মন ঠাণ্ডা না হইল বড়ই দিয়াছে দুঃখ এস্কে কত জনে। প্রেম জেচে প্রেমকরা শিখে এই খানে ॥ খারাব না করে যেন আর ফের কারে। করেন তওবা যেন সেই লাখ বারে ॥ শুনিয়া আঙ্গটি তবে করে কোন কাম। হুকুম করিল ডেকে জেন্নাতে তামাম ॥ ঘড়িবিচে এমন জাগা করিল দুরস্ত। দেখিলে বেহস্ত যারা ভুলে যায় বেহেস্ত ॥ কি করি ছেফত তার আমি একমুখে। আজব আজব কারখানা লাখেলাখে ॥ তৈয়ার হৈল যদি বাগান গোলজার। আশক মাশুক চলে দেখিতে বাহার মাহালম চেয়েন বানু দুজনচলিল। দাইবুড়ি দেখিবারেরওানা হইল বিবির যেছয় বহিন সাতেসাতে যায়। যতেক খাদেম লোক চলিল হামরায় ॥ যাইয়া দেখেন সবে করিয়া খেয়াল। দেখিয়া বাহার হোস হইল বেহাল ॥ আবদুল মজিদ বলে দেলে হৈয়া সাধ। আল্লা নবী না ভজিলে উম্মর বরবাদ ॥

শাহালম ও বিবি ছুরতন্নেছার সাদী খুব
ধুমে হইবার বিবরণ।

পয়ার ছন্দ।--আবাদ হইবে এবে মনের আলম। সাদির বাবেতে মেরা চলিল কলম॥ কারার আশক করে মাশুকের সাদী। দেলের মস্তিকে খুব করিবে আবাদী॥ অয়রাণ হৈয়া ছিল প্রেমের বসতি আবাদ করিব খুব বসায়ে রাইতি॥ নুতন হইতে যদি আবাদ হইবে কত কত কাল নাম অবশ্য রহিবে॥ একারনে করি বস্তি আবাদ করিরা। টুটেছিল বস্তি কিসে শুন দেল দিয়া॥ রাজা রহে বির-হেতে প্রজা করে প্রেম। খাজানা মিলিবে কোথা কমে ক্রমে ক্রম রাজা যদিরাজত্ব করিতেদেল করে। গৃহস্থরায়েত আনিবসায়বিস্তরে গৃহস্থরায়তযারারজত্বতেনাই। সেরাজার রাজত্বসে অকারণভাই॥একা রণেস্বভুমিতেগৃহস্থ রায়েত। বসাইলে তারে যে অনেক কেফায়েত শাহেআলমেরদেল বস্তিযে অয়রাণ। গৃহস্থরায়েতজান ছুরতন্নেছান দুজনার দিয়াসাদি মিটাইবসাধ। অয়রান দেলেরবস্তি করিব আবাদ দুই দেল একান্তর মিলিবা ছওাব। জোটা দেলে ভেঙ্গে দিলে সে বড় আজাব॥ এই মতে সবে থাকে হরষিত হইয়া। দাই বুড়ি কহে বিবি তারে ছমঝাইয়া॥ অকারনে দেরি কেন করিতেছ তুমি।-দুঃখ দেও আশকের সেই প্রেমের প্রেমি॥ পানির নিকটে যদি পিয়াসা বসিয়া। পিয়সা যে যায় যদি পানি না পিইয়া॥ তবে অকারন তার বাচিয়া জীবন। এই বাত কহি আমি শুন দিয়া মন॥ শাহালম সাথে সাদি করাব তোমার। রওসন হইবে আখি দেখিয়া আমার একথা শুনিয়া বিবি কবুল করিল। আর সবে শুনেমনে আনন্দিত হৈল॥ ছুরাতন্নেছাঁর্ন বিবি খেয়াল করিয়া। সেই যে আইনা বেসর হাতেতে লইয়া॥চেয়েন বানুর তরে বকশিস করিল। পাইয়া চেয়েন বানুখোসাল হইল॥ছুরতন্নেছা বিবি বলেদায়েরতরে। করনাসিঙ্গার খুব তুমি মেরা তরে॥ সিঙ্গার করেন দাই বিবিরে লইয়া। আবদুল মজিদ বলে শুন দেল দিয়া॥

ছুরতন্নেছা বিবির সিঙ্গারের বিবরণ।

পয়ার ছন্দ।--পহেলা তারিফ তার ছের পরে বাল। সে বাল সে আশকের জীবনের কাল॥ বালে বালে গজমাতি খঞ্জনীর মন।

সিথিতে গুজিয়া চুটী চুড়ারবন্ধন॥ তাহাতে বান্দিল ঝাপা লটকনে এয়াকুত। দেখিতে বেহুস হয় মদনের সুত॥ পারাইল সিতাপাটী মতি নেকালিয়া। সে মাথে সিন্দুর দিল বিত্রিত করিয়া॥ দেখিতে বাহার কেমন মাথা ও পেসানি। চমক এমত তার সুরুয নেসানি সে মাথাতে দিল যদি প্রেম রত্ন টীকা। এমন ছুরত তার আছে দুটি কাণ। তাহারে জানিবে ভাই খেয়ালের খাম॥ ঝমুকা সে কানে দিল আর রত্ন দানা। তাহার চমক দেখে আশক দেওানা॥ দুটি ভুরু যেন তার কামান আকার। মৃগের নয়ন মত নয়ন তাহার ছোরমা কাজল দিল সেই নয়নেতে। ভুলে যায় মুনিগণ তার কটাক্ষেতে পাপনির বালে তার গুটী গুটি তিল। সেই যে চাহনি বাণে আশকে মুস্কিল॥ হেন নাক পোভা কার যথা পান লিখি। কি কব বাহার তার যেন বেল কলি॥ তাহাতে বোরাক সাজে করে ঝিলিমিলি। আছমানের পরে যেন চমকে বিজলী॥ কি কব সে দুটি লব ঢোরখ এমনি। দেখিয়া লজ্জিত হয় লাল বদখসানি॥ কি লিখিব আমি তার গলার বাহার। গোল হাজার ফুল যথা তাহার আকার॥ সে গোল বাহার খানি চামেলির শোভা। দেখে তপ জপ ছাড়ে মুনি মনলোভা॥ দাতের কি কব শোভা যেন মতিহার। আনারের দানা মত চমক তাহার॥ ছোরাহীর মত তার গলার গঠন দেখিলে তাহারে পায় আশেক জীবন॥ তাহাতে সোনার চিক আর যে হাসলী। বিরাজে বেকট দানা মোহন চাঁপা কলি॥ কুন্দিকার তুলমত দুইবাজু তার। তার বাজুবন্দ তায় দেখিতে বাহার॥ হাতে পিন্দাইল তার কনকের চুড়ি। তাহার উপরে লাল জওাহের যুড়ি মেহদির রঙ্গ তার হাতে পায় সাজে। আঙ্গুলেতে রঙ্গ রঙ্গ আঙ্গুটী বিরাজে॥ নখ তার দ্বিতিয়ার চাদের আকার। এক এক অঙ্গলিতে হয়েছে বাহার॥ দুই কুচ তাহার কি কহিব রঙ্গ ভঙ্গি। দেখে রঙ্গ লেবু হয় কমলা নারেঙ্গি॥ রসিক বলেন তারে প্রেম মধু রস। চন্দ্র সুর্য্য তারা দেখে হইল অবশ॥ নাতি তার সুগভীর কমলে বিরাজে মদন তাহার বিচে রসে প্রেম সাজে॥ কমর তাহার যেন চুল হইতে

সরু। দেখিলে মরিয়া যায় মদনের গুরু॥ তাহাতে যে চন্দ্রহার খুব শোভাপায়।তাহারবন্ধনেযেআশকমারা যায়। আর কিলিখিব আমি হালপুসিদারসেথাহৈলেনমুদার দুনিয়া আধার॥ তাহার অবস্থা যদি লিখি সমাচার। ছরাছর গোস্তাখী যে হইবে আমার॥কি কব তারিফ আমি তাহারজঙ্ঘার। যেজন আশকতার তাহাকে জাহের॥পায়েতে নুপুলসাজে বাঁককুড়া তাতে। চটক পিন্দায় তার দশ আঙ্গলিতে রাজ হংস মত তার চালের ছেফত। লিখিতে না পারি আমি তার হকিকত॥ পিন্দাইল খুব তারে কিমতি বসন। বার শত সিঙ্গার ষোল শত আভরন॥ যাহার ছুরত খুবি আল্লার মেহেরে। সজন করিলে তার কিহয় জেওরে॥ কি হইবে তার তরে জেওর শোভায় বে জেওরে দেখকেমন চান্দ শোভা পায়॥ সাজন করিয়া তবে সে বিবির তরে। বসাইল লিয়া তারে মছনদ উপরে॥ শাহে আলমের তরে সে মাহে আলম। প্রেম রসি চেয়েন বানু চেয়েনের বেগম॥ করি অলৌকীক সাজ আশক মাফিক। হয়যেমন প্রেম রসে মাশুক রফিক॥ বশাইল দুজনাবে লয়ে এক সাথ। দিন গোজারিয়া গেল হইল যে রাত॥ আর সবে বসিলেন মছনদ বিচেতে। পরিস্থানী সেই পাখা বিবি লিয়া হাতে॥ ডাহিন তরফ হইতে পাখা ফেরাইল পাখা ফিরাইতে সেই বিবির দেরী ছিল॥ তবে সে হাজ্জার পরী ইন্দ্রের আখড়া। লইয়া পৌছিল সেই খানে খাড়া খাড়া॥ শুন্য হহতে বাজা কত বাজায় মধুর। রঙ্গ রঙ্গ তাহাতে বেহদ্দ তাল সুর পরীর আখাড়া এসে হৈল মমুদার। এক এক পরী তার কি কব বাহার॥ আদমের সাদী বিচে পরীজাত নাচে। তার বড়া খুবি কিবা দুনিয়াতে আছে॥ নও জুওান একপরী মজলেছ বিচেতে। গাইলেন এই গান শাহানা সুরেতে॥

গজল হিন্দি মোবারক বাদি রাগিনী
শাহান তাল পোস্তা।

সাদিয়ে জেলওায়ে দেলদার মোবারক হবে।
আয়েস আসরতকা সারাঞ্জাম মোবারক হবে॥

বাদ মুদ্দৎকে এহদুলিনকা নাছিবা জাগা।
ফারসে রাহাত পর আব আরমান মোবারক হবে॥
ছারবে কুমরিকো ছাজাওার হো বুল বুল কো গুল।
হামকো এহ্ছারবে গুল আন্দাম মোবারক হবে॥

পয়ার।—গান শুনে দেখে সব পরীর ছুরত। সবে হইয়া গেল যেন মাঠীর মুরত॥ হোস গোস না রহিল দেখে পরীগণে। বিন্দিল এস্কের তীর সকলের প্রাণে॥ প্রেম সরোবরে সবে দেখে ঢেউ নাচ পানি আলোড়নে যথা ভাসে কত মাছ॥ কি কহিব কি লিখিব নাচের ছেফত। পরীগণ নাচে গায় বড় খুব ছুরত॥ এমন হইল গান নাচে সারি সারি। দেখিয়ে আকুল হয় ময়ূর ময়ূরী॥ হোসেতে আসিয়া সবে দেখে তাকাইয়া। কেহ গোঙ্গা কেহ বহরা অবাক হইয়া॥ খেয়ালে আসিল বিবি ছুরতন্নেছান। দেখিল বেহোসে সবে আছেন হয়রান। যতন করে ঘড়ি এক আর নাচ হৈলে॥ সুদ বুদ না রহিবে আর কার দেল। এতেক ভাবিয়া বিবী আপনা মনেতে। সেই পাখা ঘুরাইল বাম তরফেতে॥ যত নাচ রঙ্গ আর ইন্দ্রের আখাড়া। গায়েব হইয়া সব গেল খাড়া খাড়া॥ তাজ্জব হইয়া সব কহেন বিবিরে। হাজার তারিফ তব আক্কেল উপরে॥ কোথা হৈতে দাই তেরা এমন ছওাল। পাইয়া আছিল কেমন ভাতে হাল চাল॥ সাবাস যে দাই তোর সাবাস যে তুই। সাবাস আনিল আর এ ছওাল যেই॥ সাবাস তোমার পরে যে হয় আশেক সাবাস চেয়েন বান্দু চেয়েন আশক॥ এই বাত কহা শুনা করেন তামাম। দেল দিয়া শুন কিছু সাদির আঞ্জাম॥ কাজিকে ডাকিয়া নেকা খানি পড়াইল। কাজিরে এনাম কত মালমাত্তা দিল॥ তার পরে দোহাকারে আরশি দেখাইয়া। বাসর ঘরে দুইজনে দিল পৌ-ছাইয়া॥ বাসর ঘরেতে গিয়া সোনার খাটেতে। বসিলেন আশক মাশুক এক সাথে॥ ফুল পরে ভ্রমরা যেমন উড়ে বসে। বার বার মধু যেন পিয়ে রঙ্গরসে॥ তাহার হইতে আর হইল অধিক। আশ-কেতে ভুলা ছিল প্রেমের রসিক॥ যার লাগি মন বান্দা পাইল

যদি তারে। রসিক হইলে সেই অবশ্য বিচারে॥ এমন কেছমত আমি না দেখি কাহার। ছুরতের খানহৈল যার এক্তিয়ার॥ সাবাস কেছমত যার আজব কেছমত। পাইলেন শাহ আলম এমন ছুরত খেলওাত খানায় রহে নবীন দুজন। মনের মাফিকদোন হইল মিলন চেয়েন বানু বিবী হরষিত হইয়া। আপনা সিঙ্গার করে দাই বোলাইয়া॥ যতেকজেওর ছিল ওজুদে পিন্দিল। ছুরতন্নেছার মত সাজন হইল॥ নাকেতে দিলেন সেই আইনা বেছর। চমক তাহার যেন নুরবরাবর॥ যাহাতে নজর হয় তামাম জাহানন রওসনি যেমন তার চান্দের সমান॥ সে বেছর নাক বিচে এমন সাজিল। জমি পরে রবি যেন উদয় হইল॥ যেমন যৌবন তারতেমনি আইনা। দেখিয়া যে মাহালম হইল দেওানা॥ মাহালম চেয়েন বানু মেলে দুইজন। চেয়েন বানু মেলে যেন ব্যাকুল হইয়া। অন্ধ যেমন খুসি হয় নয়ন পাইয়া॥ শাহালম মাহ বরাবর চাদপায়। যেমন বুল২ সেইফুলেতে বেড়ায়॥ মজিদ কহেন ভেবে এলাহী আহমদ। এই হদ হৈতে হৈল রঙ্গিনের হদ॥

গান॥

রাগিনী বেহাগ তাল তেতালা॥

অনেক দুঃখেতে দোহে মিলন হইয়া ছিল।
সংসার তাপিনী তাহে তাপিত করিয়া দিল॥
জেন পরী দুই বিরাগী, আপনা মতলব লাগি,
মহরুম নগরে আসি, নিশা যোগে ওতারিল॥
আইল মহল বিচে, দেখে দোহে শুয়ে আছে,
জেন পরী দেখে দোহে, আপনা ভুলিয়া গেল॥
জেন নিল চায়েনেরে, পরী শাহে আলমেরে,
শুণ্যেতে লইয়া তারা, আপন আপন দেশে গেল।
একি বিপরীত দায়, শুনে প্রাণ ফেটে যায়,
কহে গোলাম মওলা মিছে, এ সংসার মায়া জাল॥

—০—

শাহালম ও ছুরতন্নেছাকে রাত্র যোগে জেন
ও পরীতে নিয়া যায় তাহাহ রিবরণ।

পয়ার।—এই মতে গোজারিয়া যায় কত দিন। কত রঙ্গ পয়দা করে এলাহী আলমীন॥ গমে খুসি পয়দা করে খুসি বিচেগম। দুঃখ সুখ কভু নরম গরম॥ ছুরতনেছার যে ছওাল করে ছিল। সে তিন ছওাল মাহে আলম আনিল॥ জেন হইতে আনিলেন সেই অঙ্গুস্তরী। পরী স্থানে সেই পাখা দিল আমল পরী॥ আইনা বেছর আনে কাপুর হইতে। তার হকিকত ফের শুন দিয়া চিতে জেনের বাদশাহদেয় আঙ্গটীর তরে। বহুত আফছোছ ফের করিয়া বিচারে॥ মরতবা আছিল মেরা আঙ্গটি হইতে। নবীর কছম খেয়ে দিনু লাচারিতে॥ যাহারে আঙ্গটি দিনু তার দোষ নাই। উপকার করে মেরা নিয়া গেল সেই॥ ছুরতন্নেছান বিবী ছওাল করিয়া। মাহে আলমেরে দিয়াছিল পাঠাইয়া॥ বিবির কারনে কিনা আঙ্গটী গিয়াছে। নহে মাহালম না আসিত মেরা কাছে॥ এবাত ভাবিয়া জেনহেথা আপনারে। আঙ্গটি আনিতে যায় বিবির হুজুরে॥ আল্লার কুদরত দেখ ফের এমন হৈল। পরীস্থান বিচে যে আমেল পরী ছিল॥ আপনা মনেতে ফের করিল বিচার। নবীর কছম খেয়ে হইনু লাচার॥ মাহালমে পাঙ্খা দিনু হইয়া বেদিল। রহিনু ছাতিতে দিয়া আপনার শিল॥ সেই শাঙ্খা লাগি মেরা আছিল মরতোবা। হইয়া আছিল পরীস্থান বিচে শোভা॥ মনে ভাবে পরিস্থানে সেই আমেল পরী। পাঙ্খারে আনিব গিয়া করে আমি চুরি॥ সেই রাতে সেই পরী তক্তেতে বসিয়া। পরীস্থানহৈতে আসে আপনি উড়িয়া॥ এখনেতে জেন আপনার লিয়া তক্ত। পথে দেখা হৈল জেন পরী সেই অক্ত॥ জেনেরে কহেন পরী কি লাগিয়া যাও। পরীরা কহেন জেন আমাকে বাতাও॥ জেন কহে আঙ্গটি আনিতে আমি যাব। পরী বলে মেরা সেই পাঙ্খাকে আনিব॥ এবাত কহিয়া দোহে চলে হাওা ভরে। আসিয়া পৌছিল দোহে মহরুম নগরে॥ যেই রাতে খেলওাতে থাকেন দুজন। সাদি হৈয়া দু-জনার হইল মিলন॥ সেই

রাতে জেন পরী আসিয়া পৌছিল। শাহালম ছুরতন্নেছান যেথা ছিল॥ সেই আঙ্গটি ছিল বিবির আঙ্গুলিতে। পরীর সে পাখা ছিল শাহা আলমের হাতে॥ কামানল মিলনের পানিতে নিভাইয়া। বেহেসিতে দোহে নিন্দে আছিল শুইয়া॥ সেই অক্তে জেন পরী হৈল উপস্থিত। আশেক মাশুকে দেখে হইল লজ্জিত॥ এমন ছুরত আল্লা দিয়াছে দোঁহারে। আশেক হইল জেন পরী দোন পরে॥ ছুরতন্নেছানে জেন আশেক হইল। সে আখেল পরী শাহালমেতে মজিল॥ আশেক হইয়া জেন পরী দুই জনে। শাহালম ও ছুরতন্নেছার কারণে॥ উঠাইয়া দুইজনে দোহার সে তক্তে। লইয়া চলিল সেথা হৈতে সেই অক্তে॥ ছুরতন্নেছানে জেন লইয়া চলিল। আপনা মকামে সেই যাইয়া পৌছিল॥ হাত হৈতে আঙ্গুস্তরি নিল নেকালিয়া। শাহালমে শরীস্থানে পরী গেল নিয়া॥ আপনার পাখা পরী ও তারিয়া নিলা। শাহালমে তক্ত শুদ্ধ লইয়া রাখিলা॥ রাত গোজারিয়া গেল হইল বেহান। জেনের মুলুকে জাগে ছুরতন্নেছান পরির মুলুকবিচে সে শাহে আলম। নিন্দহৈতে উঠিয়া করিল বড়া গম॥ দোন মুলুকেতে দোহে রহিল মুস্কিলে। নিদ্রা ভঙ্গে উঠীয়া ভাবনে দোহে দেলে॥ আমার মকাম নহে দোছরা মুলুক। কোথা গেল সেই বিবি আমার মাশুক॥ হয়বতে রহিল সেহ মুখে নাহি বাত অকস্মাৎ ছেরে যেন পড়ে বজ্রাঘাত॥ দোহে আপনার দুঃখ আপে দেখে কাঁন্দে। আশেক মাশুক বিনে দেল নাহি বান্ধে॥ দু-নয়নে আছুচলে আহা জারিকরে। দুঃখির দুঃখের কথা কে কহিতে পারে॥ ছুরতন্নেছার তরে জেন কহে বাত। ছোবত কবুল কর তুমি মোর সাথ॥ পরীর মুলুকে পরী শাহালমে কহে। আমারে ছোহবত কর এই দেল চাহে॥ জেন কহে যেমন বাত পরীও তেমন। নারাজ হইল দোহে শুনিয়া কথন॥ সে দু-জনে জেন পরী বহুত কহিল। আখেরেতে বেড়ী দিয়া কয়েদ রাখিল॥ আবদুল মজিদ কহে হইয়া হয়রান। বিবি থাকেজেন দেশে মিঞাপরীস্থান।গোলাম মওলা কহেএলাহির কাজ। কে বলিতে পারে ভাই বলসেই রাজ॥

গান ॥

রাগিনী বেহাগ তাল মধ্যমান।

নিদ্রায় এমন ঘোর হইল রাত্র নিশীথ ভাগেতে।
এসে চোর চুরি করে, তবু সে জানিতে নারে,
দিল দাগা দেলেতে ॥ না দেখি এমন চুরি,
নিল শুন্যে যেন পরী, উড়াইয়া আগেতে।
আল্লার গজব হৈল, মিলিয়া জুদাই কৈল,
প্রেম রস রাগেতে। আবদুল মজিদ বলে,
গাই আমি প্রেম ছলে, এ বেহাগ রাগেতে ॥

--:০:--

শাহালম ছুরতন্নেছা গায়েব হওয়ায় মহরূম নগরে মাতম পড়িবার বয়ান ॥

পয়ার।--মহরূম নগর বিচে কেহ নাহি জানে। নিদ্রা হৈতে সকলই উঠিল বিহানে ॥ মাহালম চেয়েনবানু দাই বুড়ি তিন। ছুরতন্নেছান বিবির সে ছয় বহিন ॥ ছুরতন্নেছান শাহে আলমের তরে না দেখিয়া সকলেতে ভাবেন অন্তরে ॥ কোথা গেল শাহালম ছুরতন্নেছান। আপনা দেলেতে সবে হইল হয়রান ॥ কাঁদিয়া২ সবে ঢুড়িয়া বেড়ায়। বুছিতে না পারে কিছু না পায় উপায় ॥ চেয়েন বানু মাহালম জমিনেপড়িয়া। শাহা আলমের তরে কাঁদেন বিনাইয়া ছুরতন্নেছার লাগি করে হায় হায়। দাই বুড়ি ভুমে পাড় গড়াগড়ি যায় ॥ কান্দে যে ছুরতন্নেছার সে ছয় বহিন। কি করিলে হায় হায় এলাহী আলমীন ॥ চাকর নফর লোকজন সবে কান্দে। গরীব মিছকিন কান্দে বুক নাহি বান্ধে ॥ কাঁদিছে রায়েত আর শহর বাজার মহরূম নগরে সোর হৈল কান্দনার॥ কোথা গেল কেহ না জানিতে পারে ভেদ। খুজিয়া খুজিয়া মনে বড় হৈল খেদ ॥ বহুত আফছোছ করে দেখিয়া রায়ত। উপস্থিত হৈল যেন রোজ কেয়ামত ॥ আসে পাশে জঙ্গলে ময়দানে খোজে সব। ঘরে নাই কোথা গেল এ বড়

গজব ॥ হয়বতে পড়িয়া সবেহৈল অচেতন। আহা জারি করে সেথা করে সর্ব্বজন ॥ খুব মতে খোজা চুড়া করিতে লাগিল। এই মতে কতদিন গোজারিয়া গেল ॥ আবদুল মজিদ কহে কেচ্ছা হৈল তুল আঞ্জাম করিয়া দিবে এলাহী রছুল ॥

গান ॥

রাগিনী ভৈরবী তাল খেরাবাদা ॥

ভোর হইল, নিশী গেলে, প্রিয় বন্ধু কোথা।
না দেখিয়া প্রাণ যায় প্রাণে হৈল ব্যাথা ॥
ছিক সেই প্রাণ ধন, লিল চুরি করে মন
খালি ধড় ধড়ফড়, যেন নাহি মাথা।
আবদুল মজিদ বলে, এই মত চিন্তাসলে,
কোথা সেই ছিল যেই শির পরে ছাতা ॥

—০—

মাহালমকে জাদুগির গাছ বানাইয়া নিয়া যায়
ও বহুত তকলিফ দেয় এবং মহরূম
নগরে দোবারা মাতম পড়ে

তাহার বিবরণ।

পয়ার।—এখানের কথা ফের রহিল এক্ষনে। আর এক ঘোর চক্র শুন সর্ব্ব জনে ॥ কাণপুর বিচে ছিল গোল আন্দাম বিবি। তার বাপে রূইখান্দা নামে ডাকে সবি ॥ পিছেতে জানিল সেই বেটির বয়ান। নাহক সে মাহালম করিল হয়রান ॥ এমনফছাদ করে বেটিকে আমার ডাইন করিয়া নেকালিল দেশ পার ॥ রূইখান্দা নামযার বড়যাদুগরী। হইল তাহাতে তার বেজার খাতির॥ মনেতে কহেন শাহেআলমে পাইলে। যাদুর কারখানাবিচে রাখিব মুস্কিলে একথা ভাবিয়া সে বজ্জাত যাদুগীর। মাহালমে খুজি বারে করিল ফিকির ॥ অপনার সে যাদুর কেতাব দেখিয়া। মাহালমের কথা যত এলেমে জানিয়া ॥ মালুম করিল আছে মহরূম নগরে। আপনি চলিয়া আইল এলেমের জোরে॥ মহরূম নগরবিচে আসিয়া পৌছিল

সেথা একজন তারেদেখিতে পাইল॥ দেখিয়া তাহার তরে বিদেশী আদমী। পুছিতে লাগিল কোথাহৈতে আইলে তুমি॥ শাহা আলম আর বিবি ছুরতন্নেছানে। আপনি দেখেছ কিবা পোছে সেই জনে কহিল সে যাদুগীর মক্কর করিয়া। এক ঠাই সে দোহারে আইনু দেখিয়া॥ পছিতে লাগিল ফের সেই জন তারে। কোথা দেখিয়াছ তুমি কহনা আমারে॥ তাহার কহিলে ভেদ নেহাল হইবে। যা মাঙ্গিবে তাহাতুমি আলবত্তা পাইবে॥ শুনিয়া কহেন ফের যাদুগীর বাত। মাহালম যেথা আছে চল মোর সাথ॥ তাহার হুজুরে আমি সে বাত কহিব। আপনা মতলব মতে এনাম মাঙ্গিব॥ একথা শুনিয়া সেই নিয়া যায় তারে। দাখিল করিল মাহালম হুজুরে॥ মাহা আলমের তরে কহে সেই জন। মিঞা বিবি দোহাকারে দেখেছে এজন॥ মাহে আলম কহে তারে বৈসহেথা ভাই। কোথা আছে কহ দোহে আমারে ছমঝাই॥ মাহালম চিনিতে না পারে যাদুগীরে। বদলিয়া রূপ সেই আসে যাদু জোরে॥ শুনিয়া হইল জমা আদমির ঠাঠ। সে খানে হইল যেন ছওদার হাট॥ যাদুগীর আপনার দেলে বিচারিয়া। আপনা মন্তর পড়ে এয়াদকরিয়া॥ মাহে আলমের তরে যাদু ফুকদিল। যাদুরজোরেতে তারে গাছ বানাইল হয়ে গেল এক বড়া দরক্ত আজিম। যেমন দুনিয়া বিচে হয় গাছনিম কুদিয়া সে যাদুগীর সে গাছে চড়িল। ফের সেই গাছ পরে মন্ত্রর ফুকিল॥ শুন্য পথে সেই গাছ উড়িয়া চলিল। আপনা মুলুকে যাদুগীর যেপৌছিল॥সেখানে বানায় তারে আদম ছুরত। পোছেন তাহার তরে সব হকিকত॥ কেন তুমি করিলে এমন বদকাম। কুঙরী বেটীর মোর করিলে বদনাম॥ এখনেতে কিবা চারা কহনা আমারে শিখাইব তার মজা এখন তোমারে॥ বাঘের ফেরেব দাও ছাগল হইয়া। মচ্ছর হইয়া মার হাতিকে ধরিয়া॥ কেমন বুদ্ধিমান কেমন ধর গুণ। একথা কহিয়া সেই পড়িল আফছুন॥ যাদুর হইল এক জেন যে তৈয়ার। আগুনের লাঠি লিয়া তারে দি মার॥ হাত পাঙ মাহলমের আগে বেন্ধে নিল। বহুত তকলিফ তার করিতে লাগিল॥ এমন যন্ত্রণা সেই দিল তার তরে। কিখিতে পারি তাহা

কলমে না সরে ॥ ফের সেই যাদুগীর পড়িল মন্তর। মাহে আলমের তরে করিয়া সাতর॥ যাদুর জোরেতে তার জান নেকালিয়া। ফের এক যাদুর কুত্তাকে বানাইয়া॥ কুত্তার ধড়েতে মাহে আলমের জান রাখিয়া তাহার ধড় করে খান খান॥ ছুরি লাগাইয়া রান খান করে তারে। কসাই যেমন গোস্ত তরাসে হাতিয়ারে॥ মাহালমে কাটীয়া চাল্লিশ খণ্ড কিয়া। এক হাড়ি ভিতরেতে রাখিল ঢাকিয়া॥ উপরে করিল বন্দ ঢাকিয়া ছরপোস। আপনার ঘরহৈতে দুর সাত কোস যাদুর তালাব ফের সেখানে করিয়া। তার পানি পঙ্ক বিচে সে হাড়ি গাড়িয়া॥ তার পরে চারি পাসে পড়িল আফছুন। তামাম হইল সেথা জলন্ত আগুন॥ ফের চারি দিকে করে যাদুর পাহাড় উপরে ঢাকিয়া বড়া লোহার কেওয়ার॥ ভিতরে আগুন যথা দিল ফুক দম। পাহাড় সমেত সব করিল গরম॥ তামাম পাহাড়ে হেন হইল মালুম। জলন্ত অনল বিচে যেন অগ্নি ধুম॥ সেই সব যাদুর কারখানার উপরে। পক্ষীর তকত নাহি উড়ে যাইতে পারে॥ যদি পক্ষী উড়ে যায় উপরে তাহার। জলিয়া আগুন তেজে হয় ছারখার যাদুর জোরেতে কত শত করে রঙ্গ। সেথা হৈতে তার বাড়ী তক যে সুড়ঙ্গ॥ সেই সুড়রঙ্গের পরে যাদুর জোরেতে। হরঘড়ি যাদুগীর যদুচালাইতে॥ সেথাহৈতে যাদুগীর ঘরআপনার। কতসব কারখানা যাদুর ব্যাপার॥ যাদুরদরিয়া করেযাদুরলহর। আড়েদিগে ত্রিশকোশ যাদুরকহর কি লিখিব আমিসে যাদুর কারখানা। ফালাতুন দেখিত যে হইত দেওয়ান॥ শাম আলম আর কামলাক যাদু জাত। হাতেম তাইর হাতে যে হয় নিপাত॥ সেহ নাকরিতে পারে এমন হেকমত লোকমান দেখিলে মনে হইত হয়বত॥ এখানে সে যদুগীরে এত্তা কাম করে সেখানে অফত হৈল মহরুম নগরে॥ যখন সে যাদুগীর গাছ গেল নিয়া। তামাম লোকের তরে হয়বত করিয়া॥ মুখে বাত নাহি সরে বুদ্ধি হৈল গুম। হায় হায় সোর ছাড়া নাহি কিছু ধুম॥ কেয়ামত পরে হৈল ফের কেয়ামত। আফত উপরে ফের ঘটে মুছিবত॥ চেয়েন বানু দাই বুড়ি আর লোক জন। পড়িল বেহুস

হৈয়া মোরদারযেমন॥মাতম পড়িলযেন কারবালা ময়দানে। মহরুম নগর বিচে হল তেমনে॥ চেয়েন বানু জারি করে মুখে বলে হায়। এহাল দেখিয়া কিছু না পায় উপায়॥ আচম্বিতে হবেহেন কে পারে জানিতে। কত দিন গোজারিল শোক এই মতে॥ ছুরতন্নেছান আর শাহা আলমের। মাহে আলম তিন জনার দিশা কৈল ঢের কিছু না খবর যদি মিলিল তাহার। চেয়েন বানু দই বুড়ি করেন বিচার॥ এত দিন হৈল কিছু না মেলে খবর। আর কত দিন থাকি করিয়া ছবর॥ এ কথা ভাবিয়া কহে বিবি চেয়েন রানু। দাই বুড়ি মেহেরবান দেল দিয়া শুন॥ তুমি আর সে ছয় বহিন ঘরে থাক। ঘর বার সব চিজে নেঘাবানি রাখ॥ দেশে দেশে যাব আমি হয়ে উদাসিনী। করিব তল্লাস আমি হৈয়া বিরহিনা॥ সে তিনের হৈল যদি এমন আফত। একা আমি কি করিয়া রহি ছালামত॥ জান মাল হোস যদি গেল নেকালিয়া॥ কিহইবে খালি ধড় আমার রাখিয়া॥ যাদি পাই তবে দেখা পাইবে আমার। নহে যাব সাত সমুদ্র তের নদী পার॥ দুনিয়াতে এমন জান কিহবে রাখিয়া। পরখ করিব বক্ত খুজিয়া চুড়িয়া॥ একথা কহিল বিবি দায়েরে হুজুর। দুমনা হইয়া দাই করিল মঞ্জুর॥ তখন সেবিবি করে বাসন্তি লেবাছ মর্দ্দানা ফকির বেশ ফকিরের খাছ॥ হলকা খেলকা তছবি চামর আর ঝলি। কাচ কৌল গলায় নিল গলেতে ছেহেলী॥ আসনের লাগি নিল এক মৃগছালা। মারফতি ফকিরের কেতাব রেছালা॥ গাজাভাঙ্গ ধুতুরা যতেকতারসাজ। মছল্লানিলেক একপড়িতেনামজ অঙ্গেতে মলিল রাগ বিভুতি ভুষণ। কিস্তি আসা কুম্বি সোটা নিল কত ধন॥ খুলিয়া ছেরের আপনার মায়া কেশ। যাহাকে বলিতে হয় ফকিরানা বেশ॥ মায়া মোহাব্বত ছেড়ে তিনের খাতির। দম শা-মাদার বলে হাকিল জিকির॥ নিয়া মাবুদের নাম নামাজ শোক রানা। পড়িয়া মহল হৈতে হইল রওানা॥ আল্লাহ বলিয়া মুখে করে হায় হায়। চলিল তাল্লাস লাগি ভাবিয়া খোদায়॥ সে চেয়েন বানুর যে দেখিয়া এহাল। মহরুম নগর বিচে তামাম বেহাল॥

আবদুল মজিদ কহে হইয়া উদাস। তার বেশ দেখে জান হয় পাস পাস ॥ গোলাম মওলা মনে দুঃখিত হইয়া। বিরহে বেহাগ গান লিখিল ভাবিয়া ॥

গান ॥

রাগিনী বেহাগ তাল এক তালা।

হায় হায় কোথা এবে যাইব এখন।
এত দিন পরে বুঝি হলোরে মরণ ॥
থাকিয়া আশার আশ, পুষেছিনু মন আশে, এবে পড়ি
নিরাশে, ওহে নিরঞ্জন। দুঃখেতে জীবন গেল,
হায় হায় একি হ'ল, প্রাণনাথ কোথা গেল, কে
কৈল হরণ। মাহালম গেল কোথা, ছুরতন্নেছান
সুতা. না জানি কেমন কথা, নিদ্রা কি স্বপন ॥
প্রিয়াগণ কারণেতে, যোগ বেশে দেশ বিদেশেতে,
চলিনু যোগিনী মতে, করি আরাধন। মনোবাঞ্ছা
যদি পূরে, আসিব মহরুম পুরে, নহে ফিরিব না
ফিরে, যাবত জীবন ॥ গোলাম মওলা কহে
ধ্বনি, কেতাবে এমন শুনি, খুজিলে মিলয় মণি, করনা সাধন ॥

—•:::•—

চেএননবানু বিবি যোগিনী হৈয়া, মাহালম, শাহালম এবং ছুরতন্নেছার তল্লাসে যায় তাহার বয়ান ॥

ত্রিপদী।—চেএনবানু বিবি তবে, হৈয়া উদানিনা ভবে, চলিল যে দেশ দেশন্তরে। বন্দরের গেল কাছে, যেখানে জাহাজ আছে সেই খানে পৌছিল কাতরে॥ কহে জাহাজির তরে, শুন আমি কহি তোরে, মুছিবত দিয়াছে খোদায়। যাব আমি জাহাজেতে, পাল বান্দ ভাল মতে, দেখি আল্লা কোথা নিয়া যায় ॥ একথা বলিয়া বিবী, উঠে জাহাজে সেভাবি, দরিয়া উপরে চলি যায়। এইমত মাস তিন, পুরা হৈল দিনে দিন, এক রঙ্গ দেখায় খোদায়॥ দেখে

টাপু আছে দুরে, মালুম হইল তারে, সেই টাপু দিয়া সে জাহাজ যখন চলিয়া যায়, সে বিবি শুনিতে পায়, একজনে করেন আওাজ আওাজ করেন তথা, কেতাবে পড়িল যথা, মক্তবেতে আলেমের কাছে॥ বিবি যে শুনিতে পায়া, কিস্তির মাঝিকে কয়, এই দীপে লোক জন আছে॥ কি কারণে বকে সেই, তাহারে দেখিয়া যাই, জাহাজ লঙ্গরকর তুমি। কেমন তাহার হাল, আছে সেথা কি খেয়াল, দেখিয়া আসিব ফিরে আমি॥ শুনিয়া সে মাঝি বাতে, কিস্তি রাখেসেখানেতে.চেএন বানু উঠিল দ্বীপেতে। যাইয়া তহার পাশে, দেখে এক জন বসে, পড়ে সেহ কেতাব মুখেতে॥ পাগল মাফিক রহে,বেহুসির বাত কহে, কত দের পরে চুপহৈল। দেখিয়া এহাল তার, সেই বিবি জার জার, তার তরে পুছিতে লাগিল॥ কি কারণে তুমি ভাই, কি খেদেতে কর এই, পাগল হইয়া বকো কেনে। শুনিয়া কহেন সেই, কি কহিব আমি ভাই, পাগল হইনু যে কারণে॥ কহি শুন সব বাত, দেশ নাম গুজরাত, আমি এক আমির নন্দন॥ আমার যে মাতা পিতা, ওস্তাদ রাখিয়া সেথা, মোর তরে করায় পালন॥ ফারছি পড়ায় মোরে, আবজদ তার পরে তার পরে কোরান পড়ায়। করিমা এনসা আদি, আর যে দেওান ছাদি, গোলেস্তা ও বোস্তা দেখায়॥ জেলেখা আমাদ নামা, আর মা মোকিমা, এনশা জাত জামাল কাওনিন। ছিবিয়া তাহার পরে এনশা মতলব মোরে, হর কোরাণ কেতাব প্রবীণ॥ আল্লামি দস্তুরুল এনশা, যতেক কেতাব খাসা, দরছিয়াত কেতাব পড়িনু। দেওান হাফেজ আর, উরফি বদর সার,জহিপ আর খাকানি দেখিনু আছফি নাছের আলি, দেওান ছায়েব আলি, এই মত দেওানের কেতাব। ওস্তাদ মতলব খুব, বুঝায় করিয়া হুব, যত ছিল ছওাল জওাব॥ মিজান মনসব আর, তশরিফ জোবদাসার, সারে মোল্লা সরে বেকায়া। আরবি বেতাব যত, ফারহাঙ্গ লোক কত, কাফিয়া মছনবী ও ছফিয়া॥ যে হেন এমন কুন্দ, কলিযেন থাকে বন্ধ যত পড়ি মনে নাহি রয়। এলেম যে হেন মেরা, দিনে দিনে হয় বুরা,

এই মতে কত দিন যায় ॥ একদিন ওস্তাদ মোরে, বহুত ধরিয়া মারে ভুলা পাঠ ইয়াদলাগিয়া। মোর গোশ্বাহৈয়া বড়া,সেই দমে খাড়াং সেথা হৈতে আসি পলাইয়া ॥ মনেতে করিনু বদি, এলেম না হৈল যদি বৃথা তবে আমার জীবন। দরিয়া কেনারে যাব, জল বিচে ঝাপ দিব, দেলে ভেবে করিনু গমন ॥ দরিয়া কেনারে গিয়া, দেখি আমি তাকাইয়া, এক বুড়া পীর জুব্বা পোষ। কেতাব হাতেতে লিয় সিন্ধু বিচে দাড়াইয়া, পড়ে পীর হইয়া বাহোস ॥ এমন ছুরত তার মুখে দাড়ি যে বাহার, নুর চমকিত সে পেলানি। দেখিয়া সে পীর নামি, মনেতে বুঝিনু আমি, খোওাজ খেজেরের নেসানি ॥ এহাল দেখিনু যবে, উচাটন হৈল তবে, ধরিতে না পারিনু যে দিল। গেনু যে দরিয়া বিচে, যেতে আমি তার কাছে, নজদিগে হইতে দাখিল যাই আমি যতদুরে ধরিতে নাপারি পীরে, সেবি হেটে হেটে মাঝে গেল। বেতাব হইল পানি, ঘুমে পীর সেই খানি, এই বাত মোরে বোলে গেল ॥ সাতরোজ গেলে পরে, মতলব মিলিবে তোরে, বড়ই লায়েক হৈয়া যাবে। ফাজেলের শুমারিতে, হইবে এ দুনিয়াতে, বহুত মতলব যে মিলিবে ॥ কহে পীর ডুবেগেল, বড়ই মওজা হৈল ভাসাইয়া মোরে লইয়া যায়। মওজা এমন জোরে, উচা নিচা করে মোরে, এই দ্বীপে আনিয়া পৌছায় ॥ যখন খুলিনু আখি, এই দ্বীপ দেখি তাকি, বসিয়া রহিনু এই খানে। আজ হৈতে সাত দিন, দেখি এলেমের চিন, খালি কেতাবের বাত মনে ॥ আওাজ গায়েব আজি, শুনিতে পাইনু বুঝি, এলাহীর মেহের হইতে ॥ আওাজ আইল এই, আজ তব পানে যেই, আসিবেন জান এখানেতে ॥ দরুদ আকবর জানে, পড়িয়া যে সেই জনে, ফুক যদি দেয় তেরা পর। এলেমের ভেদ তবে, বে হদ্দ মালুম হবে, মতলব মিলিবে বহুতর ॥ এই হাল মেরা আছে, কহিনু তোমার কাছে, আইলে তুমি দেখিতে যে মোরে। ছাবেত কেছমত আজি, দরুদ আকবর বুঝি, মালুম আছেন তেরা তরে ॥ চেয়েন বানু শুনে বাত, সেই খানে সাতে সাত, দরুদ আকবর যে পড়িল। সাত বার দম করে,

ফুকে দিল তার পরে, পাগমামী তখনি ছুটীল॥ তাহাতে হইল হুস বহুত হইল খোস, ধরিল আসিয়া পায় তার। দোহে এক সাথ হৈয়া, সেথা হৈতে উঠে গিয়া, জাহাজেতে হইল ছওার॥ সেথা হৈতে সে জাহাজ, চলে দদিয়ার মাছ, কত দিনে কুলেতে লাগিল। উতরে জাহাজ হৈতে, দোন জন এক সাথে, লোক জমা বহুত হইল॥ সে সব দেখিয়া বিবী পোছে কোথা হৈতে নবি, কি কারণে কোথা যাবে সবে॥ শুনে তারা কহে পাশে, ঘরযে মেচ্ছের দেশে, মোরা সবে কাছেদ জানিবে॥ আওরঙ্গি নওরঙ্গির, দোন যে বাদশার উজির, আমাদেরসেই ভেজিয়াছে। তার বেটা শাহালম, তার দোস্ত মাহালম, তার জরু চেয়েনবানু আছে॥ খুজিয়া মুল্লুক ছারা, নাপাইয়া ভালাবুরা, মহরুম নগর শুনিয়াছে। তোমাদের ঘর কোথা, কহ যদি জান সেথা, মোরা সবে যাব তার কাছে শুনে বিবী এই বাত, কপালে মারিল হাত, বেহুসেতে যায় গড়াগড়ি। দেখে হাল সবলোক, হয়রতে করেন শোক, বিবিরে পুছিল সেই ঘড়ি॥ কি করিগে কান্দ হেন তোমার এ হাল কেন, দেখিয়া তাজ্জব হৈনুমনে। শুনে বিবী বাত কহে, খুজিতেছ তোমরা যাহে তারা দোন নাহি সেই খানে গয়েব হয়েছে তারা,নাহি জানি ভালা বুরা, কোথা গেল না মেলে ঠিকানা। যতেক দুঃখের বাত, কহে বিবী সেই সাথ, একে একে তার কারখানা॥ যখন কহিলবিবী, সে বাত শুনিয়া সবে, বেহুস হইয়া পড়েগেল। ভুমেতে পড়িয়া থাকে দুনিয়া আন্ধার দেখে, একে একে মাতম করিল॥ হোসেতে আসিয়া সবে, কহিতে লাগিল তবে, কি বুদ্ধি করিব কি উপায়। আল্লার আজব মায়া, দুঃখ পরে দুঃখ দিয়া, হয়রান করেন সবায়॥ কি করিব মছলে হাত, কহ তার হকিকত, শুনে বিবি কহে তা সবারে। কতদুর আস তোমরা; ফিরে গেলে বড়া বুরা, বদনামি হইবে সংসারে॥ বাত সব শুন মেরা, এই কাম কর তোমরা, মহরুম নগরবিচে যাহ। মেরাএক খতলিয়া, এইজাহাজেচড়িয়, দাইকে এই বাত গিয়া কহ॥ এক দাই সেথা আছে, রোকা দিবে তার

কাছে, তোমরা থাকিবে সে নগরে। আমি যাই তাল্লাসেতে, আল্লা যদি দেয় ফতে, তবে গেখা হবে সবাকারে॥ যে থাকে কপালে মেরা, আল্লা জানে ভালা বুরা, এই বাত কহিনু তোমারে। এ বাত শুনিয়া সবে বিদায় হইল তবে, চড়িলেন জাহাজ উপরে॥ জাহাজ খুলিয়া গেল; কত দিনেতে পৌছিল, মহরুম নগর টাপু কাছে উতরে জাহাজ হৈতে; চলিলেন পথে পথে, দাই বুড়ি যে খানেতে আছে॥ সেই থানে সবে যায়, দাইকে দেখিতে পায়; দিল চেয়েন বানু বিবির খত। দাইকে কহেন সবে, আইল তারা যেই ভাবে; একে২ যত হকিকত॥ শুনেদাই জারে জার, জারি করে বেসোমার তারা সব রহে যেসেখানে। চেয়েনবানু এখানেতে যায় তার সাথে সাথে, সেইজন কহে বিবিরসনে॥এখানহইতেমোর; থোড়দুর আছে ঘর, মেরা সঙ্গে চল তুমি এবে। খাতির করিব তেরা, আরমান মিটীবে মেরা; থোড়া দিন রয়ে চলি যাবে॥ চেয়েনবানু শুনে বাত চলিলেন তারসাথ, তার বাড়ি যাইয়া পৌছিল। দেখিয়া মা বাপ তার বহুত করেন পিয়ার, সবহাল পুছিতে লাগিল॥ যতেক আপন ব্যথা, বাপকে কহেন কথা, শুনে বড় হরষিত মনে। চেয়েনবানু তরে, বহুত খাতির করে, এনে দিল কত মাল ধন॥ না লয় সে মাল মাত্তা, কহে তবে সব কথা, যক আপনার হালছিল। শুনিয়া তাজ্জব সবে; বিদায় করেন তবে; সেথা হৈতে সে বিবি চলিল। আবদুল মজিদ বলে; চেয়েন বানুরদেল জ্বলে, হয় যে দাহন কানন শাহালম মাহালমে, ছুরতের সে বেগমে, বনে২ খোজে মনেমন॥

চেয়েনবানু বিবি এক আশকের মতলব
পুরা করে তাহার রয়ান।

পয়ার।—সেথা হৈতে চেয়েনবানু একাকিনী হৈয়া। জঙ্গল ময়-দান বিচে যায় যে চলিলয়া॥ দুর হৈতে দেখে বিবি করিয়া নজর। এক জন বসে আছে ময়দান উপর॥ তাহার নজদিকে বিবি যাইয়া পৌছিল। মজনুর ছুরত যেমন দেখিতে পাইল॥ হাড়চাম রহিয়াছে বদনে তাহার। আখি মুদে বসে আসে হৈয়া বেকারার॥ মনে মনে

এইবাত কহে ফোকারিয়া। এহালেতে যদি মোরেমেলহে আসিয়া তবেত এজানবাচে হাজারশোকর। নাচাহিবতোরছারাযদিমেলেহুর চেয়েনবান্নু ডাক দিয়া পুছিল তাহারে। এমন হালে তুমি কেন কিসের খাতেরে॥ এবাত শুনিল যবে কহে সেই জন। কি শুনিবে তুমি মেরা দুঃখ বিবরণ॥ তোমার মতন কত এখানে আসিয়া। পুছিয়া আমার হাল গেলসে চলিয়া॥ কেহ নাকরিতে পারে আমার এলাজ। তুমি কি পুছহ ভাই এসে মোরে আজ॥ শুনাইলে বেফা-য়দা তোমারে কি হবে। এহালেতে জান মেরা থোড়া দিন যাবে এবাত শুনিল যবে চেয়েনের বেগম দেল বিচে হৈল তার বড় দর্দ্দ গম॥ পুছিতে লাগিল তারে শুন মোছাফির। কি হাল তহনা তব করিব ফিকির॥ তব কাম লাগি যদি যায় মোর জান। তাও দিতে পারি আমি কহিনু নিদান॥ লোকের ভালাই করা সব হইতে ভাল তোমার যনের বাত একে একে বল॥ মোছাফির শুনে যদি তার এমন বাত। কহিতে লাগিল তবে শুন হকিকত॥ ছেপাহি আছিনু আমি রূজির তল্লাশে। যেতে ছিনু বেড়াইয়া এদেশে সে দেশে হেথা হইতে থোড়া দুর এলমান নগর। তারবিচে আছে এক আমি রের ঘর॥ যাইয়া পৌছিনু আমি তাহার বাড়িতে। দেখিয়া আমার তরে লাগিল কহিতে॥ কি কারনে আইলে তুমি আমার হুজুরে। শুনিয়া কহিনু আমি তার বরাবরে॥ চাকরী তাল্লাশে আমি ফিরি দেশে দেশে। শুনিয়া তোমার নাম আসি তব পাশে। একথা শুনিয়া মোরে রাখিল চাকর। মসাহারা আমার করিয়া মকর্ররর॥ এই মতে কত দিন তাহার বাটীতে। চাকরী বাজাই আর থাকি আনন্দেতে॥ সেই আমিরের এক বেটি আছে ঘরে। এসে খাড়া হইয়া ছিল আপন দুওারে॥ দেখিয়া তাহারে আমি হইনু বেকারার সামালিতে না পারিয়া দেল আপনার॥ আশেক খেয়াল জোরে বেতাব হইনু। খানা পিনা নিন্দ আমি সকলি তেজিনু॥ বসিয়া সেখানে রাত দিন জারে জার। দেখিয়া আমির মোরে পোছে সমা চার॥ কিছু না কহিনু আমি সরমের মারে। সে আমির জেদ করে

পুছে ফের মোরে নাচারে তাহারে এইবাত কহি আমি। কহিব যে বাত জান বখসি কর তুমি॥ সুনিয়া কহেন জান বখসিনু তোমার কি বাত তোমার দেলে কহ সমাচার॥ কহিনু যে এক দিন দেখি বেটি তেরা। আশক খেয়াল জোরে জান যায় মেরা॥ সে বিবির তরে মোরে যদি সাদি দিবে। তবেত এ জান মেরা আলবত্তা বাচিবে॥ এবাত আমির মেরা শুনিলেক যদি। কহে মেরা চারা নাহি দিতে তারে সাদি॥ সে বিবির এক্তিয়ার এ বাতেতে আছে এবাত পুছিবে যদি যাহ তার কাছে॥ শুনিয়া এ বাত তার হুজুরেতে গেনু। আশকির হাল সব জাহের করিনু॥ শুনিয়া সে বিবি কহে মোরে হামেহাল। নাহক করিলে তুমি আমার খেয়াল॥ আমাকে পাইবে বড়কঠিনতোমারে এমনযদিকেহহয় দুনিয়াভিতরে তাহাকে পুছিব আমি আছে সাত বাত। যে জওাব দিতে পারে হব তার হাত॥ তবেত তাহারে আমি কবুল করিব। নহেত এখান হৈতে নেকালিয়া দিব॥ শুনিয়া কহিনু আমি কহ কেমন বাত। একথা শুনিয়া কহে বিবি নেকজাত॥ কিছু না বুঝিতে পারি কি বাত সে কহে। ভালা বুরা জওাব না দিতে পারি তাহে॥ দেখিয়া সে বিবিমোরে বড়াগোশ্বা হৈল। গরদানেতে হাত দিয়ানেকালিয়া দিল॥ সেখান হইতে আমি কান্দিয়া কান্দিয়া॥ এই যে ময়দান বিচে বসিনু আসিয়া॥ আশক আগুনে জ্বলে হইনু কাবাব। না ছোটে খেয়াল তার হইনু খারাব॥ দানা পানি কিছু নাই খাই গাছ পাত। এতেক দঃখেতে তবু আছেত হায়াত॥ আজ কত দিন হৈল মেরা হাল এই। এই হালে বিবি মেলে তবে রক্ষা পাই॥ একথা কহিয়া জার জার হৈয়া কান্দে। গেল সেই দেখে হাল বুক নাহি বান্দে॥মোছাফির তরেকহে সেচেয়েন বেগম্। মনেকিছু তুমি আর নাহি করগম॥ আমারে লইয়াচল কেথাসেই বিবি। কেমনসাত বাত পুছে কেমন তার খুবি॥ শুনিয়া সে মোছাফির সঙ্গেতে চলিল বিবির বাটিতে গিয়া সে দোহে পৌছিল॥ বিবিরে খবর দিল দরওানি ভিতর॥ শুনিয়া সে বিবি দোহে

বোলয় অন্দর ॥ পুছিতে লাগিল বিবিকহ মোছাফের। মোর কাছে আইস তুমি কিসের খাতের ॥ শুনিয়া কহেন যে চেয়েনবানু তারে। একারনে আসি আমি তব বরাবরে ॥ এ জন আশেক তব পরে হইয়াছে অশকের আগুনেতে সেই জ্বলিতেছে ॥ মেহের নজর পরে তাকাও উহারে। বহুত ছওাব পাবে আল্লার হুজুরে ॥ আশক আগুন পরে পানি ডাল তুমি। একারনে তার তরে লইয়া আসি আমি শুনিয়া সে বিবি কহে তারতরে বাত। যেজওাব দিতে পারে মোর সাত বাত ॥ কহিবে যে সাত বাতছাওল মাফিক। আউওাল আখেরে মোর হবে রফিক ॥ শুনিয়া চেয়েনবান কহেন বিবিকে যদি সে ছওাল আমি দিতে পারি তোকে। তবে তুমি এই জনে করিবে কবুল। কারার করন্য যেন না হয় অদুল ॥ শুনিয়া সে বিবি কহে করিবে মঞ্জুর। পহেলা ছওাল কহে তাহার হুজুর ॥ সাপ বরাবর দুই জিব আছে তার। মুখ দিয়া বিষ তার বহে বেসোমার সে বিষ বহিলে মতিমালা হৈয়া যায়। মুখে ভর দিয়া সেই ময়দানেতে ধায় ॥ এক কুণ্ডা আছে সে কুণ্ডায় পিয়ে পানি। ফের বিষ সেই মত বহায় তখনি ॥ ফনা তার আছে যেন সাপের মতন কিন্তু সে সাপের জাত নাহিক জীবন ॥ কোন চিজ আছে সেই কহনা আমারে। দোছরা যে বাত আছে কহিব তোমারে ॥ এবাত সুনিয়া কহেসেচেয়েন বেগম। সেইচিজ আছেজান লিখিবার কলম শুনিয়া সে বিবি মনে হয়রতে রহিল। বহুত তাজ্জিম তার করিতে লাগিল ॥ দোছরা যে বাত এই সুন দেল দিয়া। জান তন কিছু নাহি বেজান হইয়া ॥ দুনিয়া জাহানের বাত কহেসেই। বদনে বদন তারকুদরত এলাই॥সেইকোন চিজ আছে কহনা আমারে। তেছরা ছওাল ফের কহিব তোমারে॥ সুনে বিবি কহে তারে সুনহ তারিফ সেইচিজ আছে জান কোরাণ শরীফ ॥ সুনিয়া সে বিবি কহে সাবাস২। তেছরা ছওাল এই কহি তব পাশ ॥ এক বাগিচার বিচে মেওা গাছ ছিল। তাহা হৈতে এক মেওা খোসে পড়ে গেল ॥ সে ফল আনিতে দু গোলাম দৌড়েযায়। দৌড়িল নাহক সেহ আর

জন পায়॥ সে জন পাইল কিন্তু নাপায় খাইতে। আর একজন খায় বড় আনন্দেতে॥ যদি সে ফলের তরে সে জন খাইল। বাগানের মালি তারে দেখিতে পাইল॥ যেজন খাইল মেওা নাকহিয়া তারে আর একজনে মালি কিকারনে মারে॥ যে জন খাইল মার না কান্দে সে জন। আর একজন যে কান্দিল কি কারন॥এই যত জন একজন তাহাতে। জুদা নাহি থোড়া কিছু রহে এক সাথে॥ কিন্তু সেই একের বাতেতে সব থাকে। সেই কোন চিজ তুমি কহনা আমাকে শুনিয়া চেয়েন বানু বুদ্ধির জোরেতে। বুঝিয়া কহেন সেই বিবির হুজুরেতে॥ সেই চিজ যত জান মানুষের অজুদ। তার সমাচার জান কহি যে নমুদ॥ গোলম যে দোন পাঙ সেই দৌড়ে গেল। দৌড়িয়া সে গেল কিন্তু হাত যে পাইল॥ সে হাত পাইল কিন্তু খইতে নাপায়। আছুদা হইয়া মুখ আনন্দেতে খায়॥ সেমুখ খাইল কিন্তু না খায় সেমার। নাহক খাইল মার পিঠ অবিচার॥ সেবেচারা মার খেয়ে রহে দেল বেন্দে। তাহার দেখিয়া হাল চক্ষুদুটী কান্দে এই সব দেলের যে এক্তিয়ার থাকে। এই ভেদ তার বিচে কহি যে তোমাকে॥ শুনিয়া সে বিবি কহে তারিফ হাজার। দুনিয়ার বিচে বুদ্ধি দেখি যে তোমার॥ ফের বিবি কহে তারে চৌথা ছওাল। এবাতেতে খুব তুমি করিবে খেয়াল॥ এমন কে আছে জান দুই মছাফির। এক জনা বড় তেজ এক জনা বিবির॥ শুনিয়া সে বিবি কহে বিবিরে আরজ। দুইমোছাফের যান চান্দ ও সুরয॥ এবাত শুনিয়া বিবি তাজ্জব হইল। পঞ্চম ছওাল ফের কহিতে লাগিল এমন কি আছে কোথা একটি আনার। আছেন বিচেতে জান বার দান তারা॥ এক এক দানাতে যে ত্রিশ ত্রিশ দানা। সেই কোন চিজ আছে আমারে বলনা॥ সে বিবিরে কহে বিবি শুন মোর বাত বরছ মাহিনা দিন কহিনু নেহাত॥ শুনিয়া সে বিবি কহে সাবাস আক্কেল। ষষ্ঠ ছওাল এই শুন দিয়া দেল॥ এমন কি এই চিজ কহনা সমঝাই। মা বাপ হাতপাঙ কিছু তারনাই॥ সমায় মাফিক সে করে কারবার। মানুষের তরে সেই করেন আহার॥ সেই জন

কেবাকহ না বুঝিয়া। স্থনিয়া চেয়েনবান কহেন হাসিয়া সেদোহার তরে জান গম আর খুসি। বুরা হৈলে গম হয় ভাল হৈলে হাসি॥ শুনি বিবি তাহার তারিফ করে ভারি। সপ্তম ছওাল তারে কহিল আখেরি॥ এমন কি চার করে এলাহী জনম। যার হৈতে নমুদার তামাম আলম॥ সেই চার কোন চিজ কহ এই বার॥ আশক মতলব পাবে ছওাব তোমার॥ শুনিয়া সেবিবি কহে বিবিরে তখন। আব আতস খাক বাদ এই চার জন॥ শুনিয়া সে বিবি তাজ্জব যে হয়। কহেন এমন বুদ্ধি দিয়াছেখোদয়॥ সাবাস মা বাপ তব সাবাস ওস্তাদ। এত দিনে মেরা দেল করাইলে সাদ॥ স্থনিয়া চেয়েনবানু কহে বিবির তরে। করনা করনা আদা আপনা একরারে॥ আশেকের খেয়ালেতে এই মছাফির। তব আসনাই লাগি বড়ই অস্থির॥ স্থনিয়া সে বাত বিবি কবুল করিল। বড়ই ধুমেতে সাদি দোহাকর হৈল॥ আশেক মাস্থক মিলাইল দুই জন। তার হৈল খুবি এর বাচিল জীবন॥ আশক মাস্থক দোহে বড়ই খোসল॥ মাত্তার সিন্ধু যেন পাইল কাঙ্গাল॥ করেন খাতের দারি সেলু সাইজির। তারিফ ছেফত যার সংসারে জাহির॥ বহুত মিনতি করে কহে দুই জন তুমি না করিলে ইহা না হইত মিলন॥ চেয়েনবানু সেথা হৈতে বিদায় হইয়া। একাকিনী চলে যায় এলাহী ভাবিয়া॥তাল্লাস করিয়া ফেরে জঙ্গল ময়দানে। আবদুল মজিদ কহে পেরেসানি মনে॥

ত্রিপদী। সেখান হইতে বিবি, দেলেতে দরদ ভাবি, তেজিয়া যে আপনার আরাম। হয়ে পাগলিনা পারা, খুজিল মুল্লুক ছারা, হপ্ত আকলিমে তামাম॥ লাহোর অযোধ্যা দিল্লী, বেহার বোগদাদ বলি গৌউর সোলতান এলাহাবাদ। আগরা রাজপুতানা,সিন্ধু কচ্ছমেদিয়ানা, গুজরাট শাহা জাহানাবাদ॥ পানিপথ করনাল আর আউরঙ্গবাদ বাদশার; বিদর বরবব বিচাপুর। সম্বল মুর্শিদাবাদ, বোম্বাই হায়দারাবাদ, চিন পাটনা আর মহীস্থর॥ উত্তর সরখার দেশ; মানিক পাটন শেষ, বালা মুটে কর লাট ওস্থর। দ্বারাবিড় মান্দরাজ কোচি, মালওারের গলি কুচি, নিবা কুড়া কারনা মালুর

আরব এশিয়া আর, আফরিকা নাম তার, আফরিকা ইউরোপ আজমির। রুশ আর রুমশাম, চিন ও তাতার নাম, তিব্বত নেপাল আর পেগু, এক হৈতে আর মজাদার॥ খাইয়া আছুদা হৈল কারে না দেখিতে পাইল, লোক জন সেথা কেহনাই। বড়ই অলস হৈয়া গাছের তলায় গিয়া, আরাম করিল সেই ঠাই॥ একে ফুল খোসবু তাহে, তাতে ঠাণ্ডা হাওা বহে, থাক্কা মান্দা হৈয়া শুয়ে গেল। আচানক কত পরী, হাত ধরে সারি সারি, আসি তারা সে খানে পোছিল॥ শুয়েছেন চেয়েনবানু, যেন আকাশের ভানু, বিবোলিত নিন্দের খোমার। দেখিলেন পরীগণ, সুয়ে আছে এক জন, আপনারা করিল বিচার॥ এ আদম এখানেতে পৌছিলেক কেমনেতে, আমার বাদশার আছে মানা। ইহারে লইয়া যাব, বাদ শারে দেখাইব, যাহা সে করেন যাবে জানা॥ একথা ভাবিয়া সবে, চেয়েনবানুর তবে, নিন্দের খোমার যেমন ছিল। উঠাইয়া হাতে হাত, উড়ে চলে পরাজাত. পরীস্থানে লিয়া পৌছাইল॥ সেখানের বাদশাজেই, নাম আমেল পরী সেই, নিল যার পাজ্যা মাহালমে। তাহার নিকটে গিয়া, চেয়েন বানুরে লিয়া, দাখিল করিল সেই দমে॥ দেখিয়া আমেল পরী, উত্তাপ হইল ভারি, নিন্দ হইতে জাগাইল তারে। পোছেন তাহারে বাত, কহতুমি হকিকত, এখানে আইলে কি খাতেরে॥ আছিল সে নিন্দখুবি, হোসেতে আসিয়া বিবীদেখে আচম্বিত হৈয়া রহে। না বুঝে পরীর মায়া, দেলে বে-খড়ক হৈয়া, আপনার সব হাল কহে॥ শুনিয়া আমেল পরী, দেলে বড় কোপ করি, তামাম পরীরে কহে বাত। ধরে এই আদমেরে, ডাল দরিয়ার পরে, সুনে সব পরী হাতে হাত॥ চেরেনবানুর তরে, উঠাইয়া সুন্য, ভরে, ফেলিলেন দরিয়া ভিতর। পড়িল যাইয়া বিবি, খাকি ছিল হৈল আবি, মউজার ঢেউতে কাতর॥ মউজ এমন হৈল কম জোর করিয়া দিল ভেসে চলে মউজের জোরে। সাত দিন এইমতে ভাসিয়া চলেন তাতে উঠিলেন দরিয়া কেনারে॥ সাত দিন দরিয়াতে রহে তাতে বেহুসিতে নোনা পানি লাগিল বদনে। তনু

ক্ষীণ হৈয়া ছিল, কিঞ্চিৎ বাহাল হৈল তাকত হইল তার তনে॥ আবদুল মজিদ বলে আল্লার মেহের হইলে কি করিতে পারেনোমা পানি। জাহানে হায়াত যার মারিলে তলওার তার কিছু নাহি তার হানি॥

চেয়েনবানু বিবি মাঞ্জুছ বাদশার তেলেছমাতে
বন্ধ হয় তাহার বয়ান।

পয়ার॥ সেথা হইতে চেয়েনবানু উঠীয়া আড়াতে॥চলিয়া যাইতে এক পাইল দেখিতে॥ কত২ রঙ্গ মেওা গাছে লাগিয়াছে ডুকেতে কাতর বিবীগেল তার কাছে॥ তুড়িয়া কয়েক ফল আছুদাতে খায় সেখান হইতে বিবি আগে চলে যায়॥ কত দুরে দেখে এক বড় বালাখানা। আগুজমানার ঘর দেখিতে পুরানা॥ দুওারে কেওয়াড় নাই খোলা সে দুয়ার॥ ভিতরেতে দেখা যায় বেহেস্ত আকার॥ তাহার উপরে বিবি দেখে তাকাইয়া। দরওাজা উপরে রাখে এবাত লিখিয়া॥ মঞ্জুছ নামেতে বাদশা ছিল নামদার সাত মুল্লুকের বাদশা আগু জমানার॥ বাদশাই করিল ভোগ সাত শও বৎসর। সাতমুলুকের সেই নিল রাজ কর॥ এক দিন সেই বাদশা শীকার লাগিয়া এই ময়দানের বিচে পৌছিল আসিয়া॥ পড়িছে বেবাহা এক লাল সব চেরাগ। দেখিলেন দুর হইতে জলে যেন আগ॥ তাহার নজদিগে বাদশাহ যাইয়া পৌছিল। কপাল সাবুদ গুনে সে লাল পাইল লৈয়া লালের তরেখোসাল হাজার। আপনাদেলেতে বাদশা করিল বিচার॥ যেমন লাল পাইয়াছি আমি বক্ত গুণে। কত কত বাদশা হইল না দেখে না শুনে। জেন্দেগী যে চিরকাল না থাকে সংসারে আমা বাদে কত বাদশা হবে এর পরে মেরা বাদে এই লালকে পাইবেক ফের। করিবে বরবাদ এই লালের খাতের॥ ইহা হৈতে এই ভাল যদি কালে কালে। থাকে এই লাল সাদা ভাল এক হালে॥ এতেক ভাবিয়া বাদশা করে এই কাম। রাজ কারিগর সব বোলায় তামাম। বানাইল এই বালাখানা খুসি হইয়া। সেই লালে রাখে তেলেছমাত বানাইয়া॥ আজদাহা সাপের এক করিয়া

আকার। বানাইল পাথরের সাত কেল্লা তার ॥ তার বিচে কেল্লাতে রাখিল সেই লালে। দিলতা সাপের ছেরেমান জথা জলে। করেন গর্জ্জন বড় ছয় কেল্লা তার। এক হইতে তাদের আওাজ ভয়ঙ্কর মধ্যেতে করিয়া এক গোস্বজ আজিম। তাহার উপরে রাখে মঞ্জির শা হাকিম ॥ আর কত্ত শত তেলেছমাত· বানাইয়া। এক সিড়ি তার পরে দিল লাগাইয়া ॥ এমন করিল যাদু তার চারি ধারে সে লাল আনিতে যেঁই যাইবে ভিতরে॥ রহিবে তাহার বিচে হইয়া পাথর। জেন্দেগী বরবাদ হবে তাহার ভিতর ॥ কিন্তু যে পড়িতে জানে দরূদ আকবর। আলবত্তা যাইবে সেই ইহার ভিতর ॥ মরদ হইয়া কেহ যাইতে নাপারে। আওরত হইলে সেই যাইবে ভিতরে সেইসব চেরাগ পাবে বড়ই মুস্কিলে। রাখিয়াছে আল্লাতালা যাহার কপালে ॥ সেই লিখা পড়িল যদি চেএনবানু বিবি। দরূদ আকবর এয়াদ পড়িল সেতাবি ॥ আপনা দেলেতে কহে আমিত আওরত আল্লা যদি করে লাল মিলিবে আলবত ॥ ভিতরে যাবার কছদ করিল তখন। মুখেতে বলিয়া আল্লানবী পঞ্চতন॥বিছমেল্লা বলিয়া পাও রাখিল দুয়ারে। ভিতরে চলিয়া গিয়া দেখে কত দুরে ॥ দুওার হইল বন্দ না মেলে ঠিকানা। বিবির দেলেতে বড় হইল ভাবনা ॥ লাখে লাখে দেখে কত পাথর মুরত। জান জিউ কিছু নাই আদমি ছুরত॥ যতজন এসে ছিল লালের খাহেসে। না পাইয়া খাড়া আছে পাথরের বেশে ॥ ফেরকত দুরে দেখে আজিম তালাব তার পানি খোসবুই যেমন গোলাব ॥ উচাটন হৈল মন বিবির তখনী গোছল করিব আমি অতি ভাল পানি ॥ নাবিল তাহার বিচে গোছল লাগিয়া ॥ ঝাপদিলসেইজলে শির ডুবাইয়া ॥ উঠাইয়াশির যদি দেখেন নজরে।পড়িয়াছে আর এক ময়দান উপরে॥ কোথাবা তালাব আর কোথা সেই পানি। বিবির লাগিল ধন্দ :মুখে নাই বাণী ॥ ফেরকত দুরেগিয়া দেখে তাকাইয়া। বড় এক দেও সেথা আছে দাড়াইয়া ॥ বিবিবে দেখিয়া দেও গর্জ্জন করিল। বেহুস হইয়া বিবি জমিনে গিরিল ॥ উঠাইরা সে বিবিরে খাইল গিলিয়া

পেটের ভিতরে বিবি দাখেল হইয়া॥ রহিল তাহার পেটে বিবিকত দিল। এক দিন ঝাড়া ফেরে সে দেও কমিন॥ বিবি নেকলিল তার গলিজ হইয়া। আপনার তরে দেখে নজর করিয়া॥ পড়িয়াছে এক ঠাই জ্বলন্ত আগুনে। আগুন জ্বলিয়া গেল তামাম বদনে॥ কান্দে জার যার হৈয়া করে বড়াশোর। রারে বারে আগুনের হৈল বড়া জোর॥ দরুদ আকবর মনে ইয়াদ না করিয়া। পোড়ে থাকে সে আগুনে কাতর হইয়া॥ না পাইয়া দিশা কিছু আপনে ছমযায় না বুঝিয়া কেন তুমি আইলে হেথায়॥ অকারনে আইলে হেথা জান গোঙাইতে। নাহক মরিবে এবে পুড়ে আগুনেতে॥ হায় আল্লা কি করিব কি হবে উপায়। আর আগুনের তেজ সহা নাহি যায়॥ জান যদি মারা যায় হয় তবে ভাল। কি করিব আল্লাতালা ঘটিল জঞ্জাল॥ কিছু নাই কমি হয় জলে সে আগুন। বারে বারে বেশী হয় বাড়ে শতগুণ॥ দিন গোজারিয়া গেল নিমাসাম হৈল আগুনের কিছু তেজ কমিতে লাগিল॥ তখনি হইয়া যাইত পাথর তজুদ। বথসিয়া ছিল তথা বিবিরে মাবুদ॥ একারণে সেই বিবি পাথর না হয়। আর যেই আসে সেই পাথর সে হয়॥ আর আগে যাইতে না পারে সেই জনে। পাথর হইয়া যায় তেলেছমাত গুণে বিবির ইয়াদ ছিলদরূদ আকবর। সেই বরকতে বিবি থাকেন অমর আবদুল মজিদ কহে এলাহী বরহক। তাহার হেকমত দেখে সবাই অবাক॥

চেয়েনবানু বিবি তেলেছমাত তুড়িয়া লাল
সব চেরাগ লইয়া বাহিরে আসে
তাহার বয়ান।

ত্রিপদী।—সেথা হইতে বিব চলে, বড়ই গমগিন হালে, দেখে সেথা করিয়া নজর। একটি দুওার আছে, গেল বিবি তার কাছে দুই শের সেথা চৌকিদার॥ বসেছে দু-বাঘ তথা, দুনয়ন জ্বলিছে এমন। আকার এমন বড়া, তুরুকের যেমন ঘোড়া, রঙ্গতার বিকট বরর॥ দেখিয়া বিবির তরে, বড় জোর গোর করে, বিবির দু-বাহু

ধরে শের। ধরিয়া খেচিল এমন, ধুবি কাঠ চেরে যেমন, দুই ফাক করিল আখের॥ ফেকিল এমন জোরে, ভিতরে বাহিয়া পরে, সেই চার দেওারি ভিতর। বিবি কিছু জানে নাই; যাদুর আলামত সেই, না মরিয়া থাকেন কাতয়॥ দেখে এলাহীর রঙ্গ, কেমন যাদুরভঙ্গ, সেদুখান অজুদ বিবির। পড়ি জমিনে যবে, এক জোড়া শিয়াল তবে, আইলেক খাবার খাতের॥ খাইয়া অজুদ তার, দুই শিয়াল রাহাদার, ভাগিয়া চলিল থোড়া দুর। গিধড়ের জোর হৈল স্বাদার হামেল রৈল, মাস তার হৈল ভরপুর॥ আল্লার কুদরত শুন জন্মহৈল চেএনবানু, ছাবেদ অজুদ যেমন ছিল। এক হৈল দুইখানা এলাহীর শোকরাণা, চেএনবানু কহিতে লাগিল॥ সেথা হৈতে চলে যায়, সে গোম্বজ হেথা পায়, সাত কেল্লার এক সাপ বড়া বসিয়া সে তার পরে,ছয়কেল্লাশোরকরে,এক হৈতে আর শোরকড়া একসিড়ি লাগিয়াছে,সেইযেশীড়ড কাছে একজন বসিয়া ফোকারে নাআইস না আইস হেথা, মানিও তামার কথা, জান রাখা সংসারে ফরজ না মানিয়া যেরা বাতে, আইলে আমার হাতে নাহক মরিবে বে-আজলে। শুনিয়া এ বাত বিবি, জানিতে পারিল সাব,দুওারেতে যে লেখা দেখিল॥ দেখিয়া এ সব হাল, বিবি দেলে করে খেয়াল এত দুরে পৌছায় খোদায়। কত কত কঠীনেতে, বাচায় আফত হৈতে, সেই লাল নজরে দেখায়॥ এজেন্দেগী এক দিন, লিবে রব্বেল আলমিন, দুইবার না হবে মরণ। নছিবেতে যে থাকিবে, তাহা এলাহী করিবে, ফিরে গেলে বৃথা এজীবন॥ এবাত ভাবিয়া দেলে, বিবি ধিরে ধিরে চলে, সিড়ির উপরে পাঙ রাখে। দেখিয়া সে জন তারে, আওজ করিয়া জোরে, বিবিরে ধরিয়া দুরে ফেকে পড়িল সে বিবি গিয়া,বেহোস বেহাল হইয়া হোস গোস কিছুনাহি বাতা কতক্ষণেহোস হৈল, উঠিয়া বিবি চলিল,ফেরসেই কহে তথা ভাতানানানিয়াবিবি বাত,সিড়িচড়ে সতেসাত,ফের তারেফোকারে সে জন॥ ফের বিবি চলেযায়, সেইজন দেখা পায়, ছয়বার ফেকিল তেমন॥ বিবী যবে সাতবারে, যাবার এরাদা করে সেই জন কহে

গোশ্বা হৈয়া। এবার আইলে তুমি আর না ছাড়িব আমি, অবশ্য যে ডালিব মারিয়া॥ শুনিয়া এবাত বিবি, এলাহী আলমীন ভাবি দেল বিচে করিল ফেকের। এলাহী মদদ হৈল,আওাজ গায়েব দিল পড় বিবি দরূদ আকবর॥ যবে সে ধরিবে তোরে, দরূদ পরিবে জোরে, ফুক দিবে উপরে তাহার। কুদরত দেখিবে আঁখে মতলব মিলিবে তোকে, সেই জন হবে ছারখার॥ মারা গেলে সেই জন টুটিবে হাতুর গুণ; হাত বাড়াইয়া লিবে লাল। শোর শার যত তার কিছু না থাকিবে আর, হবে তোর সাবুত কপাল॥ দেখ না নছিব খুবি, একথা শুমিয়া বিবি চড়িলেন সিড়িড় উপরে। ধরিল আসিয়া সেই কহিতে লাগিল মাই নাহক মরিলি এই বারে॥ এহাল দেখিয়া বিবি দরূদ আকবর। সবি পড়িয়া তাহাকে ফুকদিল আল্লার কুদরত এমন বারুদে আগুন যেমন জ্বলিয়া সে ছারখার হইল॥ যত ছিল তেলেছমাত কোথা গেল সাথে সাথ খালি ধারা আছে সেই লাল। লইয়া সে লাল বিবি দেখিয়া এহাল খুবি চলিলেন হইয়া নেহাল॥ না দেখে সে সাপবাঘ না দেখে সে দেওনাগ দেখে খালি বেবাহা ময়দান আর কত দুর যায় লাখে লাখে দেখা পায় সে ময়দানে আদমএনছান॥ যত সে পাথর ছিল আদম হইয়া গেলতেলেমাত টুটীল তখন। সবকেহ জান পায় খালাছ হইয়াযায় আল্লা নবী ধেয়ায় তখন॥ সবে এক সাথে মেলে কহে বিবি সেই হালে তাজ্জব হইল শুনে সব। দেখনা তাহার মায়া একনারী জন্ম দিয়া এমন কি কপাল করে রব॥ এক সাথে চলে তবে যাইয়া পৌছিল সবে, বালাখানার পহেলা দুঁওারে। খোলা আছে দেখা পায় বাহিরেতে সবে যায় একে একে দেশে আপনার॥ আবদুল মজিদ বলে আল্লা নবী মেরা হালে মেহেরবানি করে হেন ভাত। রাখি যে দেলেতে আশা সে লাল গওহার খাসা চেএনবানু পায় যেন ভাত।

চেএনবানু বিবিকেজেনের বাদসা জোলমাতে
বন্দ করে তাহার বয়ান।

পয়ার ছন্দ।—সেখান হইতে বিবি চলেন উঠীয়া। কোকাফ জঙ্গল আদি দেখে তাকাইয়া। ভয়ঙ্কর দেখা যায় চমকিল মনে। বাঘ ভালুক হরিণ গাণ্ডার বনেবনে॥ দেলেতে হেম্মত বেন্দে চলে ঘিরে ঘিরে। আল্লাকে ইয়াদ করে গেল কত দুরে॥ অন্যের নজর ছাপাইয়া চলেযায়। দেলবিচে আপনার ভাবিয়া খোদায়॥ আল্লানবী নাম বিনে নাহিক ভরসা। কত কত দেল বিচে করেন আন্দেশা॥ নিকালিয়া নিল আল্লা হাওান হইতে। সে জঙ্গলে কত দুর পাইল দেখিতে॥ বড় এক ময়দান কারবালা আকার। তার বিচে বহুত লস্কর বেসোমার॥ আড়ে দিকে বিশকোশ ঘিরেছে লস্কর। হাতি ঘোড়া ছেপাহির কিছু নাহি ওর॥ দেলেতে বুঝিল বিবি আদমের চিন। দেখিয়া হইল কিছু ভরসা একিন॥ জেনের বাদশা যেই ছুরতন্নেছানে। আঙ্গুটী সমেত রাতবিচে গিয়া আনে॥ সে জেনের তামামসেই ফউজলস্কর। নাছিল জেনেরহাল বিবিকে খবর॥দেলে বুঝেছিল এই আদম তামাম। আসিয়াছে বাদশা কেহ শীকারের কাম॥ এবাত ভাবিয়া বিবি গেল সেই খানে। জেন সবে দেখে বাত কহে বিবি সনে॥ কোথাহৈতে আইলে তুমিহেথা কিবা কাম ঘর তেরা কোন দেশে কিবা তেরা নাম॥ না বুঝে জিনের মায়া বিবি কহে দিল। অপনা যতেক ভেদ তারে বাতাইল॥ শুনিয়া বিবির বাত জেনে ধরে তারে। পৌছাইল লিয়া জেন বাদশার হুজুরে॥ দেখিয়া বাদশাহ তারে বড় গোস্বা হৈল। আপনা জেনের তরে কহিতে লাগিল॥ ইহারে ধরিয়া তোরা সবে নিয়াযাও। কহর জোলমাত বিচে লইয়া পৌছাও॥ বন্ধ কর লিয়া একে জোলমা-তের ঘরে। চৌকি রহিবে কত জন সে দুওারে॥ রোজ এক মুটা দানা এক কুজা পানি। আর কিছু মাঙ্গিলে সে নাদিবে কখনি॥ এমনি হুকুম বাদশাযখন করিল। বিবিকে ধরিয়াজেন লইয়া চলিল এক বৎসরের রাহা গেল ঘড়ি বিচে। লইয়া রাখিল যে জোলমাত যেথা আছে॥ জোলমাতের কারখানা আন্ধেরা তামাম। কোন খানে নাহি সেথা উজালার নাম॥ রাখিল লইয়া তারেজোলমাতেত

ঘরে। চৌকি রহিল কত জেন সে দুওারে॥ এক মুটী দানা এক কুজা পানি বিনে। আর কিছু সে বিবিরে না দেয় কখনে। এই মতে কত দিন গোজারিয়া গেল। বড় দুঃখ পাইয়া বিবি কান্দিতে লাগিল॥ আল্লার দরগায় বিবি উঠাইয়া হাত। ছজুদ শোকরানা করে মাঙ্গে মোনাজাত॥ এলাহী এমন তুমি হইলে বিমুখ। দুঃখ পরে সুখ দাও সুখ পরে দুখ॥ কি দোষ করিনু আমি তোমার দর-গায়। আলমের রব তুমি সবার খোদায়॥ আনাথের নাথ তুমি অনা-থার মাথা। অধড়ের ধড় তুমি ভিক্ষুকের দাতা॥ অমুল্যের মুল্য তুমি অ-গানের গান। অসখার সখা তুমি অ-প্রাণের প্রাণ॥ এবে তুমি নেঘাকর অধিনীর তরে। উর্দ্ধারিয়া নিলে যেন ইউনুছ নবিরে বাচাইয়া নিলে তারে মাছের পেটেতে। কত জনে বাচাইয়া নিলে কত ভাতে॥ মেরা অতি পাপ মতি দিয়া আছ তুমি। নেক কিম্বা বদ থাকি তেরা বান্দা আমি॥ উদ্ধারিয়া লেও তুমি অভাগির তরে॥ এই দোওা মাঙ্গি আমি তোমার হুজুরে। এই মত জারিকরে বিবি রাতদিন॥ মেহের হইলতারে রব্বেল আলামিন। কহে গোলাম মওলা এই একিন দেলেতে॥ মমিনের দোওা হয় কবুল দরগাতে হে এলাহী করমেতে আরো দাও শক্তি। দিবা নিশি থাকে যেন তব পদে ভক্তি॥

গান॥

দয়াবান নাম তোর,সকলি করিতে পারো।
আমি দিন হীনে কৃপা করো কর তারো॥
বিষম সঙ্কটে এসে, কিছু নাহি পাই দিশে, আমি তব আশে, তোর দয়ার আশা মোর; তুমি দায়া না করিলে কে আছে এ ভুমণ্ডলে, তোমার কৃপার তরে, সদা আছে মন আমারো॥ এবিপদে তোমা বিনে; উদ্ধারিতে দিন হীনে, কে আছে অধিন জনে ওহে প্রভু নিরাকারো। গোলাম মওলা ভাষে, আছে তোর দয়া আশে, তাতে সদা

থাকি খোসে, নবী হবেন কাণ্ডারো ॥

পয়ার।—এমতে চেয়েনবানু কান্দিয়া কান্দিয়া। বেহুসির হালে তবে রহিল পড়িয়া ॥ রাতেতে শুইয়া ছিল জোলমাতের বিচে। স্বপনে খোওাজখেজের আইল তার কাছে ॥ কহিতে লাগিল বিবি না কর ভাবনা। এই সব যত এলাহীর কারখানা ॥ দুঃখ দিল আল্লা তালা তোমার কপালে। রঞ্জ না হইলে কভু গঞ্জ নাহি মেলে ॥ সে বিবি শিখিয়াছিল দরূদ আকবর। যখন আছিল সেহ মাবাপের ঘর ॥ সেই দরূদ আকবর বাতাইল পীর। আর এক রোমাল নিন্দে দিল দস্তগীর ॥ আর ছালাই ছোরমা আখে তার দিল। জোলমাতে রওসন হবে সকলি কহিল ॥ রোমাল বাজুতে যদি বান্দিয়া রাখিবে এখানে তোমাকেকেহ দেখিতে নাপাবে ॥ যেথা দেল চাহে সেথা যাইবে উড়িয়া। পক্ষীর মাফিক উড়ে যাবে হাওা হৈয়া ॥ এ সব কহিয়া পীর ফের কহে তারে। ছুরাতন্নেছান আছে জেনের হুজুরে সে শাহে আলম আছে পরীস্থান বিচে। নামেতে আমেল পরি তারে রাখিয়াছে ॥ তেরা স্বামী মাহালমে যাদুর জোরেতে। রাখি য়াছে রুই খান্দা কানপুর দেশেতে ॥ পহেলা চলিয়া যাও জেনের মুল্লুকে। খালাস করিয়া আন ছুরতন্নেছাকে ॥ আঙ্গুটী রেখেছে জেন আপনার হাতে। মুস্কিলে পড়িলে সেহ দেয় আঙ্গুলেতে ॥ বহুত হইবে গোশ্বা যবে তেরা পর। তখনি পড়িবে তুমি দরূদ আকবর ॥ ছারখার হইয়া যাবে দরূদ বরকতে। না পড়িবে তুমি আর কিছু মছিবতে ॥ যে কামেতে যেই খানে পড়িবে দরূদ। সেই কামে ফতে তেরা করিবে মাবুদ ॥ দরূদ ফুকিলে বালা হবে ছার খার। না রাখিবে অজুদ নাপাক আপনার ॥ জেন হৈতে আঙ্গটি আর বিবিরে লইয়া ॥ সেই আঙ্গুটির তরে হুকুম করিয়া ॥ পরীস্থানে গিয়া শাহা আলমে আনিবে। পরীকে পাইয়া খুব সাজাই করিবে তার পরে সেই রুই খান্দা যাদুগীরে। মাঙ্গাইয়া নিবে তারে আঙ্গ-টির জোরে ॥ কয়েদ রাখিয়া তারে জেনের ভাবেতে। কানপুর যাবে তুমি যাদুকে তুড়িতে ॥ কয়েদ না হয় যদি সেইত বজ্জাত

কখন সে মাহালম না হইবে হাত॥ তোমা বিনে আরকেহনা যাবে সেখানে। আফত পড়িবে যবে তিছু তেরা জানে॥ দরূর আকবর পড়ে ফুক দিবে তায়। তখনি তোমার ফতে করিবে খোদায়॥ তেরা স্বামী মাহালম সেই যাদুর জোরে। যাদুকর যাদু বলে কাটে তার শিরে॥ খান খান তাহারে করিয়া বেইমান। যাদুর কুকুর ধড়ে রাখেতার জান॥ সেইকাটা গোস্ত তার খান২ কিয়া। রাখিল হাড়িতে এক ছরপোষ করিয়া॥ বানাইয়া সেই এই যাদুর তালাব তলে সাত তাল গাছ উপরেতে আব॥ তার বিচে সেই হাড়ি রাখিয়াছে নিয়া। আর কত যাদুর হেকমত বানাইয়া॥ সেই কারখানাতে দরূদ ফুকদিবে। আল্লার কুদরত তবে নজরে দেখিবে আর তেরা কাছে সেই আইয়া বেছর। পথযদি ভুলে যাও করিবে নজর॥ মালুম হইবে সব সেই আইনাতে। দিক দেশ বুঝে সুঝে যাবে সেই পথে॥ মেহেরবান অছেতেরা এলাহী আলমিন। তোর পরে নেঘাবানি আছে রাত দিন॥ এই সব বাত পীর বাতাইল তারে। বিবি সব ইয়াদ রাখে নিন্দের খোমারে॥ গায়েব হইল পীর এবাত কহিয়া। চেয়েনবানু নিন্দ হৈতে উঠে চমকিয়া॥ রূমাল ছালাই ছোরমা দেখে ছেরানাতে॥ চুমিয়া লইল তারে আপনার হাতে॥ খোসবোয়ে মোহিত হয় সেই বন্দখানা। আল্লার দরগায় বিবি ভেজেন শোকরানা॥ পীরের বক্সিসছোরমা চক্ষেতে পিন্দিল তামাম জোলমাত আখে উজালা দেখিল॥ সে কুদরতি রূমালেরে বাজুতে বান্ধিয়া। দরূদ আকবর পড়ে এলাহী ভাবিয়া॥ ছেদেক দেলেতে সে দুয়ারে ফুক দিল। আল্লার হুকুমে দ্বার খুলিয়া যে গেল উড়িয়া চলিল রূমালের কারামতে। জেন দরওানিরাকেহ না পায় দোখতে॥ পবন হইতে সে অধিক উড়ে যায়। দরওান না দেখে কিছু না পায় উপায়॥ আবদুল মজিদ কহে আজব কুদরত য়্যায়ছা বান্দারে আল্লা দেয় কেরামত॥

চেয়েনবানু বিবি জোলমাত হইতে খালাস
হইয়া, নবীর বক্সিস রূমালের

জোরে উড়িয়া যায়

তাহার বয়ান।

ত্রিপদী।—পীরের বক্সিস নিয়া, চেয়েনবানু খুসি হৈয়া, পক্ষী মতে উড়িয়া চলিল। যাইয়া পৌছিল সেথা জেনের মুল্লুক যেথা, এক ঠাই গিয়া ওর্তারিল। সেখান হইতে তবে, চেয়েনবানু চলে যবে; দেখিতে পাইল একজনে। হাতে পায় বেড়ি দিয়া, রেখেছে কয়েদ।কয়া, দেখিয়া বিবিকে নিল চিনে॥ কহিতে লাগিল তারে আইলে তুমি ক প্রকারে, সে কহর জোলমাত হইতে। বড়ই তাজ্জব এই ,জালমাতেতে যায় যেই,.কখন সেনা পারে আসিতে কিছু ডর নহ রেখে, তুমিত পরম সুখে, জোলমাত হইতে ফিরে আইলে। আফছুন ইয়াদ করে, আইলে তুমি যাদু জোরে, এইবাত লয় মোর দেলে॥ শুনে বিবি কহে তারে, লানত তাহার পরে, যেই জন যাদু টোনা জানে। এলাহী আলমিন মেরা, সব বাতে হয় পুরা, যেই পয়দা করে এ জাহানে॥ সেই আল্লা মোর তরে, উদ্ধারিয়া আনে মোরে, আর কে আনিবে বাচাইয়া॥ কহভাই তুমি মোরে, বন্দ আছ কি খাতেরে, রাত্ত দিন এত দুঃখ নিয়া॥ শুনিয়া কহেন জিন, আমার কেছমত হীন, একারনে বন্দ আছি আমি। যে দুঃখ আমার পরে, কহি যে তোমার তরে, দেল দিয়া শুনভাই তুমি॥ এই জোলমাতের বিচে, যেই জন বাদশা আছে, তাহার আছে এক বেটী। রূপে পরী বরাবর, সুন্দরেতে মনোহর, কি কহিব তার পরিপাটি॥ তাহারে দেখিয়া আমি, বেহুসে পড়িনু নামি, ছিনা মেরা হৈয়া গেল ছেদ। তাহার হইল মস্তি,, দোহে করিনু পিরিতী, জাহের হইল এই ভেদ। কত দিন গোজারিল, বাপ তার ভেদ পাইল, ধরিয়া কয়েদ কৈল মোরে। বেটি তরে বেড়ি দিয়া, কয়েদে রাখিল নিয়া এই হাল কহিনু তোমারে॥ বয়ান করিল জেনে, চেয়েনবনু ইহা শুনে, তার তরে কহে এই বাত। যে বাত পুছিব আমি যদি কহ মোরে তুমি, খালাস করিব সাথে সাথ॥ শুনিয়া কহেন সেই, কি বাত কহিবে ভাই, কহ দেলে

করিয়া পছন্দ। না মানিলে বাত তেরা, দেল জানে হবে বুরা, নবী ছোলেমানের ছওগন্দ॥ শুনে বিবি কহে তারে, এই বাত কহ মোরে, সেই নবিজীরে করে ধিয়ান। তোমার বাদশা জোরে,আনে এক আওরতেরে, নাম তার ছুরতন্নেছান॥ তারে কোথা রাখিয়াছে কহ তুমি মেরা কাছে, কেমনে তাহারে আমি পাব। শুনে জেন কহে তারে, খালাস করনা মোরে, যেথা আছে সেথা নিয়া যাব॥ চেএনবানু বাত শুনে, দরূদ আকবর মনে, এলাহী ভাবিয়া সে পড়িল। ফুক দিল বেড়ি পরে, খান খান হৈয়া গেরে, সেই জেন খালাস পাইল॥ দেখিয়া এহাল জিনে, কেরামত নিল চিনে, বহুত তারিফ তার করে। বিবিরে কহিল সেই, হাতমেরা ধরভাই, লইয়া চলিল বায়ু ভরে॥ শুনিয়া সে বিবি বাত ধরিল জেনের হাত, বায়ু ভরে জেন ধরে তায়। শুন্যেহৈতে উঠাইয়া, তাহারে চলিল লিয়া, পৌছাইল এক বাগিচায়॥ সেই বাগিচাতে গিয়া, দেখে বিবি তাকাইয়া, আছে এক বড়া বালাখানা। সেই বালাখানা হৈতে, শুনিল যে বাহিরেতে, দরদের আওাজ ক্রন্দন॥ ক্ষণে চুপহয় সেই,আপনা দুঃক্ষেতে এই, করেন সদত হায়হায়। এমন বিকল কান্দে, শুনিয়া কে বুক বান্দে, পাষাণ সে দুঃখে ফেটে যায়॥ বিবীরে সে জেন কহে. এইঘরে সেইরহে, ছুরতন্নেছান বিবি তেরা। কয়েদ পরেছে সেই, তাহার ক্রন্দন এই, বন্ধন যন্ত্রনা লহে বুরা॥ শুনিয়া জেনের কথা, বিবি মনে পায় ব্যথা, বালাখানা নিকটেতে যায়। দরওাজা নজদিকে গিয়া, দেখিলেন তাকাইয়া, কুলফ এক লাগিয়াছে তায় দরূদ আকবর বিবি, পড়িল এলাহী ভাবি, ফুক দিল দরওাজা উপর আল্লার মেহের হৈল, কেওাড় খুলিয়া গেল, দুই জন চলিল ভিতর বিবা এক ঘর চিচে, কয়েদ পাড়িয়া আছে, চেএনবানু দেখে নল চিনে। দেখিয়া বিবির তরে, বহুত আফছোছ করে, হাড় চাম বাকি আছে তনে॥ নজর করিয়া দুখে, দরূদ আকব মুখে, পড়িয়া তখনি ফুকদিল। আল্লার হুকুমেবেড়ি, খুলেগেল সেইঘড়ি,সেবিবি খালাস হয়ে গেল॥ করে দোন বড়া জারি, দেলেতে দরদ ভারি

তুপসুখ কহে আপনার। একেং হকিকত, শুনে মাহালমের বাত কান্দিয়া কান্দিয়া জারে জার॥ ছুরতমেছান ধিরে, কহে চেএনের তরে, বুঝি আল্লামেহের হইল। যেইএত্তা মছিবতে,খালাস করিয়া তাতে মোর সাথে মিলন করিল॥ তেরা মেরা এত দিনে, সাক্ষাৎ করায় এনে, সে মালিক এলহী আলমীন। এবে আর কোথা যাব, সওাগির দেখাপাব,আছিআমি পতি হৈয়াহীন॥মাহালমকোথাসেই আমার রফিক যেই, না জানি সে গেলেন কোথায়। আর কি সে দিন হবে, বিধি সবে মিলাইবে, আয় আল্লা কি করিল হায়॥ এমনি ভাবনা করে, চেএনবানু কহে তারে; জেনের আঙ্গুটী নাহি হেথা সে আঙ্গুটী না হইলে মতলব যে নাহি মেলে; চল জেন বাদশা আছে যেথা॥ শুনে জেন এইবাত; চেএনবানুর সাথ;কহে মোরডর হয় মনে॥ জেন বাদশা আছে যেথা, আমি নাহি যাব সেথা; আফত ঘটিবে মেরা জানে॥ কহে চেয়েনবানু বিবি; ডর না করিও কভি; কি করিবে সে বজ্জাত জেনে। আল্লার হুকুম পরে; খারাব কারব তারে; তবে তুমমোরে নিবে চিনে॥ আল্লার কছম মুঝে.বাদশাইদেলাব তুছে, জেনেরে করিয়া ছারখার। সাদিদিব তার ঝিরে অবশ্য যে তোর তরে, এই বাত করিনু কারার॥ তুমি এক কামকর দেলেতে হেম্মত ধর,শুন্যহৈতে লইয়পৌছাও। রাতদিন করিখেদ কলেজা হইল ছেদ, জেন কোথা আমারে বাতাও॥ একথা শুনিয়া জেন দুই বিবি আপে তিন শুন্য হৈতে উড়িয়া চলিল। যে খানে বাদশাহা জিন সে খানে পৌছিল তিন যেই খানে দরবার আছিল নজরে দেখিয়া বাদশা চিনিয়া লইল গোশ্বারড় পেচতাব হয় দেলে আবদুলমজিদকহেএলাহীযাহারে চাহেতারেজেন কিকরিতে পারে॥

পয়ার। জেনের বাদশার তরে চেয়েনবানু কহে।"হওনা আমারে গোশ্বা দেলে যত চাহে॥ ভালযদি চাহ তুমি দেহ আঙ্গটীরে। যত যতদুঃখ তুমি দিয়াছ আমারে॥ তাহার বদলে আজ পাইবে আজাব আঙ্গস্তরি দেহ নহে হইবে খারাব॥ শুনিয়া কহিল জেন তোরে নাহি ডরি। গারদ করিয়া দিব দেলে যদি করি॥ শুনিয়া চেয়েন

বান্থ কহে জেন তরে। যা কহিলে ক্ষমা দিনু আঙ্গটী দে মোরে॥ এ বাত শুনিয়া জেন আগ বরাবর। মারিতে ছুঠীল সেহ বিবির উপর॥ তখন সে চেয়েনবান্থ এলাহী ভাবিয়া। দরূদ আকবর মুখে ইয়াদ করিয়া॥ ফুকিল জেনের পরে যখন দরূদ। হাত পাও ছিড়ে খালি রহিল ওজুদ॥ জান বাকি ছিল তন রহিল তাহার। কানা খোড়া বহেরালুলাদিনা নাহিআর॥ একঠাই সেইজেন রহিল পড়িয়া দেখেসেইআঙ্গটীরেনিলউঠায়া॥আঙ্গুটিরেপোছেবিবিলইয়াহাতেতে কহরেঅঙ্গরীতুমিচলকারবাতে। শুনিয়াআঙ্গটীকহেযারহাতে॥ থাকি হইয়া তাহারআমিতার করিনেকি॥পাইয়াসেআঙ্গটিরে দুইবিবি জান বহুতহইলতারা হরযিত প্রাণ॥ যখন লাচার হৈল সেজেনের বাদশা দেখিয়াতাহার বেটাবেটিকে আন্দেশা॥আসিয়া বিবিরকাছে হইল হাজির। কহিল আমাকে মাফ করনা তকছির॥ নবীর কছম খাইয়া অঙ্গটির তরে। দিয়াছিল আগে সেই মাহে আলমেরে॥ না মানিয়া সে কছম ফের অঙ্গস্তরি। ছুরতন্নেছান সমেত করে আনে চুরি॥ তাহার সাজাই পাইলতোমার হাতেতে। আরকিছু তুমিবাত নাহি রাখ চিতে॥ শুনিয়া সে সব বিবি কতে এই বাত। দেখএই জন যে আছেন মেরাসাথ॥ তাহারে করিনু বাদশা এই জেন্নাস্থানে রহিবে যে তোমরা সবে তার তাবিয়ানে॥ না মানিলে মেরাবাত হইবে খারাব। তোমার উপরে বড় হইবে আজাব॥ শুনিয়া কবুল করে তামাম জেন্নাত। সে জেনে করিল বাদশা সেথা নেকজাত॥ জেনের বেটির পরে আশেক আছিল। তাহারে সে জেন আপে নেকাঙ্গিয়া নিল॥ সেথা হৈতে চলিল বিবি বিদায় হইয়া। স্বামার তল্লাসে চলে এলাহী ভাবিয়া॥ কত দুরে গিয়া কহে সেই আঙ্গ-টীরে। পরীস্থানে যাব শাহালমে আনিবারে॥ লইয়া পৌছাও যেথা আছে কামেল পরি। আমারে দিয়াছে দুঃখসেই বড়ভারি॥ শুনিয়া আঙ্গটি কাম করে সাথে সাথ॥ ছুরন্নেছানে ও চেয়েনবন্থকে হাতে হাত॥ চক্ষের নিমিষে দোহে পৌছায়য়া দিল। এলাহীর দরগায় দোন শোকর করিল॥ জিন্নিয়াত হাজের করে দোহার খাতেরে।

আমেল নামেতে পরীথাকে যে শহরে॥ পরীস্থান বিচে যখন যাইয়া পৌছিল। এক মানুষের তরে নজরে দেখিল॥ তখন পোছেন তারে সে দোন বিবি। হেথা তুমি কেন আছ কহনা সেতাবি॥ শুনিয়া সে জন কহে যদি পুছ তুমি। নাম মেরা আছে জান আছগার শাহা রুমী॥ কামেল পরীর বেটী আছে আমেল পরী। এই পরিস্থান বিচে যাহার ছরদারী॥ উজিরজাদা মাহা আলম নাম। মেরা সাথ করাইল তার সাদি কাম॥ ছওাল করিয়া ছিল ছুরতন্নেছান। পাঞ্জা লইবারে সেহ আসে পরীস্থান॥ আঞ্জাকে লইয়া সেহ গিয়াছে সুজন। আর পরে এসে ছিল আর এক জন॥ সেই আদমের তরে এই আমেল পরি। কয়েদ রেখেছে এই কুঙা বিচে ভরি মুখে এক পাথর রেখেছে লক্ষমনি। আর এক দেও সেথা করে নেঘাবানি॥ রোজ এক বার খানা খেলায় তাহারে। আসিয়া হামেশা পরী দেখে যে নজরে॥ তাহার উপরে পরী আশেক হইয়া বহুত কহেন তারে ছোহবত লাগিয়া॥ ছোহব্বত কবুল মর্দ্দ না করে কখন। বড়ই দুঃখেতে আছে সেহ এ কারণ॥ আদমির মুখ আমি না দেখি কখনি। আর কোন আদমেরে না দেখি না শুনি॥ আজ তোমা দোহে দেখি হইনু খোসাল। কি কারণে আইলে হেথা কহ তার হাল॥ শুনিয়া সেদুই বিবি কান্দে উভরায়। আপ নার হালযত কহের তাহায়॥ বহুত আফছোছ করে শুনিয়া অছগর গলায়২ ধরে মেলে বহুতর॥ তার তরে কহে ফের সেই দুই বিবি। পথ বাতাইয়া দেহ যাইব সেতাবি॥ শুনিয়া অছগর কহে পথ দেখাইব। তোমার সাথেতে যদি সেখানেতে যাব॥ এ হাল শুনিলে পরী করিবে খারাব। শুনিয়া সে দুই বিবি করেন জওাব কিছু নাহি ডর রাখ তুমি দেল বিচে। লইয়া চলনা সাথে যেথা কুঙা আছে॥ আল্লাযদি করে শাহালম ও পাঞ্জা নিয়া। তোমাকে পরির বিচে বাদশাহ করিয়া॥ খাজানা পৌছাবে পরী তোমারুম দেশে সেখানে বাদশাহি তুমি করিবে উল্লাসে॥ তাবেতে থাকিবে তেরা সব পরীজাদ। এলাহী মদদে তব দেল হবে সাদ॥ শুনিয়া

আছগর, শাহা খোসাল হইল। যে খানেতে কুণ্ডা ছিল যাইয়া পৌছিল ॥ দেখিয়া এ তিন জনে দেও নেঘাবান। আস্ফালন করে ভারি করি তান শান ॥ তখন এ দোন বিবি আঙ্গটির তরে। হুকুম করিল দেওজাতে মারিবারে॥ শুনিয়া আঙ্গটি বাত সেদেওরে ধরে জিন্নিয়াত জোরে তারে ডালে জমিপরে॥ ফের আঙ্গটির তরে কহে দোন বিবি কুণ্ডার পাথর উঠাও সেতাবী ॥ শুনিয়া পাথর তবে উঠাইয়া দিল। শাহা আলমের তরে বাহিরে আনিল ॥ দেখিয়া তাহার হাল দেল পেরেশান। মোরদার ধড়েতে যেন ফিরে আইল জান॥ শাহালম দোন বিবির তরেতে চিনিয়া। উঠিয়া বেহদ্দ মেলে গলায় ধরিয়া ॥ এক বারে উথলিল প্রেমের সাগর। ফুল দেখি ফুল্ল যথা হয় মধুকর ॥ জল দেখিলে যথা চাতকি হরষ ভরসা করে যে কবে হইবে বরষ ॥ তেমন হইল মন সেদোন জনার কিন্তু মাহালম শোকে সবে জার জার ॥ খুসী ও খোররমী বহু করে তিনে সেথা। তার পরে পরামশ করিয়া সর্ব্বথা ॥ তার পরে কহে ফের আঙ্গস্তরি তরে। খালাস করিয়া দেহ এই চৌকিদারে ॥ কুণ্ডা পরে নেঘাবান ছিল দেও পাপী। কয়েদ করিয়াছিল সেই আঙ্গ-স্তরী ॥ চেয়েনের হুকুমেতে খালাস হইয়া। আমেল পরীর কাছে পৌছিল যাইয়া ॥ কহিল সে সব হাল পরীর হুজুর। শুনিয়া আমেল পরি আগ বরাবর ॥ এই কথা বলাবলি করে দেওপণে। চেয়েন বানুর দল পৌছিল সেখানে ॥ লাখেং পরী সেথা আশে পাশে ছিল। এহা সবে পরিগণে নজরে দেখিল ॥ কখন না দেখে ছিল পরির ছুরত। পরিস্থানে দেখে পরী করেন হয়রত ॥ তার পরে পৌছে কামেল পরীর হুজুরে। দেখিয়া কামেল পরী তাকায় নজরে কহিতে লাগিল পরী শুনরে এনছান। কি জোরে তোমরা সবে আইলে পরীস্থান ॥ শুনিয়া চেয়েনবানু কহে পরী তরে। আল্লার হেম্মতে আসি তোমার শহরে ॥ যা হবার হইয়াছে চারানাহি আর ভালা যদি চাহপাছা দেহনা আমার॥ শুনিয়া আমেল পরী গোশ্বায় জ্বলিল। পাকড়িতে দেও গনে হুকুম করিল॥ শুনিয়া চেয়েন বানু

বড় গোশ্বা হৈয়া। দরূদ আকবর মুখে এয়াদ করিয়া॥ ফুক দিল সেই আমেল পরীর বাজুতে। দুইবাজু ভেঙ্গে তার পড়ে জমিনেতে যখন তাহার ডানা টুটিয়া পড়িল। হাত জুড়ে পরী তবে কহিতে লাগিল॥ সে পাপ্তা তোমারে দিব মাফ কর তুমি। আপনা কছুর মতে সাজা পাইনু আমি॥ তোমারে সে পাপ্তা আমি এই ক্ষণে দিব। আপনা মনেতে আমি ছবর করিব॥ মেরা বদবক্ত গুণে এহাল হইল। দুই তরফের ডানা টুটিয়া পড়িল॥পরীর বিচে হৈয়া গেনু কৌড়ির মুল। নবীর কছম না মানিয়া হৈল শুল॥ এবাত কহিয়া পরী পাপ্তা এনে দিল। দেখিয়া বিবির মনে আনন্দ হইল কহেন চেয়েন বানু সে পরীর তরে। এথানে বাদশা আছগর শাহারে॥ আপনা মুল্লুকে এই শাহারুম। যত পরিজাত তার মানিবে হুকুম॥ খাজানা ভেজিবে এই শাহারুম কাছে। রুমের মুল্লুকে যেথা তক্ত শাহি আছে॥ আমেল পরীর বেটি কামেল পরী যেই। সাত দিনে একবার যাইবেক সেই॥ এবাত না মানে যেবা একিন জানিবে। আল্লার গজবে সেহ খারাব হইবে॥ এতেক শুনিয়া পরী করিল মঞ্জুর। যেরূপে চেয়েনবানু করিল দস্তুর॥ এ সব কহিয়া তার সেই চারি জন। আঙ্গটীরে কহে মোরা করিব গমন॥ এখান হইতে শাহা রূম দেশে যাও। আছগর শাহার তরে সেখানে পৌছাও॥ শুনিয়াজেনের সেই অঙ্গটি তখন। লইয়া সে চারি জনে করিল গমন॥ যাইয়া পৌছিল সবে সেই রূম দেশে কত দিন সেখানেতে থাকেন হরষে॥ তামাম দেশের লোক দেখিয়া বাদশারে। হাজার শোকর করে আল্লার দরবারে॥ রূমের মুলুক খুব আবাদ হইল। পরওানা লিখিয়া সব মুলুকে ভেজিল॥ কতদিনে সেথা হৈতে রোখছত হইয়া। সেই আঙ্গটির তরে কহে ফরমাইয়া॥ কানপুর শহরেতে লইয়া পৌছাও। কেমন সে দেশ আছে আমাকে দেখাও॥ শুনিয়া আঙ্গটি তবে শুন্যপথ হৈতে। দাখিল করিয়া দিল সে কান পুরেতে॥ একঠাঁই তিন জনে রহে ওতারিয়া। ফের আঙ্গুটীরে বিবি কহে তাকাইয়া॥ এই শহরের

বিচে রুই খন্দা নাম। বড়ই সে যাদুগীর করে যাদু কাম॥ সেই যাদু গিরে তুমি আন গিয়া ধরে। উচিত সাজাই আমি দিব তার তরে॥ এবাত শুনিয়া সে অজরী তাড়া তাড়ি। যাদুগিরে ধরিয়া আনিল সেই ঘড়ি॥ কয়েদ রাখিল তারে জেনের তাবেতে। যাদু-গির যাদু কিছু না পারে করিতে॥ কহিল তাহারে বিবী শোন যাদুগির। মাহালম কোথা আছে করনা হাজির॥ নাহক খোয়াবে কেন আপনার জান। শুনিয়া বিবীকে কহে সে রুই খান্দান॥ কাহার তাকত আছেমেরা তরে মারে। এমনকে আছে মর্দ্দ দুনিয়া ভিতরে॥ শুনিয়া এবাত বিবি বড় গোস্বা হৈয়া। খুব কঠিনেতে রাখে কয়েদ করিয়া॥ দরুদ পড়িল বিবী ভাবিয়া রছুলে। তাহাতে সেই যাদুগির যাদু জায় ভুলে॥ তার পরে চেয়েনবানু কহে সে বিবীরে॥ শাহালম ছুরতন্নেছান বিবী তরে॥ এই খানে থাক এবে নাহি যাবে কোথা। যাই আমি যাদু বিচে স্বামী মোর যথা॥ যে ছুরাতে পীরমোরে স্বপনে কহিল। যাদু তুরিবার জন্যে হুকুমকরিল আমা বিনা আর কেহ সেথা নাহি যাবে। তবে মোর প্রাণ পতি খালাছ পাইবে॥ পীরের রুমাল বিবী হাতেতে বান্ধিয়া। দরুদ আপনা মুখে আপনি পড়িয়া॥ বিদায় হইল বিবী দুই জন হৈতে যাইয়া পৌছিল বিবী যাদু তেলেছমাতে॥ এমন দিয়াছ আল্লা দরুদ বরকত। কোন বাতে তারে কিছু না হয় হরকত॥ ফের যথা বিবি পথ না পায় ঠীকানা। নেকালিয়া দেখে সেই বেছর আইনা॥ সব কিছু তাহারে মালুম হৈয়া যায়। সেথা হৈতে চলে বিবী ভারিয়া খোদায়॥ আবদুল মজিদ কহে কমিনা অধম। অধম আল্লা নবী নাম কর ইয়াদ হরদম॥

ত্রিপদী।—ভাবিয়া খোদায়তালা, চেয়েনবানু যে একেলা, সে যাদুর ময়দানে বেড়ায়। যাদুর জমিন বিচে, কত শত যাদু আছে, তার ভেদ জানে যে খোদায়॥ রঙ্গ রঙ্গ যাদু দেখে, যে ভুমেতে পাও রাখে, ধরেপাও যাদুর ময়দানে। দরুদ আকবর তরে, পড়িয়া যে দম করে, তবে পাও ছোটে সেই খানে॥ পানি ঘষি হাতে

লয়, খুন রক্ত হৈয়া যায়, সব কারখানা যাদু জোরে। যাদুর জানওার কত, দহশত দেখায় শত, যাদুর ফওজ এসে ঘেরে॥ যাদুর আওরত মর্দ্দ, গোস্বাতে গরম হর্দ্দ, কত মতে বিবিরে ডরায়। দেখিয়া এহাল বিবি, দরুদ আকবর ভাবি, ফুক দেয় ভাবিয়া খোদায়॥ যত হেকমত যাদুর, সব হৈয়া যায় দুর, কিছুই নেশান রহে নাই। খুজিয়া২ বিবি, যাদুর ময়দান সবি, স্বামীর ঠীকানা পায় নাই॥ যে খানে না পায় দিশা, নেকালে বেছর খাসা, তার তরে নজরে দেখিয়া। সে খানে যে চিজ থাকে, আপনা নজরে দেখে সব ভেদ লয় যে বুঝিয়া॥ কতদিন গোজারিল, ময়দানে দেখিতে পাইল, আগুনের পাহাড় তামাম। ধুপের তাপেস ছুটে, ধুধু আগুন উঠে, বেহদ্দ সে খানে যাদু কাম॥ দেখিয়া নজরে বিবি এলাহী আলমীন ভাবি, ফুক দেয় পড়িয়া দরুদ। আগুন মিলয়ে যায়, তাপস না লাগে গায়, বিবি সেথা থাকেন ছাবুদ॥ সে পাহাড় কোথা গেল, বিবি না দেখিতে পাইল, তার কাছে বিবি চলে যায় এক তালাবের বিচে, আগুন যে জ্বলিতেছে, চারিধারে আগুন দেখায়॥ দরুদ আকবর মুখে, পড়িয়া তাহারে ফুকে, আল্লার হুকুমে সে তালাব। গায়েব হইয়া গেল, কতদুরে দেখা পাইল, একহাড়ি রয়েছে খারাব॥ তাহার নিকটে গিয়া, বিবি সে হাড়িকে লিয়া, হাতে তার খুলিল ছরপোস। ধড় মাহে আলমের, খণ্ড খণ্ড মুণ্ড ছের, দেখে বিবি হইল বেহোস॥ আজতক হাড়ি বিচে, গোস্ত তার তাজা আছে, বোয় গন্ধ কিছু নাহি আর। বিবি সে হাড়িকে নিয়া, সেখান হইতে গিয়া, পৌছিল যাদুর ঘরে তার॥ তল্লাস করেন দেলে, যাদু কোথা নাহি মেলে, যার ধড়ে মাহালমের জান। খুজিয়া খুজিয়া তারে, সেই যাদুগীর ঘরে, পাইল সে কুকুরে নিদান॥ যত যত যাদু আছে, দরুদ আকবর কাছে, সব হৈয়া গেল তাহে পানি। হাড়ি আর কুকুর নিয়া, বিবি মনে হরষিয়া, সেথা হৈতে আইল তখনি॥ যেখানে সে শাহালম, ছুরতের সে বেগম, সেখানেতে আসিয়া পৌছিল। যাদুর যতেক বাত, কহে

বিবি তার সাথ, শুনে দোহে তাজ্জব হইল ॥ তারপরে দরুদেরে, পড়িয়া যে দম করে, যাদুর সে কুত্তার উপর। কুকুর গায়েব হয়, মাহালম জান পায়, কাটা ধড় হাড়ির ভিতর ॥ বিছমিল্লা বলিয়া মুখে, মাহালম উঠে সুখে, হাড়ি হৈতে বাহির হইল। দেখিয়া এ তিন জনে, তাজ্জব হইল মনে, ভাবে হেথা কেমনে আইল ॥ দেখিয়া এ তিন জনে, ধরিতে না পারে মনে, এক সাথে কান্দে উভরায়। সেথা হৈতে সেই চারি, একে একে করে জারি, প্রেম ধারা নয়নে বহায় ॥ ফের সেই চারি জন, দুঃখ সুখ বিবরণ, আপ নারা কহা শুনা করে। যাদুগীর বন্ধ ছিল, তারে মাঙ্গাইয়া নিল বড় দুঃখে মারিলেন তারে ॥ ফের চারি জন সেথা, আঙ্গুটীরে কহে কথা, হেতা হৈতে আমারে উঠাও। মহরুম নগর বিচে, যেথা বালাখানা আছে, সে খানেতে লইয়া পৌছাও। শুনিয়া আঙ্গুটি বাত, পৌছাইল সেই সাত, যে খানেতে মহরুম নগর। দেখিয়া তামাম লোক, চিনিয়া করেন শোক, দাই বুড়ি অধিক কাতর ॥ আমার এ স্বর্গ বিচে, লক্ষ লক্ষ তারা আছে, যেন অন্ধ থাকে চন্দ্র বিনে। তেমন হইয়াছিল, ঘর বার এ সকল; আল্লা ফের মিলাইল এনে ॥ এহাল হইল যদি; গমিবিচে হৈল সাদি সবে দেলে হইলেন সাধ। আগে কার যে কারখানা হয়ে ছিল বে-ছামানা নয়া হইয়া হইল আবাদ ॥ আবদুল মজিদ বলে এলাহি মদতকৈলে সব হৈতে পারে কারখানা। নহেত না হয় কিছু করে সেই আগু পিছু বুঝে যেবা হইবেক দানা ॥

পয়ার।—শাহালম ছুরতন্নেছান বিবি দোন। সে মাহে আলম আর বিবি চেয়েন বানন্থ ॥ আসিয়া পৌছিল যদি আপনার ঘরে। খুবির আইল বান আনন্দ সাগরে ॥ প্রেমের তরঙ্গে সবে ভাসিতে লাগিল। পুর্ব্ব হৈতে চারিগুণ আনন্দ জন্মিল ॥ দেলে মেরা ছিল ভাই একিন জানিবে। আর কত দিনে কেচ্ছা তামাম হইবে ॥ আল্লার কুদরতদেখ করিয়া নজর। নাগেহানি একবালা আশেমেরা পর ॥ আমার এলাকা বিচে প্রজা এক জন। মোকদ্দমা উপস্থিত

কৈল অকারন॥ লুট তারাজের দাবি করে মেরা পরে। নালিশ করিল ফৌজদারী দরবারে॥ মুদ্দই হইল মোরে ঘটাইল জ্বালা। বড়ই মুস্কিল জ্বালা ফৌজদারী বালা॥ তলব হইল মোরে ম্যাজিষ্টেট হৈতে। সেই মোকদ্দমার জওাব গোজ্জারিতে॥ কি করিব আমি সেই হুকুম সরকারি। সব হৈতে জবরদস্ত আইন ফৌজদারী লাচার যাইতে হৈল হাকিম হুজুরে। শাইরীর কাম যত সব বন্ধ করে॥ যাইয়া হাজির হৈনু হাকিম মিছিল। এক যে মোক্তার নামা করিনু দাখিল॥ মোকদ্দমা মাফিক সে জওাব লিখাইনু। যে ছিল ছাফাই মেরা গাওা গোজারিনু॥ এনছাফ হইল যদি মোকদ্দমা বিচে। ঝুটি কথা কোন কালে সত্য হইয়াছে॥ মোকদ্দমা হইতে আমি খালাছ হইয়া। খুসিতে পৌছিনু পরে ঘরেতে আসিয়া॥ ফেরেব হইল যদি দাবি দাওাতার। বেচেলিনু খরচেতে তার বাড়ি ঘর॥ আল্লার ফজলে তবে নিঃসন্দ হইনু। ফের শাইরির বাবে কলম ধরিনু॥ অকস্মাৎ ফের এক হৈল লুট তারাজ। কেমন মোকদ্দমা সেই শুন বুদ্ধি-বাজ॥ শাহালম মাহালম ছুরতন্নেছান। চেয়েনবানু বিবি এই চারি যে নিদান॥ সেই মকদ্দমা বিচে মুদ্দই যেচার দেল দিয়া শুনভাই তার সমাচার॥ হাকেমল হাকিম জাত এলাহী আলমিন। দাই বুড়ি মোক্তার যে জানিবে একিন॥ মুদ্দই জানিবে সেই ছয় বহিনেরে। এসে ছিল ছুরতন্নেছান বরাবরে॥ সেই ছয় বহিনের শুন বিবরণ। মেরা পরে মোকদ্দমা হইল যেমন॥ হক্কের মালিক আপে পরওার দেগার। দুখ সুখ রাত দিন যার কারবার॥ সেই সমাচার কিছু শুন দেল দিয়া। দুখ সুখ দুই ভাই এলাহীর কিয়া॥ কভু খুসি কভু গমি কখন আফত। তার সাক্ষী জান শীত গ্রীস্ম বরষাত॥ এক দিন সে ছয় বহিন দেলগীর। আপনা আপনি সবে করিল ফিকির॥ এত চেয়েন করে বিবি ছুরতন্নেছান। দুনিয়ার লোক দেখে তামাম হয়রাণ॥ এমন আরাম কেহ কোথা নাহি করে। কেমনে বরদাস্ত হবে দেখিয়া আমারে॥ মোরা সবে এহালেতে তারা করে খুসি। কি অস্তে জনম পাইল সেই প্রেম রশা

মোর আগে এইবাত সহানাহি যায়। এবে কি দেলের বিচে করনা উপায়॥ শাহালম মাহালমে আর দুই বিবি। মারা যায় যেই রূপে হইয়া খারাবি॥ এবাত দেলেতে সব বিচার করিয়া। ছুরতন্নেছান বিবির আগেতে যাইয়া॥ কহিতে লাগিল তারা সে বিবির বাত। দেল দিয়া শুন তুমি দেলের কোলফাত॥ এতদিন রহি মোরা তোমার খাতিরে। রোখছত করিয়া এবে দেহ আমাদেরে॥ উচাটন হইল মন মুল্লুকে যাইতে। মাবাপ শওহরের খেদ মত করিতে রহিয়া তোমার হেথা খুব সুখ পাইনু। আরমান ভরিয়া তেরা খুসি যে দেখিনু॥ শুনে বহিনের বাত ছুরতন্নেছান। বড়ই আফছোছ বিবি কান্দিয়া হয়রান॥ এত দিন আমার নছিবে ভাল ছিল। তাই তোমাদের সঙ্গে দেখা দেখি হৈল॥ আর কিছু দিন থাক আমার বাড়িতে। ফের চলে যাবে আপনার মুল্লুকেতে॥ শুনে সে বহিন কহে বিবির হুজুরে। আর না রহিব মোরা যাব নিজ ঘরে॥ শুনিয়া ছুরতন্নেছা লাচার হইল। বিদায়ের সরঞ্জাম তৈয়ার করিল॥ এমন বেভার দেয় দেলখোসালিতে। না দেখেসে বিবি গায় খাব খেয়ালেতে॥ রাতেতে তাজিম খুব করাইল সবে। ফজর হইলে পরে চলিয়া যাইবে॥ খাওা পেপা করে সবে আরাম করিল। আল্লার ফজলে রাত বেহন হইল॥ জাগিয়া উঠীল সবে ফজর হইতে। সে ছয় বিবির তরে বিদায় করিতে॥ ছুরতন্নেছা ছয় বহিনেরে কহে। নাস্তাটী করিয়া যাও যদি দেল চাহে॥ শুনিয়া সে ছয় বহিন মঞ্জুর করিল। নাস্তা তৈয়ারতে যত্ন করিতে লাগিল॥ সেই অক্তে ছয় বহিন ফোরছত পাইয়া। আপনা আপনি সবে বিচার করিয়া॥ আগে হৈতে বেলওারের গুড়া করা ছিল। তার সাতে জহর কাতেল মেলাইল॥ বেলওারের চুররেজা হাতে করে লিয়া। যে খাটেতে শাহা আলম থাকেন শুইয়া॥ সেই দুই তোষক উপরে বছতর। বেলওারের চুর ডালে তাহার উপর॥ বিছায় চাদর যথা করিয়া হুনুর। মালুম হয় না যেন বেলওারের চুর॥ এহাল করিয়া সে বিবি ছয় জন। ফিরে আইল সেথা হৈতে হরষিত মন॥ কেহ

আ জানিতে পারে এই সব বাত। নাস্তা করেন বস বসে এক সাথ ছুরতন্নেছা বিবি বহিনের সঙ্গে। শাহালম মাহালম চেয়েনবানু সঙ্গে॥ বিদায় করিতে গেল দরিয়া কেনারে। কহিতে লাগিল তবে জাহাজির তরে॥ খুব হেফাজতে নিয়া পৌছাও ছওারি। রশিদ আনিয়া দিবে আমার হুজুরি॥ হুকুম পাইয়া মাঝি জাহাজ খুলিল সুবাও পাইয়া কিস্তি ভাসিয়া চলিল॥ শাহালম ছুরতন্নেছা মাহলম আর সে চেয়েনবানু চেয়েন বেগম॥ বহুত আফছোছ জারি করিলেন সবে। রোখছত করিয়া ঘরে ফিরে আইল তবে॥ খানা পিনা করে তবে আরাম কারণ। আপনার পালঙ্গেতে গেলেন দুজন॥ দোহার যে দুই বিবি আরাম করিল। বেলওারের রেজা গুড়া চুবিতে লগিল॥ যে তরফে করট ফেরায় তারা যবে। বেলওারের ছুর যত বদলেতে চোবে॥ নরম তনেতে যেমন যায় যে চুবিয়া॥ খুরের ধারের মত কাটিয়া কাটীয়া॥ লহু জারি হৈল তবে সে চারি জনার। উঠিয়া বসিল সবে হইল লাচার॥ ভাবেন দেখিয়া হাল চাদর বিছানা॥ বহিনেরা করে গেছে এমন কারখানা। জ্বলনের জ্বালা যেন ভুজঙ্গের বিষ। কাটাঘায়যেমন মরিচ দেয়পিস॥ বারুদ উপরে যেন পড়ে যে আগুন। আখের বিচেতে যেন পড়ে যায়নুন হায়হায় করে তারা দিশা না পাইল। দেখিতে দেখিতে অঙ্গ ফুলিয়া চলিল॥ বেহুস হইল সবে জ্বলনের দায়। পচিতে লাগিল ঘাও গন্ধ উঠে তায়॥ কিছু না খাইতে পারে ঘায়ের জলনে। বাত চিত বাহির না হয় যে জবানে॥ বেহুস হইয়া তারা রহে চারি জন মুর্দ্দার মাফিক হৈয়া মুদিত নয়ন॥ বদন হইতে গোস্তঝরিয়া পড়িল এইমতে কতদিন গোজারিয়া গেল॥ দেখিয়া সেদাইবুড়ি করেবড়া জারি আখেতে না সোজে তার কানেতে বহরি॥ হামেহাল দোওা দাই মাজে হাত জোড়া। শাহা মাহা চারিজন দুঃখপায় বড়া॥ কত কত দুঃখ দিয়া সেই চারি জনে। আখেরেতে মিলাইয়া মোকে দিলে এনে॥ এত দুঃখ দিলে আল্লা তাহাদের পরে। তকছির করনা মাফ আমি গোনাগারে॥ চৌদা ভুবন বিচে যত জন্ম কর।

শাফিওল গফুর তুমি আপে নাম ধর॥ বড়া জারি করে দাই হইয়া আকুল। আল্লার দরগায় দোওা পড়িল কবুল॥ শুয়ে ছিল দাই বুড়ি রাত নশা কালে। খোওাজ খেজের আইল স্বপনের হালে॥ পীরের হাতেতে ছিল এক তোর্‌া পাত। দায়ের ছামনে খাড়া কহে এই বাত॥ এই পাত পিসিয়া যে সেই চারি জনে। ঘায়ের উপরে দিবে তামাম বদনে॥ আল্লার হুকুমে ঘাও হইবেক ভাল। এ কথা কহিয়া পীর গায়েব হইল॥ ফজরে উঠিল দাই হয়ে চমৎকার॥ ছেরা নাতে ধরা আছে সেই পাত তার॥ তাহারে লইয়া দাই শোকরানা ভেজিল। পিসিয়া সে পাতা ঘাও উপরেতে দিল তারপরে গোজারিয়া গেল সাতদিন। চাঙ্গা করিলেন সবে এলাহি আলমিন॥ হজরত আইউব যেমন সহিলেন দুখ। ফের এ দুনিয়া বিচে খুব হৈল সুখ॥ তেমনি হইল চারি জনাকে আফত। ফের আল্লা দুর কর সব মছিবত॥ আরাম হইয়া যদি সবে হুস পায়। বহুত শোকরানা ভেজে আল্লার দরগায়॥ দেখিয়া খোসাল দাই বুড়ি মেহেরবান। যত যত দুঃখ গেল করিল বয়ান॥ শুনিয়া সে চারি জন করে মনে দুখ। কান্দেন আপনা বিচে তাকাইয়া মুখ॥ খুসি খোসালিতে কতদিন গোজারিল। আপনা আপনি সব বিচার করিল॥ এত দুখ দিয়া গেল সে ছয় বহিন। পড়িনু বিমার হৈয়া মোরা এত দিন॥ ছুরতন্নেছান বিবি কহেন সবারে। পহেলাতে বাপ নেকালিয়া দিল মোরে॥ আমার উপরে হৈল আল্লা মেহেরবান। বহিনেরা এসে ফের করে পেরেসান॥ আর সহা যায় নাই আল্লা যাহা করে। এক বার চল দেখি শামের শহরে॥ কেছমত দেখার চল বাপের ছামনে। কিবা বুদ্ধি রাখে সেই ছয় যে বহিনে জেনের লস্কর জোরে করিব লড়াই। যাহবার হবেযাহা করে আল্লা সাই॥ এই সব বাত চিত্তে হৈল মছলেহাত। সেই আঙ্গুটীর তরে কহে হকিকত॥ এই সব দ্বীপ শুদ্ধ আমারে লইয়া। শামের মুলুক বিচে দেহ পৌছাইয়া॥ পৌছইয়া দেহ তুমি হুকুমে আল্লার। সেখানেতে গিয়া ফের করিব বিচার। এই মেহেরবানি তুমি কর আঙ্গু-

স্তরি। এবাতে আমার আর নাহি সহে দেরি॥ শুনিয়া সে আঙ্গু-স্তরি হেন কামকরে। উঠাইয়া নিল দ্বিপ জেন্নাতের জোরে॥ লইয়া রাখিল সেই শামমুল্লুকেতে। বাদশার বাটীহৈতে থোড়াই তফাতে যাইয়া পৌছিল সেথা দ্বীপ শুদ্ধ যদি। অঙ্গরীর তরে ফের কহে শাহাজাদি॥ তোমার তাবেতে যত জেন এক্তিয়ার। আমি শুনি-য়াছি আছে আঠারো হাজার॥ সেইজেন সবে তুমি মাঙ্গাও হুকুমে ফজরে করিব আমি গারত এ শামে॥ হুকুমের দেরি ছিল আঙ্গ-টির তরে। আঠারো হাজার জেন পৌছিল হুজুরে॥ কেহ উচা কেহনিচা কেহ কালা গোরা। হাতেতে তলওার ঢাল কাটারি ও ছোরা॥ কার হাতে নেজা বর্শা তীর ও কামান। কার হাতে গোর্জ্জ গদা কেউ ধরে বাণ॥ কার হাতে টাঙ্গি খাঁড়া বিনট মঞ্জুর। কার হাতে ভালা২ সিগট খঞ্জুর॥ কার হাতে বাঁক আর বিছাও এমন। কি কহিব সেই হাতীয়ারের গঠন॥ কার হাতে ফাশি রসি জিঞ্জির কামান। পেচ পাচ তার যত আছে বজ্রবাণ॥ দেখিয়া এ সব হাল তাজ্জব হইল। জঙ্গের মাফিক বাজা বাজিতে লাগি॥ তবল করনাল বীণা রণসিঙ্গা কাড়া। দফ চঙ্গ নাকারা ধাউসা বড়াবড়া॥ এই সব উপরেতে পড়ে চৌরকাটি। তোলপাড় হৈয়া গেল শাম দেশের মাটী॥ তোপ করাবিনে আর বন্দুক রফল দুনালি তেনালি চারি নালি যে পিস্তল॥ আওাজ হইলে তাহা তালা লাগে কানে। সাজন দেখিয়া তার ধন্দ লাগে মনে॥ ময়দান উপরে খাড়া তামাম লস্কর। পাইল এ সব হাল জাছুছ খবর॥ যাইয়া কছিল সে শামের বাদশারে। আমুক জাগায় দেখে আইনু ফজরে॥ লস্করের ওর নাহি ময়দান উপরে। সাজন হইয়া খাড়া জঙ্গের খাতিরে॥কোথা হৈতে আইল জেন কুদরতি ফউর্জ। দেখা যায় দরিয়াতে যেমন মউজ॥ শামে কিছুছিল নাই ফজরে ও শামে দেখিয়া আইনু আমি কহিতে কদমে॥ এ বাত শুনিরা বাদশা বড়া গোশ্বা হৈল। লস্করে ডাকিয়া তবে ফরমান করিল॥ আমার মুলুক বিচে কাহার হেম্মত। সাজিয়া আসিতে পাবে রনের হাসমত॥

মাররে ধররে গিয়া তস্করে তামাম ॥ হেন মার মরো যেন নাহি রহে নাম ॥ পরেন্দা জানওার মেরা মুলুকে অপর। মারিতে না পারে কেহ করে মেরাডর ॥ লস্কর তামাম তরে এবাত শুনিয়া। তৈয়ার হইল সবে কোমর বান্দিয়া ॥ বড়া বড়া জোরওার কদাওর জওান আরবি তরুকি রুমি কাবুলি পাঠান ॥ ইউন্যান ইরানি তুর্কস্থানি হাবসিগণ। সিরাজি বোগদাদী আদি সব জনে জন ॥ এক লাখ তীরেন্দাজ সেনানি তৈয়ার। পঞ্চাশ হাজার রেছালার অছওার ॥ ফরিকার পাচ লাখ নেজাদার কত। লাহুরি পাঞ্জাবি সিক আছে শত শত ॥ চোশটি হাজার মস্তহাতি মাতওালা। চুনেন্দা সিপাহি দশলাখ এ বাঙ্গালা ॥ আর কত পায়দল তার ওরনাই। এ হালেতে কেমন জোর বুছে দেখ ভাই ॥ গুড় গুড় নাকারা ডাঙ্কা বাজিতে লাগিল। একে একে সব যদি সাজন হইল ॥ লস্কর তামাম সেজে করিল পাণ্ডে তারা। সোমার নাহিক যেন আছমানের তারা ॥ গোব্বার উঠিল যেন টাপের দাপটে। পাথর হইল গুড়া ঘোড়ার ঝাপটে ॥ দিনেতে আন্ধার হৈল তামাম ময়দানে। গর্দ্দধুলা উঠিয়া লাগিল আছমানে ॥ যাইয়া পৌছিল সবে ময়দান উপরে। খাড়া হৈল সারি দিয়া কাতারে কাতারে ॥ ঠাঠ ও বন্দুক ছোটে ঠায়ে ঠায়ে তোপ। ধুধুধু নাকারা ডাঙ্কা পরে দিল চোপ ॥ দু-তরফে লড়াই লড়ি পড়েঝম২। কেবা কারে কেমনেতে মারেগম২ গোর্জ্জ পরে গোর্জ্জবাজি তলওারে তলওার। নেজাবাজি গদাবাজী ছওারে ছওার ॥ কড় কড় তড় তড় ঝড় বাড় জঙ্গ। দুমদাম গুম গাম লোকে দেখে রঙ্গ ॥ গড়াগড়ি হুরাহুরি কত লোকে করে। পেটা পিটী পেচ্চা পেচি মারে লাঠি ধরে ॥ গম গম দুম দুম ঝন ঝন ঝক হম হম তম তম জল জল হক ॥ রমরম সন সন জম জম চলে। ডম ডম ঢম ঢম নাকারা যে বলে ॥ ঠনঠন হাত মারে হাতিয়ারে হাতি-য়ার। ঘন ঘন ছন ছন ঘোড়ার ছওার ॥ হিন হিন নিনি নিনি ঘোড়ার শব্দ। তিনি তিনি নিনি নিনি বাজায় বরদ ॥ কেহ মুণ্ডে মুণ্ডে ধরে টক্কর লাগায়। কেহ হাতি শুণ্ড ধরে ছেরেতে ঘুমায় ॥

কেহ কারে লাতমারে ঘোড়ার উপর। ঘোড়া হইতে ছওার সে পড়ে বহুতর॥ কেহ কারে মুখা মুখি মারে খোন্দা খুন্দি। কেহ কারে পেচ পাচ করে ছান্দা ছান্দি॥ আবদুল মজিদ কহে এমন হৈল জঙ্গ। লহুর ফোওারা ছোটে জমি হৈল রঙ্গ॥

ত্রিপদী।—বাদশার লস্কর পরে, জেন্নাত মারেন জোরে, কেহ তাহা না পায় দেখিতে। শুণ্যেতে থাকিয়া জেনে, মারে পাহলওানগণে, নেজা গোর্জ্জ তীর তলওারেতে॥ ভালা খাড়া বিছাও আর, তেগ মেরে করে পার, জিঞ্জির কামন্দ ফাসি রসি। তামাম লস্কর গলে, উপর হইতে ডালে, লাগাইয়া করে কসা কসি॥ ধুউ ধুউ ধম ধম, ঝমক ঝমক কম, ঘনে ঘনে বাজায় আওাজ। ঝগড়া যে সড় সড়, দড় দড় দগড় রগড় বাজে ঝাজ॥ ঝন ঝন নন নন, টন টন ঠন ঠন, নাকারাতে আওাজ চোবের। বারে বারে গোলা যত, বারে বারে গুলি কত, সারি সারি আওাজ তোপের॥ তোল পাড় হৈল এমন, রোজ কেয়ামত যেমন, সে খানেতে হৈল নমুদার। জেনে লস্কর সবে, আদমে মারেন তবে, উঠায়া গর্দ্দ ও গোব্বার॥ আদম লোকের মাঝে, কার কিছু নাহি সোজে, আপনা আপনি হানাহানি। মহিমের জোস পরে, না চিনিয়াতেগ মারেপরে যায় হৈয়াখ ান খানি। হাতি ঘোড়া মারে ঠায়, তলে গড়াগড়ি যায়. তবে ফউজ ছাপে আশ পাশ। লড়াই এমন হৈল, পরনালা বহিয়া গেল, লহুতে ভাসিল মরা লাশ॥ বেদেরেগ কাচট যথা, তুফান বহিল তথা, পড়ে যায় কলার বাগান। জেনের কুদরতি বন্ধ, দেখে লোকে লাগে ধন্দ, কেহ নাহি পারে যে পাহচান॥ মরা লাশ তলে তলে, লহু পরে ভেসে চলে; মাছ যথা ভাসে পানি পর ছাড়িয়া জানের আশ, মনে পাইয়া তরাস, ভাগিল যে বাদশার লস্কর॥ কত লোক ভেগে যায়, কেহ না ঠিকানা পায়, সবে জেনে মারে চুন চুন। শামের মুল্লুক বিচে, এক জন নাহি বাচে, যেথা দেখে খালি বহে খুন॥ আয়রান হইল দেশ লস্কর হইল শেষ, আদম কি করিবে জেনের। বর্ষণের ধারা যথা

তীর গুলি পড়েতথা, জেনে মারে বাদশার লস্করে॥ আমির হামজা মর্দ্দ, না বুঝিয়। কিছু দর্দ্দ, মারে যথা কুফরের তরে। হজরত মরতজা আলি, শেরে খোদা মহা বলী, তোড়ে যথাকেল্লা খয়বরে মোহাম্মাদ হানিফা জোরে, মারিয়া এজিদ তরে, লয় যথা এমামের দাদ। ওম্মরওম্মিয়াবলী,বাজিকরেগলগলি,যেমন করে যাদুরজেহাদ রাবণ যেমন করে, রামের সীতাকে হরে, রাম হাতে মরিল নিদান সুবর্ণের লঙ্কা যথা, ছারখার করে তথা বয়ু সুত বীর হনুমান॥ বেহদ্দ হইল যুদ্ধ, না রহিল কার সাধ্য, সেই মতে লড়ে সব জিন আবদুল মজিদ রঙ্গে, লিখিল এ অল্পজঙ্গে, দিন হীন অধম অধীন॥

পয়ার।—এই মতে লড়ে তারা সবে দিন রাত। শুন্য হৈতে মারে সবে লস্কর জেন্নাত॥ জেনের লস্কর এক জন নাহি মরে আদম লস্কর বিচে মারা পড়ে ছারে॥ বাদশার লস্কর যত মারে তীর গুলি। না লাগে জেনের তরে হৈয়া যায় ধুলি॥ এক মাস তক তথা লড়াই করিল। বাদশার ফউজ যত গারত হইল॥ বাদশার ফৌজ যত আছিল ময়দানে। তিন হিস্যা মারা গেল জেন্নাতের রণে বাকি লোক পলাইল রণে ভঙ্গ দিয়া। কাটা লাশে কেহ ছাপে মোরদার হইয়া॥ জঙ্গলে ছাপিল কেহ জন বাচাইতে। কেহ বা ছাপিল গিয়া খন্দক বিচেতে॥ শুনিয়া বাদশার দেলে পড়িল হয়বত উজিরে ডাকিয়া বাদশা করে মছলেহত॥ কহেন উজির তরে শুন দিয়া দেল। কি জানি ঘটিল বুঝি আমারে মুস্কিল॥ আমার যতেক ফউজ ঠায় মারাযায়। তার একজন যে ঘয়েল নাহি হয়॥ যতেক তাহার ফউজ সব ছলামত। দেখিতে দেখিতে মেরা বাদশাহী গরত॥ আর থোড়াদিন যদি লড়াই হইবে। মেরা ফউজ বিচে এক জন না বাচিবে॥ ইহা হইতে ভাল এই বন্ধ কর জঙ্গ। তুমি আমি দোন চল যাব এক সঙ্গ॥ গলেতে কাপড় দিয়া ঘাস মুখে ধরে। যাইয়া লইব পানা তাহার হুজুরে॥ উজির শুনিয়া বাত করিল পছন্দ। সেই বেলা লড়াই করিয়া দিল বন্ধ॥ বাহুড়ি তবলা বাজে নাকারা নিশান। মোকুফ হইল জঙ্গ ফিরিল জওান॥ সেখা-

নেতে ছুরতন্নেছান নেকজাত। সেই আঙ্গুটির তরে কহে এই বাত মৌকুফ হইল যদি বাদশার লড়াই। উচিত নাহিক মুজে করিতে বড়াই॥ এমন বাতে আল্লাতালা নারাজ হইবে। নাজানি কি ফের দুঃখ নছিবেতে দিবে॥ এবাত কহিয়া বিবি করিয়া পছন্দ। আঙ্গুটীরে কহে জঙ্গ করি দেহ বন্ধ॥ লড়াই মৌকুফ যদি আঙ্গুটি শুনিল তাবেদার জিন্নিয়াত বিদায় করিল॥ গায়েব হইয়া গেল জিন্নিয়াত লস্কর। রহে খালি দ্বীপ আর বালাখানা ঘর॥ এখান হইতে সেই বাদশা ওাউজির। চলিল সে তরফেতে লোঙাইয় শির॥ ছুরতন্নেছান বিবি যেখানে আছিল। বাদশা উজির সেই তরফে চলিল যাইতে যাইতে দেখে কোটা বালাখানা। যত যত দেখে সব নুতন ছামানা॥ পছন্দ করেন একি তাজ্জবের কথা। কোঠা এমারত কিছু নাহি ছিল হেথা॥ ফের দোন কহে এত লস্কয় যে ছিল। দেখা নাহি যায় কারে গায়েব হইল॥ আজব তামাসা আর আজব কুদরত। কিছু নাহি জানা যায় তার হকিকত॥ দহসত করিয়া মনে করেন ভাবনা। মালুম হইল এই জেনের কারখানা॥ নহেত কি এত মেরা ছেপাহি লস্কর। মারা যায় ছারখার হৈয়া বহুতর॥ এ কথা ভাবিয়া দেলে চলে দুই জন। মহল দুওারে গিয়া দিল দরশন॥ দেখেন দরওান খাড়া আছে যে দুওারে। যাইয়া উভয়ে কহে তার বরাবরে॥ শুনহে দরওানি তুমি আমাদের বাত। চলে যাও অন্দরেতে কহি হে নেহাত॥ তোমার মালিক তরে কহনা যাইরা। এ শাম দেশের বাদশা উজির আসিয়া॥ তোমার দুয়ারে তারা খাড়া হৈয়া আছে। কি বাত কাহতে আসে আপনার কাছে॥ শুনিয়া দরওানি তবে চলিল ভিতর। কহিল বিবিরে গিয়া এ সব খবর॥ শুনিল ছুরতন্নেছা সে শাহে আলম। উজিরের বেটি চেয়েনবানু মাহালম॥ দাই বুড়ি সমেত উঠিয়া পাচ জন। বাদশার হুজুরে গিয়া দিল দরশন॥ দেখিয়া বাপেরতরে ছুরতন্নেছান। আপন আক্কেল গুণেনিলে পাহচান॥ সেতাব যাইয়া গেরে বাপের কদমে আফছোছ করিয়া পাঙ ধরিয়া সে চুমে॥ সে শাহা আলম আর

সেই দাই বুড়ি। মাহালম চেয়েনবানু বিবি সেই ঘড়ি॥ যাইয়া ছালাম করে বাদশার চরনে। বাদশাদেখিয়া যে হয়রাত হৈল মনে তাজিন পিয়ার করে বিবিদের তরে। পুছিলেন তুমি এখন কান্দ কি খাতিরে॥ আমি আইনু তেরা পাশে দুঃখ জানাইতে। তোমার এহাল কেন দেখি আচম্বিতে॥ শুনিয়া ছুরতন্নেছা কহেন কান্দিয়া আমি সেই বেটি তেরা অভাগিনী হৈয়া॥ ঘর হৈতে হৈয়া ছিনু শহর নেকাল। তোমার গজবে মেরা হয় হেন হাল॥ তুমি মেরা বাপ জান সেই কন্যা তেরি। সে রঙ্গ খাতুন বিবি আমার মাতারি॥ শুনিয়া এবাত বাদশা বেটীর মুখেতে। দু-নয়নে আছু বহে লাগিল কান্দিতে বেটীরে করিয়া পেয়ার শিরে দিল চুমা। কহেন কেছমত বড় বুঝিনু যে মামা॥ আপনা কেছমত হৈতে আপে সবে খায়। খোদাই বেহদ্দ তার বরহক খোদায়॥ ছুরতন্নেছান বিবি কহে সব হাল। আউল আখের হৈতে আশনা আহওাল॥ তামাম সে দুখ সুখ শুনায় বাপেরে। যে হাল করিল ছয় বহিন তাহারে॥ সব এক এক করে বাপে শুনাইল। শুনিয়া বাদশা বড় আফছোছ করিল ফের বিবি কহিলেন বাপের তরেতে। লড়াই করিতে নাহি আসি তব সাতে॥ আসিয়াছি আমি বাবা শুন এ কারণে। এক বার দেখি লৈব সে ছয় বহিনে॥ শুনিয়া রওসন শাহা ধরে বেটির হাত ছয় বেটির লাগি পাহা কহে এই বাত॥ আমার খাতিরে তুমি সবে মাফ কর। তাহাদের তকছির তুমি মনে নাহি ধর॥ দেখনা এন-ছাফ করে সব মেরা দোষ। সুবোধ আক্কেল-দানা তুমিত বাহোস শুনিয়া ছুরতন্নেছা করিল মঞ্জুর। বাপ যেমন কহে বাত বেটির হুজুর॥ দামাদে দেখিয়া বাদশা খোসাল হইল। রওশন জাহান আখ অওশন করিল॥ বাদশা সবের তরে সঙ্গেতে লইয়া। আপন দৌলত খানায় পৌছিলেন গিয়া॥ ছুরতন্নেছান বিবি মায়ের কাছে যায়। মাতাকে দেখিয়া বিবি কান্দে উভরায়॥ রঙ্গ খাতুন বেটী দেখে কান্দে জারে জায়। দু-নয়নে আছু ধারা বহে বেশুমার॥ ছয় বহিন সরমেতে মুখ না উঠায়। ছুরতন্নেহা বিবী মেলে ধরিয়া

গলায়॥ সরমেন্দা হইয়া সবে রহিল বসিয়। বাতচিত নাহি কহে মুখ তাকাইয়া॥ বাপের ঘরেতে বিবি রহে কত দিন। শাহালম মাহালম চেয়েনবানু তিন॥ শাহালম কহে তবে ছুরতন্নেছাকে। মন বড় ঘাবারাতেছে মা বাপ কারণে॥ ঘরের বাহির মোরা হৈনু বার সাল। বিদেশেতে এই ভাবে রব কত কাল॥ কহিল বিবির তরে বার সাল হৈল। যত দুঃখ এলাহী যে মোরে ঘটাইল॥ এখানে না রব যাব আপনার দেশে। মাতা পিতা আমাদের আছে কিনা আছে শুনে বিবি ছুরতন্নেছা আনন্দিত হইল। মাবাপ হুজুরে গিয়া কহিতে লাগিল॥ শুনিয়া মঞ্জুর করে রওশন জাহান। বেটিকে দেহেজ দিল বাদশাই ছামানা॥ দেহেজ দিলেন মাহালম চেয়েন বানে। বাদশাই ছামানা যত দিলেন দুজনে॥ এই রূপে বহুতর ছামানা যে দিয়া। বেটি দামাদের তরে কহেন বুঝিয়া॥ মাহা আলমের তরে কহেন এমন। তোমার লায়েক বাবা নহে এ কেমন তোমাদের খাতের যে নারিনু করিতে। তাতে রঞ্জ কিছু বাবা না আন দেলেতে এই রূপে বাদশাহা বহুত কহিয়া। বেটীকে বিদায় করে কান্দিয়া কান্দিয়া॥ শাহালম মাহালম বিবি চেয়েনবানে॥ বিদায় করিল বাদশা বেগম দুজনে॥ ফরজন্দের মোহাব্বত বড়ই বালাই। যাহারে দিয়াছে আল্লা সেই জানে ভাই॥

সাহালম ও ছুরতন্নেছা বিবি মা বাপের নিকট বিদায় হন
এবং মাহালম ও চেয়েনবানু বিবি বাদসার নিকট বিদায়
লইয়া সেই জিন্নিয়াতের জোরে দ্বীপ সমেত
মেছের মুল্লুকে পৌছিবার বয়ান।

পয়ার।—বাদশা বেগমের কছে রোখছত লইয়া ছুরতন্নেছা বিবি দেলে খুসি হৈয়া॥ ফের আঙ্গুটির তরে কহে সেইবিবি। হেথাহৈতে এইদ্বীপ উঠাওসেতাবি॥ মেছের মুলুকবিচে এদ্বীপ সমেতমোদেরে লইয়াসেথাপৌছাও ত্বরিত॥ শুনিয়া আঙ্গুটী বাতজেন্নাতের জোরে উঠাইয়া লইয়া চলিল শুণ্য ভরে॥ রাতবিচে লইয়াসেমেছের মুলুকে যে খানেতে বাদশা মহল বিচে থাকে॥ সেই মহলের সাথে দিল

মিলাইয়া। রাত গেল ছোবে হৈল উঠীল জাগিয়া॥ সে শাহে আলম আর ছুরতন্নেছান। মাহে আলম চেয়েনবানু দাইমেহেরবান এই পঁচ জন উঠে খুব ফজরেতে। আপনা মহল বিচে লাগিল ফিরিতে॥ ও খানেতে উঠিলেন বাদশা ও উজির। অপনা মহল হৈতে হইল বাহির॥ নুতন মহল দেখে করিয়া নজর। বহুত হয়-রত দেলে করে তৎপর॥ এ বড় তাজ্জব কথা আজ দেখি আমি। কোথা হৈতে আইল এই মহল তামামি॥ ফের মনে ভাবেন কি মোরা নিন্দে আছি। স্বপন হালেতে এই সব দেখিতেছি॥ ফের আপনার আখি মলিয়া তাকায়। পাঁচ জন ফিরিতেছে দেখিবারে পায়॥ এ খানেতে শাহালম মাহালম থাকে আপনার বাপে দোহে নজরেতে দেখে॥ দৌড়িয়া চলিল দোহে বেহুস হইয়া। চুমিল যাইয়াদোহে কদম ধরিয়া॥ কদম চুমিয়াদোহে করেন ক্রন্দন। কহি লেন মোরাবাবা তোমার নন্দন॥ বাদশা উজিরদোহে এবাতশুনিয়া যেমন আছমান পায় হাত বাড়াইয়া॥ দরিদ্র পাইল যেন পরসপাথর দোজখিবেহেস্তপায়খোসলঅন্তর॥তেমনি হইলদোনবাদশা ওউজির বেটারেপাইয়াদোহেখোসাল খাতির॥দুবেটাপাইয়াদোনবাদশামন্ত্রি বরে। নিয়া গেল দুই জনে বিবী বরাবরে॥ দেখিয়া বেটার তরে দোহে দুখভরি। হুতাস ছারিড়ল যে করিয়া বড় জারি॥ ছাতি পরে লাগাইয়া কোলেতে বসায়। কোলেতে লইয়া তারা পরাণ জুড়ায়॥ এমন হইল খুবি সামালিতে নারে। খুসিতে ভরিয়া যায় আনন্দ সাগরে॥ মাহালম শাহালম কিছু দের পরে। দু-ঠাই দুজনা কহে মায়ের হুজুরে॥ আপনার লেঙডি এক আসিয়াছে সাথে। হুকুম হইলে তারে আনি যে খেদমতে॥ এবাত শুনিয়া দোহার মাতা চলে গেল। দোহার বধুর তরে ঘরেতে আনিল॥ বধুগণ আপনার সাসকে দেখিয়া। ছালাম করিল দোন কদম চুমিয়া॥ শ্বশুরের তরে দোন করেন আদাব। হরষিতে দোওা দেয় ছালাম জওাব॥ হারাধন পাইল যে বাদশা ও উজির। না পারি লিখিতে হাল আমি সে খুসির॥ বাদসা ও উজির দিল ভাণ্ডার খুলিয়া।

হুকুম দিলেন এমন দরবারে আসিয়া॥ যে কিছু দরকার হবে সহ-রেতে যায়। আসিয়া লইবে সেই ভাণ্ডারে আমার॥ এক মাস তক খোলা রহিবে ভাণ্ডার। লইবে আসিয়া যার যে কিছু দরকার এইরূপে হুকুম দিয়া বাদশা ওউজির। খোসালে রহিল সবে অন্দর বাহির॥ খোসালিত্ত দেল যেমন বাদসা ও উজির। করিল এলাহী দয়া আমার খাতির। কহে গোলাম মওলা এই ওহে পাক জাতে মোরে ভালা কর আল্লা দিন দুনিয়াতে॥ হে এলাহী করমেতে আরো দাও শক্তি। দিবা নিশি থাকে যেন তব পদে ভক্তি॥

শাহালম মাহালম আপন আপন দুঃখের হাল
মা বাপকে কহে তাহার বয়ান।

পয়ার।—এইরূপে কত দিন গেল গোজারিয়া। এক দিন মাতা পিতা দোহার লাগিয়া॥ পুছিল তোমরা বাবা কহনা দু-জন। কি রূপে গায়েব হৈলে কহ বিবরণ॥ কি রূপে আছিলে কোথা সুখে কি দুঃখেতে। শুনিব সে হাল কহ দেল খোসালিতে॥ শুনে সাহা লম মাহালম দুই জন। সবহাল বাপ মায়ে কহেন তখন॥ যেছুরতে বাজারেতে ফিরিবারে গেল। সাদি হয় এক জনার দেখিতে পাইল যেরূপে উচাটন মন হইল দোহার। যে ছুরতে কান্দে দোহে হৈয়া জারে জার॥ যেরূপেতে ফিরিবারেগেল বাগিচাতে। যেছুরাতেদুই পাইল দেখিতে॥ যে রূপেতে ঘোড়া পরে ছওার হইল। যে ছুরাতে ঘোড়া দুই উড়িয়া চলিল॥ যে ছুরাতে ঘোড়া দোহে কেন্নওঙ্গে রাখিয়া। যেরূপে সে ঘোড়া গেল গায়েব হইয়া॥ যে ছুরাতে দোহে এক গাছের তলায়। বসিয়া দু-জনে কান্দে না পায় উপায়॥ যে রূপে কোতওাল এসে দুই জনে দেখে খবর সেহ দিলেক বাদশাকে॥ যে ছুরতে নিয়া গেল শ্বশুরের ঘর। যে রূপেতে শ্বশুর শাশুড়ি খোসাল অন্তর॥ যেরূপে মহলে দোহে শুইবারে যায়। যে রূপেতে চেয়েন বানু করিল উপায়॥ যেরূপেতে মাহালম শুয়ে শুয়ে জাগে। যে রূপেতে বিবি গেল আপনার বাগে॥ যে প্রকারে যোগী তরে মারিল পট-

কন। যেরূপতে বিবি তরে কহিল তখন॥ যে রূপেতে যোগী কহে কাটীবারে ছির। যে রূপেতে বিবি ফিরে আইল ধীরে ধীর॥ যে রূপে কাটীয়া শির লইয়া চলিল। যে রূপেতে নিয়া শির য়োগী তরে দিল॥ যেরূপেতে যোগী নাক কাটে সেই ক্ষণ। যে রূপেতে যোগীরে মারিল মাহালম॥ যে রূপেতে কান্দে বিবি মক্কর করিয়া। যে রূপেতে মাহালম ফাসিতে উঠীয়া॥ যেরূপেতে দুই চোর দিলেক গাওাহি। মাহালম তরে যথা বাচায় এলাহি॥ যে রূপে সিন্দুকে বন্ধ করে মরা লাশ। যে রূপেতে গোজারিয়া গেল এক মাস॥ যে রূপে উজির ঘরে শুইবারে যায়। যে রূপে চেয়েন বানু করিল উপায়॥ যেরূপে আনিয়া সে রাখিল পাথারে। যে ছুরাতে বাচিয়া উঠে উজিরের ঘরে॥ যেরূপে সেখান হৈতে হইল বিদায়। যেরূপে জাহাজ বিচে দরিয়াতে যায়॥ যেরূপে দ্বীপেতে গিয়া পিতলা দেখিল। যেরূপেতাহারপরে আশেকহইল॥ যেছুরাতে মাহালম যায় বিবিকাছে। যেছুরাতেতিনছওাল বিবিতরেপোছে॥ যে ছুরাতেবিবি কহেসেতিন ছওাল। বেছর অঙ্গয়ী পাঙ্খা যত তারহাল যে রূপেতে সে ছওাল আনিল কঠীনে। যেরূপেতে সাদি বেহা হয় দুই জনে॥ যে রকমে তিনজন গায়েব হইল। পরী জেন সেই যাদুগীর নিয়া গেল॥ যে রূপেতে চেয়েনবানু গেল খুজিবারে। লইয়া সে তিন জনে আইলেন ঘরে॥ যে প্রকারে সেই ছয় বহিন আসিয়া। বেলওারের রজা দিল সে যে বিছাইয়া॥ যে প্রকারে বিমার হইল চারি জন॥ যে মতে আরাম দিল বিপদ তারণ॥ যে প্রকারে দ্বীপশুদ্ধ জেন্নাতেরজোরে। যেমতে পৌছিল গিয়া শামের সহরে॥ যে মতে বাদশার সাথে লড়াই হইল। যে মতে বাদশার লোক পলাইয়া গেল॥ যে মতে শামের বাদশা উজির পৌছিয়া লরাইহারিয়াতারামিলিলআসিয়া॥যেপ্রকারচেনাদিলছুরতন্নেছানযে মতেআপনাঘরেবাদসানিয়াযান॥যমতেরোখছতহৈলসেখানথাকিয়া যেরূপেহুকুমদিলজেন্নাতলাগিয়া॥যেমতেজেন্নাতদ্বীপউঠাইয়াআনে যেমতে দোহার পিতা দেখেন বিহানে॥ সব একে একে হান

করিল বয়ান। দোহার মাবাপ শুনে হইল হয়রান॥ কিছুগমদিছু খুসি হইল সবায়। মোনাজাত করিলেন আল্লার দরগায়॥ বেটা বধু পাইয়াযেআনন্দহইল। সাদিয়ানাবাজাইতেহুকুম করিল॥ খয়রাত করিল কত হাজারে হাজার। কেহ না করিতে পারে তাহার সোমার॥ কি কহিব আমি যত খুসির ছামান। লিখিতে অধিক হবে কেচ্ছার বয়ান॥ সেকারণে মোক্তেছার করিনু কাহিনী। বুঝে নিবে যেই জন হইবেন গুণি॥ যতপ্রেম ছলে আমি লিখি এ বয়ান বে জওহরি নারে নিবে জওহর পাহচান॥ এ কেচ্ছার বাত এত দুরে হৈল সায়। নিজকাম না হইল কি হবে উপায়॥ দুনিয়া কায়েম নাহি জান সর্ব্বজন। জন্মিলে মরণ আছে অদৃষ্ট লিখন॥ নেকির সরদারি কর বদি দুর করি। তরিয়াব আশা রাখ আকবতে ডরি আল্লার হুকুম আছে না করিও বদি। নেকিতে ছাবুদ থাকে দিন মোহাম্মদি॥ যখন হইবে কাজি রব্বেল জলিল। মোনাদি দিবেন সেথা মেহতের ছিবরিল॥ নেকি বদি মিজানেতে করিবে ওজন ভারি হইবেক পাল্লা নেকির যখন॥ তবে পাক পরওার আপে খুসি হবে। রছুলুল্লা তার তরে দিদার দেখাবে॥ আনন্দেতে পার হৈয়া যাবে জুলছারাত। দাখেল হইবে গিয়া আউওাল জান্নাত॥ নেকি হৈতে বদি যার হইবেক বেশী। হাত পায়ে লাগাইবে আগুনের রসি॥ এলাহী নারাজ হবে কেতাবে দলিল। ফরমান করিবে কড়া দোজখে দাখিল॥ সেখানে যতেক আগুনের কারখানা। সিজদুদ লহু পিব বিষ খানা পিনা॥ ইহাকে বুঝিয়া কাম কর সর্ব্বজন। কাহিলিতে ওম্মর না কাটাও কখন॥ আল্লা নবী নাম নিলে সত্যে হবে গতি। অকবতে ভাল ও ইমান ছালামতী॥ তবে দিন দুনিয়াতে মতলব হাছেল। এই বাত ইয়াদ রাখ লাগাইয়া দেল॥ আবদুল মজিদ কহে বদি হৈলে ভারি আল্লা নবী আকবতে তরাইলে তরি॥ করমের গোনা মাফ হেরিয়া তামাম। রছুলের পরে ভেজি দরুদ ছালাম॥

কেচ্ছার খাতেমা ও শায়েরের কথা।

ত্রিপদী।—বহু বেটা নিয়া ঘরে, সুখেতে গোজরান করে, আও রঙ্গির নওরঙ্গির নামি। এক যায় সবে মিলি, যাথা হৈল খোস হালি, সেই মত সদা চাহি আমি॥ আল্লাতালা তাহাদেরে, যেমন স্নেহের ভরে, তেমনি সবে করেন রহম। তামাম হইল কেচ্ছা, হিন্দ ও বাঙ্গালা মেসা, এই খানে করিনু খতম॥ যবে এ তামাম হৈল, হাতেফ আওাজ দিল, রাখ কিছু নাম এ কেচ্ছার। আপনা আক্কেল হৈতে, ইজাদ করিনু এতে, নাম যে রাখিনু রঙ্গ বাহার॥ বারো শত অটষট্টী, সালকে জানিবে খাটি, সাহি নহে জানিবে বাঙ্গালা। এ মাহিনা আষাঢ়ের, আট দিন তারিখের, হৈয়া ছিল দুইঘড়ি বেলা॥ জেলহেজ্জ চান্দের আজ্জি, দশদিন হৈল বুঝি, হবে ইদ হজের নামাজ। জুম্মারাত নেকদিন, তারিখ লিখিনু চিন, হাজ্জি লোকে হজ্জ মিলে আজ॥ ইদে কেচ্ছা শুরু করি, বকরিদে খাতমা সারি, হিসাব দু-সাল দশদিন। যত মছলমান আছে, আরজ সবার কাছে, সবে বল আমিন আমিন॥ জানএই লেখা গেল, এয়াদ গার এ রহিল, বড়ই মেহনত উঠাইনু। যত কারবার ছন্দ, সবমেরা ছিল বন্ধ, এত দিনে ফোরছত পাইনু॥ এমন লাড়কাই কালে, সক লেতে খেলা খেলে, সেই মত ওস্মর আমার। নাম ছৈয়েদ আবাদ আলি, তার ভাই আমির আলি, ফতেউল্লা খান নামদার॥ বহুত হইল যদি, করিলেন যে তাকিদি, বুঝেমেরা মহব্বত মেহের। কহে মোর তরে তিনি, সে অমৃত সম বাণী, এই বাত করিয়া জাহের॥ এক কাম কর এমন, কালে কালে নাম যেমন, থাকে এই দুনিয় বিচেতে। অলেম ফাজেল জন,যতপ্রেমি কবিগণ,পছন্দ করেনবুদ্ধি হৈতে॥ দেখি যে তোমার তরে, বড়ই মেহের করে, দিয়াছেন এলেম কাদের। কর এক পুথি খুব, মনেতে করিয়া হুব, খাতির রহিবে আমাদের॥ এই মহব্বত বাণী, খেয়ালের কর্ণেশুনি, ঠেলিতে না পারি মিঠা বাত। না বুঝিয়া মেনে লই, পরেতে হয়রান হই, করি তাতে দুঃখ কত ভাত॥ শুন সব ভাইগণ, মেরা এই নিবেদন,

সামান্য না জান কার্য্য করা। মনে খুব বুঝি সুঝি, কাফিয়ার মিল খুজি, তবে এক পদ হয় পুরা॥ কাফিয়াতে ছুটে গেলে, যতক্ষণ নাহিমেলে, ততক্ষণকেমন হয় জান। কবিতা করেন যেই, জানিতে পারেন সেই, দুখ সুখ যতেক নিদান॥ তাহাতে লাড়কাই বেলা ভাল বাসা ধুলা খেলা, আর ছিল লেখা পড়া খুব। খেলি কি কেতাব লিখি, সওক হয়েছে দেখি, তাহাতে লিখিনু কোরে হুব আপনা আকেল যা, লিখে ছিনু এই কেচ্ছা তথা, ফের হৈল সন্দেহ আমারে। বুঝে সুঝে করে কাম, তবে হয় নেকনাম, পছন্দ হইবে লায়েকেরে॥ শুদ্ধ এ বাঙ্গালা নয়, হিন্দি ও মিসেছে তায় এ কারনে পদ বেশি কমি। তাতে ফের এখানেতে, চাল নাহি বাঙ্গালাতে উড়িয়া নিবাসি আছি আমি॥ উড়িষ্যা দেশেতে বড়া উড়িয়া জবান কড়া, উড়িষ্যাতে সব কারখানা। বাঙালি এ দেশে নাই, যদি খুজে খুজে পাই, লাখ বিচে দুই এক জনা॥ এ হালেতে এই খানে, যে হউক এ দুই জনে, হাফেজ আলি হেছামদ্দি নাম আছে আলেমের বাস, দেখাইনু তার পাশ দেখে যদি দোন নেক-নাম॥ ফারছিতে হাফেজ আলী, হেছামদ্দিন যে বাঙ্গালি, আছে দোন এলেমে কামিল। তাহার নিকটে গিয়া, এই পুথি দেখাইয়া খুসি করি তাহাদের দিল॥ যেথা কমি বেশী ছিল, দোরস্ত করিয়া দিল; কিছুজান আইল ইহারে। আর সেথা কেহ নাই, কাহারে দেখাব ভাই, কে জুঝিতে পারিবে শায়েরে॥ কামেল হাকিম হাতে, যদি পড়ে কোন ভাতে, তবেফের পুরা জান পায়। এখানে কামিল দাওা, ভার আছে খুজে পাওা, না দেখিনু তাহার উপায় শুনিতে পাইনু আমি, বড়া বড়া আছে নামি, কলিকাতা শহর ভিতর। মেরা বাড়ি হৈতে ভাই, হপ্তা রোজ রাহা সেই, কিছু পুর্ব্বে কিছুই উত্তর॥ মনেতে আরমান আছে, সেই কলিকাতা বিচে খুজিব যে কমিল হাকিম। পাইলে হাকিম শক্ত, দেখাইব সেই অক্ত, এ সায়ের বিমারি যে নিম॥ তবে পুরা প্রাণ-দান, পাইবেক এ জিনদান, তবে মেরা দেল ঠাণ্ডা হবে। দেখানু

দোহার কাছে, তবু রোগ লাগা আছে, সেই খেদে মরিতেছি ভেবে॥ তাহাতে শোকর আছে, জান তো বাঁচিয়া গেছে, দাওা আমি করিব ইহার। এই দোওা মাঙ্গি দেলে, শীর রেখে ভুমি তলে, আশাপুর্ণ হয় যে আমার॥ আবদুল মজিদ বলে, শুনেছি কেতাবে বলে, যেই যাহা মনে আশা করে। নৈরাশ সে নাহিহয় খুব জানিয়াছি তায়, আশা পুরা করে পাওারে॥

❋ সুচিপত্র ❋

বিষয়	পৃষ্ঠা
পুস্তকের টাইটেল পেজ	১
শায়েরের বাণী	২
শায়েরের মোনাজাত	৩
হামদ্ নায়াত	৪
কেচ্ছা শুরু	৯
ছুরতন্নেছা বিবির পহেলা ছওাল	৫২
ছুরতন্নেছা বিবির দোসরা সওাল	৬৪
ছুরতন্নেসা বিবির তেসর সওাল	৭৭
শাহালমের আঙ্গুস্তরি গাকেলিতে চুরি যাইবা বয়ান	৮৫
ছুরতন্নেসা বিবি শাহালমকে দেখিয়া আশেক হইবার বয়ান	৮৯
ছুরতন্নেসা বিবি আপন মতলব বয়ান করে	৯৪
ছুরতন্নেসা বিবি জেন্নাত আঙ্গুটির জোরে সাদির ছামানা ও মাকান-তৈয়ার করে তাহার বিবরণ	৯৭
শাহালম ও বিবি ছুরতন্নেসার সাদী খুব ধুমে হইবার বিবরণ	৯৮

ছুরতন্নেসা বিবির সিঙ্গারের বিবিরণ ৯৯
শাহালম ও ছুরতন্নেসাকে রাত্রযোগে জেন ও পরীতে নিরা যায় তাহ র বিবরণ ১০৪
শাহালম ছুরন্নেসা গায়েব হওয়ায় মহরুম নগরে মাতম পড়িবার বয়ান ১০৬
মাহালমকে জাদুগির গাছ বানাইয়া নিয়া যায় ও বহুত তকলিফ দেয় ১০৭
দেয়েনবানু বিবি যোগীনি হৈয়া, মাহালম শাহালম এবং ছুরতন্নেসার তল্লাসে যায় তাহার বিবরণ ১১১
চেয়েনবানু নিবি এক আশকের মতলব পুরা করে তাহার বয়ান ১১৫
চেয়েনবানু বিবি ম্যাঞ্জুস বাদশার তেলেসমাতে বন্দ হয় তাহার বয়ান ১২২
চেয়েনবানু বিবি তেলেসমত তুড়িয়া লাল সব চেরাগ লইয়া বাহিয়ে আসে তাহার বয়ান ১২৪
চেয়েনবানু বিবিকে জেন্নের বাদসা জোলমাতে বন্ধ করে তাহার বিবরণ ১২৬
চেয়েনবানু বিবি জোলমাত হইতেখালাস হইয়া নবীর বকসিস রোমালের জোরে উড়িয়া যায় তাহার বয়ান ১৩০
শাহালম ও ছুরতন্নেসা বিবি মা বাপের নিকট বিদায় হন, এবং মাহালম ও চেয়েনবানু বিবি বাদসার নিকট বিদায় লইয়া সেই জিন্নিয়াতের জোরে দ্বীপ সমেত মেছের মুলুকে পৌছিবার বায়ান ১৫১
শাহালম মাহালম আপনআপন দুঃখের হাল মাবাপকে কহে তাহার বয়ান ১৫৩
কেচ্ছা খাতেমা ও শায়েরের কথা ১৫৬

স্থচিপত্র সমাপ্ত।

মুন্সী গোলাম মওলা মরহুম প্রতিষ্ঠিত
হবিবি প্রেস পুস্তকালয়।
প্রতিষ্ঠাব্দ ১২৬৫ সাল।

...ৎসাহিত্য ও পুথি সাহিত্য প্রচারই আমাদের প্রতিষ্ঠা লাভের ...ণ। আমাদের পুস্তকালয় যেমন বাঙ্গালা সর্ব্বপ্রকারের পুথি ...তাব নাটক নভেলাদি আছে; তদ্রূপ আরবী, ফার্ছি ও উর্দ্দু ...রসকল শ্রেণীর কোর-আন ও মছলা মছায়েলের কেতাব ...ব রূপে মৌজুদ আছে। স্থানাভাব বশতঃ সকল কেতাবের ... প্রকাশ করিতে পারিলাম না। পত্র যোগে অর্ডার দিলে ... পিঃ ডাকে সুলভে মাল পাঠাইয়া থাকি। নাম ও ঠিকানা ...ভাবে লিখিয়া দিবেন। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

...ষাদ সিন্ধু—মীর মোশারফ হোছেন মরহুম প্রণীত। এই পুস্তক খানিতে ...া হজরত এমাম হোছেনের সাহাদাত; কারবালার সেই লোমহর্ষণ বিষাদ-... ব্যাপার। অধিক পরিচয় অনাবশ্যক, খুব ভাল বাধাই মুল্য ২৲ টাকা মাত্র

মৌলবী আবুল করম মোহাম্মদ আবদুল হাই
এসলামবাদী সাহেব প্রণীত
বিবাহের গুপ্তকথা ও আওলাদের নামকরণ।

বিবাহ সংক্রান্ত সমাজের প্রচলিত কুপ্রথা ও কু ব্যবহার সমূহের নিবারণ কল্পে ... কেতাব রচিত হইয়াছে। গ্রন্থকার সামাজিক কুৎসিত বব্যহার দর্শন করিয়া ...র প্রতীকারের আশার যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন। কি বিবাহিত কি অবি-...হিত উভয় শ্রেণীর যুবক ও যুবতীদিগের ইহা পরম আবশ্যকীয় অবশ্য পাঠ্য। ...হাতে অওলাদের নাম্ন রাখার নিয়ম কানুনের বয়ান আরও নিত্য দরকারী। মুল্য ।০ আনা

মুনশী খোন্দকার আহমত তুল্লাহ্ ছাহেব মরহুম প্রণীত
...হী বড় ফাতেমা জহুরা নামা ও বিবি কুলছুমের মেজমানী

উক্ত বিবি যুগল যে হজরত রছুলে করিম মহাত্মার কন্যা তাহার পরিচয় অনা...। হজরত ফাতেমা বিবির রোতবা ও দর্জ্জা যে আল্লার দরবারে কত বড় ... তাঁহাকে হেকারত করিলে যে কি শাস্তি ভোগ করিতে হয় তাহা এই ...বে সবিস্তারে বর্ণিত আছে। ইহা স্ত্রী পুরুষ সকলের অবশ্য পাঠ্য। মুল্য ৵১০ দশ পয়সা মাত্র।

1A